Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

দ্রষ্টব্য—বৃহদারণ্যকের সূচার অবশিষ্টাংশ ঐতরেয়
উপনিষদের সঙ্গে প্রেরিত হইবে।

১১শ খণ্ড।

শ্রীমন্মহর্ষি-কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রণীতম্

ব্রহ্মসূত্রং নাম

বেদান্ত-দর্শনম্।

শ্রীমদ্ আচার্য্য-শঙ্কর-ভগবৎ-পূজ্যপাদ-বিরচিত-শারীরকভাষ্য
সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শ্রীমদ্ বাচস্পতি মিশ্র বিরচিত "ভামতী"-
শ্রীমদ্ রামানন্দ সরস্বতী বিরচিত "ভাষ্য-রত্নপ্রভা"-
শ্রীমদ্ অমলানন্দ সরস্বতী বিরচিত "শাস্ত্রদর্পণ"-
শ্রীমদ্ বিদ্যারণ্য-মুনীশ্বর বিরচিত-সটীক-
"ব্যাসাধিকরণমালা"-
সমেতম্।

কলিকাতা রাজকীয় সংস্কৃতবিদ্যালয়ের অধ্যাপক
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ কৃত
সূত্র ভাষ্য-ভামতী-সটীক-অধিকরণমালা ও শাস্ত্রদর্পণের বঙ্গানুবাদ, সূত্র-ভাষ্য-
ভামতীর শব্দার্থ, ভামতীতাৎপর্য্য, ভাষ্যভামতীপ্রভৃতির
তাৎপর্য্য ও টিপ্পনী সহিত।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী
শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র দত্ত।
"লোটাস্ লাইব্রেরী"
২৮।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। মূল্য ১৲ এক টাকা।

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

লোটাস্ লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ।

১। উপনিষদঃ।

অনুবাদক ও সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।

ঈশ, কেন, কঠ, (একত্রে)	মূল্য	২৸০	মুণ্ডক ...	মূল্য	১৲
কঠ ...	”	১৷৴০	মাণ্ডুক্য (কারিকা সমেত)	”	২৲
প্রশ্ন	”	৸৵০	ছান্দোগ্য ...	”	৮৷৵

ইহাতে মূল, অন্বয়, মূলানুবাদ শাঙ্করভাষ্য ও ভাষ্যানুবাদ আছে, মাণ্ডুক্যে গৌড়পাদের কারিকা, ভাষ্য ও অনুবাদ এবং ছান্দোগ্যে আনন্দগিরির টীকা অতিরিক্ত আছে। বৃহদারণ্যক ছান্দোগ্যবৎ টীকাদিসহ খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইতেছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য ১৲ টাকা।

২ উপদেশসহস্রী।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী কর্ত্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত।

মূল, অন্বয়, বাঙ্গালা প্রতিশব্দ, রামতীর্থ টীকা, বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য, সহ সুন্দর ডিমাই ৮ পেজী কাগজে মুদ্রিত ৬৫৭ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, মূল্য ৪৲।

৩। সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্তসারসংগ্রহঃ।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ—এবং
শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী কর্ত্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত।

ইহা মূল, অন্বয়, বাঙ্গালা প্রতিশব্দ, বঙ্গানুবাদ এবং তাৎপর্য্যমণ্ডিত, ভাল ডিমাই ৮পেজী কাগজে মুদ্রিত, ৪২৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, মূল্য ২৷০ টাকা

৪। ন্যায়-প্রবেশ—তর্কামৃত।

ইহাতে মহামতি জগদীশ তর্কালঙ্কার বিরচিত তর্কামৃত ও তাহার সরল বঙ্গানুবাদ আছে। অনুবাদক—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ। সংশোধক—পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ লিখিত বিস্তৃত ভূমিকা সহ। মূল্য ৷০

৫। নব্যন্যায়—ব্যাপ্তিপঞ্চকম্।

অনুবাদক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

মাথুরী ও দীধিতির অনুবাদ, মাথুরীর বিস্তৃত ব্যাখ্যা, জগদীশের তর্কামৃতের অনুবাদ ও বহুজ্ঞাতব্যবিষয়পূর্ণ সুবিস্তৃত ভূমিকাসহ; রয়াল ৮ পেজী, ৬২৪পৃষ্ঠা, উত্তম বাঁধাই, মূল্য ৫৲টাকা। যে শাস্ত্রের জন্য ভারত দার্শনিকজগতে এখনও সর্ব্বপ্রধান, যাহার জ্ঞান ব্যতীত সংস্কৃত কোন দর্শনশাস্ত্রে প্রবেশাধিকার জন্মে না, সেই শাস্ত্রের এই প্রথম অনুবাদ।

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

SRI AUROBINDO LIBRARY PONDICHERRY

দৃশ্যই না প্রতিভাত হইতেছে। সেখানে কিন্তু একদর্শন ছাড়া—সকল দৃশ্যবস্তুই মিথ্যা। যতক্ষণ স্বপ্নাবস্থা, ততক্ষণই, ঐ সকল অনন্তবৈচিত্র্যময় দৃশ্যরাজির সত্তা। স্বপ্নের সঙ্গে সঙ্গে ঐ বিচিত্রদৃশ্যরাজি কোথায় মিশিয়া যায়। উপাদান-কারণ বল—নিমিত্তকারণ বল—বা অসমবায়ি কারণ বল, কোন কারণই নাই, অথচ রাশি রাশি কার্য্য লইয়া জীব ব্যবহার করিতেছে। ব্যবহারের বিষয় অলীক অথচ ব্যবহার সত্য! কি অদ্ভুত ব্যাপার! যেমন চিরস্থায়ী জাগরণের উদয়ে ক্ষণিক স্বপ্নের বিলয় হয়, সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্ন দৃশ্যবস্তুনিচয়ও গগণকুসুমের ন্যায় অলীক হইয়া পাড়ে, সেইরূপ কে বলিতে পারে যে,—আমাদের এই জাগরণরূপ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবার পর, এই জাগরণ অপেক্ষা বৃহত্তর জাগরাণাবস্থা আবার আসিবে না? এবং সেই মহাজাগরণের দিনে, এই বর্ত্তমান জাগরণরূপ বৃহৎ স্বপ্নও, গগণ কুসুমের ন্যায় অলীক বলিয়া প্রতীত হইবে না।

অলীক কাহাকে বলে? যাহা পূর্ব্বে ছিল না এবং যাহা পরেও থাকিবে না, কেবল মধ্যে কিছুকালের জন্য যাহা ব্যবহারের গোচর হইয়া থাকে, তাহারই নাম ত অলীক। এই অলীক বস্তুর স্বভাব কি? ইহা একরূপে থাকে না, পরিবর্ত্তনই ইহার স্বভাব। এ জগৎ অলীক—কারণ ইহা পরিবর্ত্তনশীল! ইহার কোন রূপই স্থায়ীত্ব নহে। ইহা বিনাশী। ইহার প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা কেহই নির্ব্বচন করিতে পারে না। ইহা সৎও নহে অসৎও নহে। কারণ, ইহা যদি সৎ হইত, তাহা হইলে ইহার বিনাশ হইত না, এবং সর্ব্বদা একরূপেই থাকিত। ইহা যে অসৎ ইহাও বলা যায় না, কারণ, যাহা অসৎ তাহা—কখনও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের গোচর হইতে পারে না। ফলে দাঁড়াইতেছে এই যে,—যাহা সৎও নহে, অসৎও নহে—তাহাই ত মায়া। সুতরাং এই পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চও মায়া।

তবে কি এই জগতে সকল বস্তুই মায়াময়? সুতরাং অলীক বা গগণকুসুম তুল্য। তাহা নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যাহা পরিবর্ত্তনশীল, অচিরস্থায়ী এবং বিনাশি, তাহাই মায়াময় বা অলীক। একটী বস্তু ছাড়া, এ সংসারের আর সকল বস্তুই পরিবর্ত্তনশীল ও বিনাশি, সুতরাং কেবল সেই বস্তুটাই মায়াময় বা অলীক নহে। কি সেই বস্তু? মায়াবাদিগণ বলিয়া থাকেন,—

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

যে সেই বস্তুই আমাদের আত্মা। আত্মা, ব্রহ্ম ও জ্ঞান, মায়াবাদিগণের মতে—একই বস্তু।

যে জ্ঞানের দ্বারা জগতের সকল বস্তুই প্রকাশিত হয়, সেই জ্ঞান, কিন্তু সর্ব্বদাই একরূপ। তাহার স্বরূপের কোন পরিবর্ত্তন হয় না; ঘট, পট, মঠ প্রভৃতি জ্ঞানের বিষয়গুলি বিভিন্ন হইলেও জ্ঞান কিন্তু সেই—এক প্রকাশময় স্বরূপ ছাড়া অন্য কোন স্বরূপে আমাদের নিকট পরিচিত নহে। ঘটজ্ঞানের বিষয় ঘট হইতে, পটজ্ঞানের বিষয় পট হইতে জ্ঞান পৃথক্ বস্তু এবং ঘটজ্ঞান ও পটজ্ঞানের বিষয় যে ঘট পট, তাহাত পৃথক বস্তু। ঘটজ্ঞান ও পটজ্ঞানের মধ্যে স্বরূপগত যে কোন পার্থক্য আছে, তাহা কেহই প্রমাণ করিতে পারেন না। জ্ঞানের বিষয়গুলি পরস্পর পরস্পর হইতে পৃথক্ হইতে পারে, কিন্তু বিষয়াংশকে ছাড়িয়া দিয়া, শুদ্ধ জ্ঞান বলিলে, আমরা যাহা বুঝি, তাহার মধ্যে যে পরস্পর কোন পার্থক্য আছে, তাহা কি কেহ বুঝিতে বা বুঝাইতে পারেন? কখনই না।

আরও একটী বিষয় দেখিতে হইবে যে, এ জগতে, আমাদের যতপ্রকার জ্ঞান হয়, সেই সকল জ্ঞানেই, দুই প্রকারের পদার্থ প্রতিভাসিত হইয়া থাকে। একপ্রকার পদার্থ—সামান্য বা অনুবৃত্ত, আর এক প্রকার পদার্থ—বিশেষ বা ব্যাবৃত্ত। এই দেখ না কেন, আমাদের যত প্রকার জ্ঞান হয়, সকল জ্ঞানই এই সামান্য ও বিশেষ, বা অনুবৃত্ত ও ব্যাবৃত্তরূপ দুইটী বস্তুকে নিয়তই প্রকাশ করিয়া থাকে। ঘট আছে, পট আছে, নীল আছে, পীত আছে—এইরূপ আমাদের সকল জ্ঞানেই, আমরা দেখিতে পাই যে, এই অংশ দুইটী প্রকাশিত হইয়া থাকে। "আছে" এই শব্দের দ্বারা আমরা যাহা বুঝি, তাহা সত্তা ছাড়া আর কিছুই নহে। এই সত্তাই অনুবৃত্ত বা সামান্য পদার্থ। আর ঘট, পট, মঠ প্রভৃতি শব্দের দ্বারা,আমরা যে সকল পদার্থ বুঝি, তাহারা সকলই—বিশেষ বা ব্যাবৃত্ত পদার্থ। আমাদের এমন কোন জ্ঞান হইতেই পারে না—যাহা-দ্বারা এই সত্তারূপ সামান্য পদার্থ প্রকাশিত হয় না। যে কোন বিশেষ বস্তু—আমাদের জ্ঞানের বিষয় হউক না কেন, সত্তারূপ সামান্য বস্তু ছাড়িয়া,তাহাদের কোন বিশেষ রূপকে আমরা কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হই না। ইহাই হইল—আমাদের জ্ঞানের স্বভাব।

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

ঘট বলিলে আমরা বুঝি যে,—হয় ঘট ছিল, না হয় ঘট আছে, কিংবা ঘট হইবে। "ছিল" "আছে" বা "হইবে" এই তিনটী শব্দের দ্বারা আমরা ঘটের সত্তা ছাড়া আর কি বুঝি? একই ঘটের সত্তাকে, আমরা কখন অতীত কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করি, কখন বা সেই সত্তাকে বর্ত্তমানকালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করি, কখন বা ভবিষৎ কালের দ্বারা পরিচ্ছন্ন করি—এই মাত্র বিশেষ। কিন্তু, বস্তুর অর্থাৎ বিশেষ বস্তুর—সত্তাকে না বুঝিয়া, কোন সময়েই যে, আমরা তাহাকে বুঝিয়া উঠিতে পারি না—একথা, প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিকে—একবাক্যে স্বীকার করিতেই হইবে।

ঘট পট মঠ প্রভৃতি—যাহা কিছু আমাদের জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে, তাহারা সকলই বিশেষ হইলেও সত্তারূপ একটা সামান্য বস্তুর সহিত মিলিত হইয়াই আমাদের জ্ঞানগোচর হয়। কারণ, আমরা সকলেই বলিয়া থাকি বা বুঝিয়া থাকি যে,—ঘট সৎ, পট সৎ, মঠ সৎ, পৃথিবী সৎ, আকাশ সৎ, বায়ু সৎ। এক্ষণে দেখ, ঘট ও সৎ দুইই অভিন্নপদার্থ, সেইরূপ পট ও সৎ অভিন্নপদার্থ—এইরূপ আমাদের জ্ঞানের বিষয়—যত কিছু বিশেষ বস্তু, তাহারা যে সকলেই—সৎ হইতে অভিন্ন তাহাও আমরা সকলে বুঝি। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে,—ঘট ও সৎ যেমন একই বস্তু, সেইরূপ পট ও সৎ ত একই বস্তু; তাহাই যদি হইল,তবে ঘট ও পট একবস্তু নহে কেন? কারণ, ঘট ও সৎ হইতে ভিন্ন নহে, পটও সৎ হইতে ভিন্ন নহে, আর সৎ বলিলে আমরা একটা পদার্থই বুঝিয়া থাকি। ঘটও সৎ, পটও সৎ, অথচ ঘট, পট হইতে ভিন্ন, ইহা কিপ্রকারে সম্ভব? ইহা কি একপ্রকার মায়া নহে? ঘটকে সৎ হইতে ভিন্ন বলিতে পারি না, কারণ, আমি সর্ব্বদাই ব্যবহার করিতেছি যে,—ঘট সৎ—অর্থাৎ ঘট ও সৎ পরস্পর অভিন্ন, অথচ ঘটকে সৎ হইতে অভিন্নও বলিতে পারি না,—কারণ, ঘট যদি সৎ হইতে অভিন্ন হয়, তাহা হইলে সৎ হইতে অভিন্ন অন্যান্য বস্তু হইতে সে ভিন্ন হইবে কেন? ইহা সকলেই স্বীকার করেন যে,—ক ও খ যদি এক হয়, এবং খ ও গ যদি এক হয়, তাহা হইলে গ ও ক যে এক বস্তু, তাহা নিঃসন্দেহভাবেই সিদ্ধ। যাহাকে সৎ হইতে অভিন্ন বলা যায় না, অথচ যাহা সৎ হইতে ভিন্নও হইতে পারে না—তাহা কি? তাহাই ত কার্য্য, তাহাই ত মায়া। এই প্রকার যুক্তির দ্বারা

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

জগতের যাবৎ বিশেষ পদার্থ মায়া বা অনির্ব্বাচ্য হইয়া পড়ে। এই জন্যই মায়াবাদিগণ বলিয়া থাকেন যে,—এই সংসার মায়া, কারণ, ইহা সৎ ইহাও বলা যায় না, এবং ইহা যে একেবারে অসৎ তাহাও বলিতে পারা যায় না।

আরও দেখ—এই যে সৎ পদার্থ, যাহার সহিত না মিলাইয়া এ জগতের কোন বস্তুকেই, আমঁরা বুঝিতে বা বুঝাইতে পারি না, সেই সৎপদার্থ ও জ্ঞান কি একই বস্তু নহে? জ্ঞানের সহিত সম্পর্ক না হইলে, আমরা কোন বস্তুরই ব্যবহার করিতে পারি না! এইরূপ, সৎ বা সত্তার সহিত্ব সম্পর্ক না হইলেও আমারা, কোন বস্তর ব্যবহার করিতে পারি না। সৎও যেমন সামান্য, অর্থাৎ সকলের সহিত মিলিত, জ্ঞানও সেই প্রকার সামান্য—বা সকলের সহিত মিলিত। সতের আদি বা অন্ত আমরা কখনও দেখিতে পাই না, জ্ঞানেরও আদি বা অন্ত, আমরা কখনও দেখিতে পাই না।

নৈয়ায়িকগণ বলিয়া থাকেন,—ঘটজ্ঞান বা পটজ্ঞানপ্রভৃতি যে কোন জ্ঞানই আমাদের হয়, সেই সকল জ্ঞানই ক্ষণিক অর্থাৎ বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হওয়ার পর উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন হইয়া জ্ঞান, একটা ক্ষণমাত্র বাঁচিয়া থাকে—পরক্ষণেই তাহার নাশ হয়। মায়াবাদিগণ ইহার উত্তরে বলেন যে, জ্ঞান ক্ষণিক হইতেই পারে না। জ্ঞান আদি ও অন্তহীন, সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ইহা স্বয়ংপ্রকাশ থাকিয়া সকল বস্তুকে প্রকাশিত করিয়া থাকে। ইহাই হইল জ্ঞানের স্বভাব।

যদি বল, জ্ঞান যে নিত্য, তাহার প্রমাণ কি? তাহার উত্তর এই যে— জ্ঞানের আদি বা অন্ত তুমি বা আমি, কেহই দেখি নাই, অথচ কোন সময়েই তুমি বা আমি, তোমার বা আমার আত্মার প্রকাশময়ভাবের অভাব, দেখিতে পাই না।

তোমার শৈশব, মনে কর দেখি। যে শৈশবের ক্রীড়াসামগ্রী, জননীর অঙ্ক, ক্রীড়াসহচর প্রভৃতি বস্তুর একটা না একটাকে লইয়াই তোমার আত্মার অস্তিত্বকে তুমি পূর্ণ বলিয়া বোধ করিতে—যে শৈশবে অনিমিত্ত ক্রন্দন, অহেতুক হাস্য অনবরত ক্রীড়া কৌতুকই, তোমার আত্মার অপরিহার্য্য অবস্থা বলিয়া, তুমি বিবেচনা করিতে, সেই শৈশবের সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্রীড়াসহচর-

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

গণের প্রতি স্বর্গীয় অভেদ ভাব, সকলই ত, বিস্মৃতির অন্ধকারময় গহ্বরে কোথায় মিশিয়া গিয়াছে!—সেই শৈশবের সঙ্গে সঙ্গে, সেই আবেগময় অনিমিত্ত ক্রন্দন, আর সেই উল্লাসময় অহেতুক হাস্য, কোথায়—অতীতের অব্যক্ত ও অসীম ঐক্যময় ভাবে মিশিয়া গিয়াছে! কিন্তু, তুমি ত এখনও রহিয়াছ; যে অবস্থাগুলিকে তোমার আত্মার নিত্যসহচর বলিয়া ভাবিতে, সেই অবস্থা গুলিকে এখন স্মরণ করিবার শক্তি পর্য্যন্তও লুপ্তপ্রায়, অথচ, শৈশব হইতে—তোমার এই প্রৌঢ় বয়স পর্য্যন্ত, নিজের আত্মার সত্তা এক দিনের জন্য, বা এক ক্ষণের জন্য—তোমার নিকটে যে অপ্রকাশিত ছিল—বা আছে, ইহা কি তুমি ভাবিয়া উঠিতে পার?

একটা দীপ জ্বলিতেছিল—মধ্যে নিবিয়া গেল—আবার জ্বলিয়া উঠিল; এইরূপ স্থলে যেমন—পূর্ব্বের প্রকাশাবস্থা, মধ্যের অন্ধকারাবস্থা, এবং পরে আবার প্রকাশাবস্থা—বেশ আমাদের মনের মধ্যে জাগরূক থাকে, সেই প্রকার শৈশব হইতে এই প্রৌঢ় বয়স পর্য্যন্ত, তোমার আত্মপ্রকাশরূপ প্রদীপ নির্ব্বাণের পর যে অন্ধকারাবস্থা, তাহা কি তুমি কখনও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছ? সেই শৈশব হইতে এই দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত, কত অবস্থাকে তুমি আত্মার অপরিহার্য্য অবস্থা বলিয়া বুঝিয়াছ, আবার সেই সেই অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, তুমি নূতন নূতন কত অবস্থাকে নিজের আত্মা বলিয়া স্বীকার করিয়া চলিয়াছ, কিন্তু, সেই অতীত অবস্থা গুলিকে ভুলিয়াছ বলিয়া, সেই সকল অবস্থার সাক্ষীরূপ—তোমার প্রকাশময় আত্মাকে কখনও ভুলিয়াছ কি? দীপ নিবিয়া গেলে যেমন অন্ধকারময় অবস্থা হয়, সেইরূপ তোমার আত্মার অভাবময় অবস্থা—অপ্রকাশময়ভাব—বা ধারাবাহিকতার অভাব, তোমার জীবনে কখনও কি অনুভব করিয়াছ? তাহা ত অনুভব করই নাই, প্রত্যুত,—তোমার মনে সেই সকল অবস্থার সাক্ষী—যে এক ধারাবাহিক প্রকাশময় বস্তু প্রতিভাত হয়, মালার মধ্যে সূত্রের ন্যায়, ঘট পিণ্ড ও চূর্ণের মধ্যে মাটীর ন্যায়, অনন্তবিশেষের মধ্যে সর্ব্বানুগত একটী সত্তার ন্যায় যে প্রকাশময় স্বরূপকে তুমি দেখিয়া থাক, তাহাকেই ত তুমি তোমার আত্মা বলিয়া বিবেচনা কর। সেই আত্মা শরীর হইতে পারে না, কারণ, বাল্য হইতে এই বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত, কত শরীর কমিল, বাড়িল, ভাঙ্গিল, আবার

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

নূতন হইল, সেই আত্মা কিন্তু কমিল না, বাড়িল না, ভাঙ্গিল না, এবং নূতন ও হইল না। জ্ঞানই তাহার স্বরূপ, জ্ঞানময় প্রকাশময় ও সত্তাময় ভাব ছাড়া তাহার অন্য কোন স্বরূপ আমরা বুঝিতে পারি না।

তুমি হয় ত বলিবে, আমি যখন স্বপ্ন দেখি বা জাগিয়া থাকি, সেই সময়ই আমি আমিত্বের উপলব্ধি করি, কিন্তু গভীর নিদ্রাকালে—যখন কোন বিষয়ই প্রকাশ পায় না, যখন—সেই সর্ব্ববিস্মৃতির অন্ধকারময় ক্রোড়ে আমি পতিত হই, তখন ত আমার আমিত্বও ভাঙ্গিয়া যায়, বিষয়ের প্রকাশ লোপ পায়, সঙ্গে সঙ্গে আমার আত্মসত্তার স্ফুরণও লোপ পায়। সেই নিদ্রা বা সুষুপ্তিময় অবস্থাতে আমাদের আমি-স্ফুরণ নিবিয়া যায়, সুতরাং আমিত্বেরও বিনাশ হয়, ততক্ষণ আমাদের জ্ঞানপ্রবাহ বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। এই ভাবে জ্ঞানের বা জ্ঞানময় আত্মার বিনাশ ত আমরা প্রতিদিনই অনুভব করিতেছি। আবার জাগরণ বা স্বপ্নাবস্থার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আমিত্ব বা আত্মসত্তার স্ফুরণ জাগিয়া উঠে, সুতরাং জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিলয় প্রত্যহই আমাদের অনুভবের বিষয় হইয়া থাকে। তাহাই যদি ঠিক হইল, তবে কেমন করিয়া মায়াবাদী বলিতে সাহসী হয়েন যে,—জ্ঞানের আদি বা অন্ত হয় না? আত্মা এবং জ্ঞান যদি একই পদার্থ হয়, তাহা হইলে আত্মারও আদি বা অন্ত হওয়া ত অসম্ভব নহে।

ইহার উত্তর এই যে,—সুষুপ্তি বা নিদ্রা যে একেবারেই জ্ঞানহীন অবস্থা তাহা ঠিক নহে। সুষুপ্তিকালে যে একেবারে আমাদের কোন জ্ঞান থাকে না, ইহা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। কেন তাহা বলি। আচ্ছা, সুষুপ্তি অবস্থাকে আমরা জানিতে পারি কি, পারি না। ইহার উত্তর কি দিবে বল দেখি? যদি বল, সুষুপ্তি আমাদের জ্ঞাত অবস্থা নহে, তাহা ত কিছুতেই হইতে পারে না; কারণ, যে ব্যক্তি সুষুপ্তি কি বস্তু ইহা জানে না, সে সুষুপ্তির পরিচয় দিবে—ইহা কি প্রকারে সম্ভব? সুতরাং তোমাকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, তোমার সুষুপ্তি কি, তাহা তুমি নিশ্চয়ই জান। ফলে দাঁড়াইতেছে যে, তোমার সুষুপ্তি তোমার অজ্ঞাত অবস্থা নহে। আরও বল দেখি, সুষুপ্তির জ্ঞান তোমার হইল কি প্রকারে?—যখন সুষুপ্তি বর্ত্তমান ছিল, তখন—তুমি কি তোমার সুষুপ্তিকে বুঝিয়াছ? অথবা সুষুপ্তি ভাঙ্গিয়া যাইবার পর, তুমি তোমার

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

সুষুপ্তিকে অনুমান করিয়া লইয়াছ? সুষুপ্তি যখন ছিল, তখন যদি—তুমি সুষুপ্তিকে বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে বলিতে হয় যে,—সুষুপ্তিকালেও তোমার জ্ঞান ছিল। তাহাই যদি হইল, তবে সুষুপ্তির অবস্থায় আমাদের কোন জ্ঞানই থাকে না—এই প্রকার সিদ্ধান্ত কোথায় রহিল? যদি বল,— আমাদের জাগরণের সময় আমরা অনুমান করিয়া লই যে,- আমাদের সুষুপ্তিকালে কোন জ্ঞানই ছিল না, কারণ, সুষুপ্তিকালে যদি কোন বিষয়ের জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই জাগ্রদ্দশায় তাহার কোন না কোন বিষয়ের স্মরণ হইতই হইত। এই আপত্তিও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। কারণ, অনুমান করিতে হইলে, অগ্রে অনুমেয় পদার্থটীর স্বরূপ, এবং যে হেতুর দ্বারা অনুমান করিতে হইবে, তাহার সহিত অনুমেয় বস্তুর বিশেষ সম্বন্ধ, এই দুইটী বিষয়ের জ্ঞান পূর্ব্বে থাকাই চাই। ইহা না থাকিলে, আমরা কোন বস্তুরই অনুমান করিতে পারি না। এই দেখ না কেন, যে ব্যক্তি অগ্নি কি বস্তু তাহা জানে না, কিংবা ধূমের সহিত অগ্নির কিরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহাও জানে না, সে কখনই, দূর হইতে পর্ব্বতশৃঙ্গে ধূম দেখিয়া "এই পর্ব্বতে অগ্নি আছে" এই প্রকার অনুমান করিতে পারে না। সেইরূপ, আত্মার জ্ঞানহীন অবস্থার জ্ঞান—যাহার পূর্ব্বে কোন প্রকারে হয় নাই, সে—"আত্মার জ্ঞানশূন্য অবস্থা এইরূপ ছিল"—এই প্রকার অনুমান করিতে, কিছুতেই সমর্থ হইতে পারে না। ইহা সকলেরই ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখা উচিত।

ফলে সিদ্ধ হইতেছে যে,—জাগরণ ও স্বপ্ন যেমন আত্মার অবস্থাবিশেষ, সুষুপ্তিও সেই প্রকার আত্মার অবস্থাবিশেষ। জাগরণ ও স্বপ্ন যেমন আমার অজ্ঞাত নহে—সেই প্রকার—সুষুপ্তিও যখন আসে, সে সময়—সে আমার অজ্ঞাত থাকে না। জাগ্রৎ ও স্বপ্নের যে দ্রষ্টা বা সাক্ষী, সুষুপ্তি অবস্থারও সেই দ্রষ্টা, সেই সাক্ষী।

সুষুপ্তি কি? তাহাও বলি; এই যে মায়াময় বিশ্ব—ইহার দুইটী স্বরূপ আমাদের সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। সেইরূপ দুইটী কি? কার্য্য ও কারণ। সংসার বলিলে—আমরা বুঝি—কার্য্য ও কারণ। কার্য্য ব্যক্ত—কারণ অব্যক্ত, কার্য্য—নানা, কারণ—অব্যক্ত ও একাকার। জাগরণ ও স্বপ্ন—কার্য্য, কেন না জাগরণ ও স্বপ্ন ব্যক্তাবস্থা; সুষুপ্তি কারণ, যেহেতু সুষুপ্তি—অব্যক্তাবস্থা।

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

তাহার পর এই সুষুপ্তিই সেই মূল অজ্ঞানের আবরণ শক্তি। ইহার প্রভাবে আমাদের প্রকাশময়, আনন্দময় ও সত্তাময় আত্মার স্বরূপ আবৃত হইয়া রহিয়াছে; জাগরণ বা স্বপ্ন আমাদের সেই মূল অজ্ঞানের বিক্ষেপ শক্তি। এই বিক্ষেপ শক্তির প্রভাবে, জাগরণ ও স্বপ্নরূপে ব্যক্ত অজ্ঞান—আমাদের সম্মুখে এই অসীম অথচ অনন্ত প্রপঞ্চকে নির্ম্মাণ করিয়া, আমাদিগকে প্রপঞ্চময় করিয়া তুলিয়াছে। অজ্ঞান প্রথমে বস্তুকে আবরণ করে, পরে বিক্ষেপ শক্তির প্রভাবে সেই আবৃত বস্তুকে ভিন্ন বা কল্পিত আকারে আকারিত করিয়া থাকে। পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে,—যাহার শুক্তিবিষয়ে অজ্ঞান আছে, তাহার নিকট শুক্তি প্রথমে আবৃত হয়, অর্থাৎ সে বুঝিয়া থাকে—"এখানে শুক্তি নাই," "অথবা এক্ষণে শুক্তি প্রত্যক্ষীকৃত হইতেছে না"। ইহাই ত অজ্ঞানের আবরণ। আবরণের পরই অজ্ঞান আবৃতবস্তুকে অন্যভাবে প্রকাশিত করে। শুক্তির স্বরূপ আবৃত হইলে, পরে আমরা সেই শুক্তিকে অন্যভাবে—অর্থাৎ "ইহা রজত" এই বলিয়া ব্যবহার করি, সেইরূপ প্রকৃত স্থলে, আমাদের জ্ঞানময় আত্মা অবিদ্যাদ্বারা আবৃত হইলে, সুষুপ্ত বা নিদ্রিত হয়, পরে সেই অবিদ্যার বিক্ষেপ শক্তির বিকাশ হইলে, সেই সুষুপ্তিভাবাবৃত আত্মাই জাগরণ বা স্বপ্নরূপ দুইটী অনির্ব্বাচ্য অবস্থার সহিত সম্বন্ধ হয়। এইরূপ হইলেই, তাহাকে আমরা জাগরিত বা স্বপ্নে জীব বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকি।

এই সকল দেখিয়া কি স্থির হয়? এক চৈতন্যরূপ বস্তুই সৎ, সর্ব্বদা প্রকাশ পাওয়াই তাহার স্বভাব, তাহাই আমাদের সকল প্রকার অবস্থার এক মাত্র সাক্ষী। জগতের সকল প্রকার ব্যবহারের—তাহাই একমাত্র আলম্বন। তাহাকে আশ্রয় করিয়া কত জাগরণ, কত স্বপ্ন, আর কত সুষুপ্তি—সমুজ্জ্বল সূর্য্যালোকোদ্ভাসিত অনন্ত অসীম আকাশে মেঘমালার ন্যায়—কত শত রূপে প্রকাশ পাইয়াছে, পাইতেছে, এবং প্রকাশ পাইবে, তাহার ইয়ত্তা করিবে কে?

সেই প্রকাশময় আত্মাই এই পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চের একমাত্র অধিষ্ঠান। যাহার স্বরূপ জ্ঞান হইলে অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়, তাহাকেই অজ্ঞানের অধিষ্ঠান কহে। তাহারই অজ্ঞান তাহাকেই আবৃত করে এবং তাহাকেই তাহা হইতে ভিন্ন বলিয়া ব্যবহারের গোচর করিয়া থাকে, এবং তাহাতেই সময় বিশেষে

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

উহা মিশিয়া যায়। এই অজ্ঞান বা অবিদ্যাই—আত্মার ক্রিয়াশক্তি এবং আবরণশক্তি।

সেই অজ্ঞানই মায়া; কারণ, তাহা সৎ কি অসৎ তাহার নিরূপণ করা যায় না। এই মায়া সেই প্রকাশময় চিদাত্মা অর্থাৎ জ্ঞান হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন, তাহা এ পর্য্যন্ত কেহই নির্ণয় করিতে পারে নাই।

কার্য্য ও কারণের তত্ত্ব নিরূপণ করিবার জন্য পণ্ডিতসমাজে এ পর্য্যন্ত যত প্রযত্ন হইয়াছে, সে সকল প্রযত্নের একটীও যে সফল হয় নাই—তাহা এ জগতে মায়াবাদিগণই প্রথম প্রচার করিয়াছেন। জগতের মূলতত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলে আমরা কি দেখিতে পাই? আমরা দেখিতে পাই যে, এই জগতের মূলতত্ত্ব কি তাহা জানিবার শক্তি মনুষ্যের আয়ত্ত নহে। দর্শনের এই সার সত্যটী যে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে, সেই ব্যক্তি অকুণ্ঠিত চিত্তে সাহসের সহিত সকলের সমক্ষে বলিতে পারে যে, মানুষের বুঝিবার শক্তি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। আমার আমিত্ব যে, প্রপঞ্চরূপ মহাসাগরের একটি বুদ্বুদকল্প, সেই প্রপঞ্চরূপ অনাদি এবং অনন্ত মহাসাগরের অপর পারে যে কি আছে তাহা আমি জানিতে পারিব, ইহা কি প্রকারে সম্ভবপর? এই সর্ব্বপ্রকার অভিমানের দর্পহর পরম সত্যরূপ কুঠারকে আবিষ্কৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলি য়াই, মায়াবাদিগণ জগতকে অনির্ব্বাচ্য এবং মায়াময় বলিতে সাহস করিয়াছিলেন। মায়াবাদ কোন একটা নূতন সিদ্ধান্ত স্থাপন করিবার জন্য প্রচারিত হয় নাই। ইহার উদ্দেশ্য স্থাপনই নহে, পরন্তু ইহার উদ্দেশ্য খণ্ডন। ইহা বিশদভাবে দেখাইয়া দেয় যে, জগতের উৎপত্তিসম্বন্ধে, এ পর্য্যন্ত যত প্রকার সিদ্ধান্ত প্রচারিত হইয়াছে সেই সকল সিদ্ধান্তই ভ্রমমূলক। কারণ, বিচার করিয়া দেখিলে কোন সিদ্ধান্তই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। ইহাই মায়াবাদের গূঢ় রহস্য। গুটি কয়েক উদাহরণ দ্বারা এই বিষয়টীকে আরও বিশদভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করা যাউক।

এক্ষণে পরমাণুবাদ বা নব্যনৈয়ায়িকগণের মত সর্ব্বাপেক্ষা অধিকভাবে জগতে প্রচারিত হইতেছে। আচ্ছা, সেই পরমাণুবাদ কি প্রকার যুক্তিসঙ্গত, অগ্রে তাহাই দেখা যাউক। পরমাণুবাদিগণ বলেন যে,—কোন একটী স্থূল কার্য্যকে যদি ভাগ করিতে আরম্ভ করা যায়, তাহা হইলে, ভাগ করিতে

৬৬

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

করিতে আমরা এমন একটী সূক্ষ্মতম ভাগে আসিয়া উপস্থিত হই যে, সেই সূক্ষ্মতম ভাগের আর ভাগ করা সম্ভবপর হয় না। সকল কার্য্যদ্রব্যকে এই প্রকারে খণ্ড খণ্ড করিয়া, ভাগ করিতে করিতে, যে সূক্ষ্মতম অবয়বে গিয়া আমাদের আর তাহাকে ভাগ করিবার শক্তি থাকে না, কার্য্যদ্রব্যের সেই সূক্ষ্মতম ভাগ বা অবয়বকেই পরমাণু বলা যায়। এই পরমাণু নিত্য—অর্থাৎ ইহার আর অংশ নাই। যাহার অংশ আছে বা যে দ্রব্যকে ভাগ করিতে পারা যায়, তাহাই অনিত্য। ভাগ বা অবয়বের পরস্পর মিলনে যে বস্তু নির্ম্মিত হয়, তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী; কারণ, যে দুইটী অবয়বের মিলনে ঐ বস্তুটী উৎপন্ন হইয়াছে, সেই দুইটী অবয়ব এক সময়ে নিশ্চয় বিভক্ত হইবেই, তাহাদের বিভাগ হইলে ঐ কার্য্যদ্রব্যের‌ও বিনাশ হইবেই হইবে। অবয়ব সমূহের মিলন হইল—কার্য্য দ্রব্যের অসম বায়ি কারণ,সেই অসমবায়িকারণ নষ্ট হইলে যে, কার্য্যদ্রব্য তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইবে ইহা, আরম্ভবাদ নিরূপণ করিবার সময় বলা হইয়াছে। ফলে দাঁড়াইতেছে যে, এই স্থূল পরিদৃশ্যমান—ক্ষিতি, জল, তেজঃ ও পবনরূপ প্রপঞ্চ—এক দিন না এক দিন—অতি সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য পরমাণুপুঞ্জে পর্য্যবসন্ন হইবেই হইবে; কারণ, পরমাণুপুঞ্জরূপ অবয়বগুলির পরস্পর মিলনে এই স্থূল ও বাহ্য প্রপঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছে।

আচ্ছা, সেই পরমাণুগুলি যে নিত্য, অর্থাৎ তাহাদিগের আর যে অবয়ব নাই, তাহা কেন মানিব? যদি ঐ পরমাণুরূপ সূক্ষ্মতম অবয়ব গুলিকে নিত্য বলিয়া অঙ্গীকার না করিয়া, এইরূপ স্বীকার করা যায় যে, ঐ সূক্ষ্মতম পরমাণুগুলির‌ও ভিতরে অনন্ত অবয়ব আছে, অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিয়া, আমরা উহাদিগকে স্থূল দ্রব্যের ন্যায় ভাগ করিয়া খণ্ড খণ্ড না করিতে পারিলেও, উহাদিগের যে অবয়ব নাই, তাহা নহে, উহাদের‌ও অবয়ব আছে। আবার সেই অবয়বের‌ও অবয়ব আছে, তাহার‌ও আবার অবয়ব আছে। আমরা তাহাদিগকে পৃথক্ করিয়া না দেখাইতে পারিলেও, তাহাদের অবয়বধারা যে অনন্ত, ইহা স্বীকার করিতে বাধা কি? কিন্তু এই প্রকার যুক্তির দ্বারা পরমাণুকেও অনিত্য এবং সাবয়ব দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করিতে গেলে—একটা মহান্ অনর্থ আসিয়া পড়ে। সে অনর্থ কি? তাহার উত্তরে পরমাণুবাদিগণ বলিয়া থাকেন যে, যদি পরমাণু সাবয়ব হয়, অর্থাৎ সকল

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

দ্রব্যেরই অবয়বধারার যদি কোথায়ও বিশ্রাম না হয়, তাহা হইলে, এই জগতে "অমুক দ্রব্যটী বড়, আর অমুক দ্রব্যটী ছোট," এই প্রকার ব্যবহার লুপ্ত হইয়া যায়। অথচ এইরূপ ব্যবহার সর্ব্ববাদিসিদ্ধ। একটি সর্ষপ এবং একটী পর্ব্বত যে পরস্পর অত্যন্ত বিসদৃশ, উহা কে না দেখে? আচ্ছা, বল দেখি—একটী সর্ষপের অবয়বধারা যদি অনন্ত হয়—অর্থাৎ সর্ষপটীকে যত ভাগ করিয়া কাটিবে, কোন ভাগে গিয়াও তোমার কাটার বিরামের সম্ভাবনা যদি না থাকে, তাহা হইলে, ফলে এই দাঁড়ায় যে, ঐ সর্ষপের অবয়ব অনন্ত। এইরূপ পর্ব্বতের অবয়বধারা যদি অবিশ্রান্ত হয়, তাহা হইলে, তাহারও অবয়ব অনন্ত। সুতরাং ব্যাপারটি মন্দ হইল না। একটী ক্ষুদ্র সর্ষপেরও অনন্ত অবয়ব, এবং একটী মহান্ পর্ব্বতেরও অনন্ত অবয়ব, অথচ "সর্ষপটী ছোট, এবং পর্ব্বতটী সুমহান্," এই প্রকার ব্যবহার আমরা কি প্রকারে করিতে পারি? সর্ষপ এবং পর্ব্বতের এই পরিমাণগত বৈষম্য যদি প্রামাণিক হয়, তাহা হইলে, অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে, সর্ষপের উপাদানরূপ পরমাণুর সংখ্যা অল্প, এই জন্য সর্ষপের পরিমাণ ক্ষুদ্র, এবং পর্ব্বতের অবয়বস্বরূপ পরমাণুগুলির সংখ্যা, সর্ষপের অবয়ব সংখ্যা হইতে প্রচুর বা পরিমাণে বেশী। এই কারণে, অধিক অবয়বের মিলনের ফলে যে পর্ব্বত উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার পরিমাণ সর্ষপ হইতে খুব বৃহৎ।

ইহা দ্বারা ইহাই কি প্রতিপন্ন হইল না যে, সকল কার্য্যদ্রব্যের বিভাগ করিতে করিতে আমরা এমন একটী অংশে গিয়া উপস্থিত হই, যে কোন অংশকে আমরা নিত্য এবং নিরবয়ব বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য। না করিলে, এ জগতে "এই দ্রব্যটী ছোট—আর এইটা বড়" এই প্রকার ছোটবড় বিভাগ অসঙ্গত হইয়া পড়ে। এই প্রকার যুক্তির সাহায্যে, পরমাণুবাদিগণ—পৃথিবী জল তেজ ও পবনরূপ স্থূলভূত কয়টীর—উপাদানরূপে অনন্ত নিত্য ও অদৃশ্য পরমাণুপুঞ্জের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া থাকেন। ঈশ্বরের ইচ্ছায়, এবং ভোক্তা-জীবের ভোগানুকূল অদৃষ্টের প্রভাবে, ঐ পরমাণুপুঞ্জ সৃষ্টির প্রাক্কালে মিলিত হয়। ঐ মিলনের ফলে, ক্রমে স্থূল—স্থূলতর—ও স্থূলতম প্রপঞ্চ সৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাই হইল, আরম্ভবাদিগণের জগৎসৃষ্টিবিষয়ে মোটামুটি বক্তব্য। এক্ষণে দেখা যাউক, জগৎসৃষ্টিবিষয়ে পরমাণুবাদিদিগের উপরিবর্ণিত সিদ্ধান্ত

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

কতদূর যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে? মায়াবাদিগণ বলেন—পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত বা পরমাণুবাদ আপাততঃ শুনিলে, সঙ্গত বলিয়া প্রতীত হইতে পারে বটে—কিন্তু ভাল করিয়া দেখিলে, এই সিদ্ধান্তের অসারতা বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

আচ্ছা বল দেখি, ঐ পরমাণুগুলি যদি একেবারে নিরবয়ব হয়, অর্থাৎ পরমাণুর যদি কোন অংশই না থাকে, তাহা হইলে দুইটী পরমাণু পরস্পরে মিলিত হয় কিরূপে? পরমাণু দুইটী মিলিলে বা পরস্পর সংযুক্ত হইলে একটি দ্ব্যণুক হয়, আবার তিনটী দ্ব্যণুক মিলিলে একটী ত্রসরেণু উৎপন্ন হয়, এই ভাবে ছোট ছোট বস্তুগুলি মিলিতে মিলিতে একটা বড় দৃশ্য বস্তুর উৎপত্তি হয়, ইহাই ত হইল আরম্ভবাদিদিগের সিদ্ধান্ত। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, যাহার কোন অংশ বা অবয়ব নাই, এমন দুইটী বস্তু পরস্পর মিলিত হয় কি প্রকারে, তাহা তোমরা বুঝাইয়া দেও দেখি। সংযোগের স্বভাবই এই যে,—উহা যে দ্রব্যের ধর্ম্ম, সেই দ্রব্যের কোন একটী অংশেই ইহার উৎপত্তি হয়। এই দেখ না কেন—আমি যদি পূর্ব্বমুখে দাঁড়াইয়া থাকি, তাহা হইলে, আমার সম্মুখ দিক্ হইতে কোন বস্তু আসিয়া—যদি আমার সহিত সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে, আমার দেহের পূর্ব্বভাগের সহিত, ঐ পূর্ব্বদিক্ হইতে আগত বস্তুর পশ্চিম অংশের সংযোগ হইয়াছে, ইহাই মানিতে হইবে। আমার পৃষ্ঠদেশ বা আমার দেহের পশ্চিমাংশ, এবং আমার সহিত মিলিত সেই দ্রব্যের পৃষ্ঠ বা তাহার পূর্ব্বাংশ, এই দুইটা অংশে পরস্পর সে সময় কোন সংযোগ হইতেছে না, ইহা সকলেই বুঝিয়া থাকে। একটা বস্তুর সহিত আর একটা বস্তুর সংযোগ হইয়াছে—এই কথা শুনিলেই আমরা বুঝি যে, ঐ দুইটা বস্তুর কোন দুইটী অংশ পরস্পর মিলিত হইয়াছে, দুইটি বস্তুর সর্ব্বাংশে সংযোগ কখনই সম্ভবপর নহে; কারণ, সর্ব্বপ্রকারে বা সর্ব্বাংশে দুইটা বস্তুর সংযোগ হইলে, দুইটী বস্তু এক হইয়া পড়ে। বিভিন্ন বস্তুর সর্ব্বাংশে সংযোগ যে কি প্রকার—তাহা আমরা ধারণাই করিয়া উঠিতে পারি না। এখন ইহাই যদি সংযোগের স্বভাব হইল, তাহা হইলে ইহাই সিদ্ধ হইল যে,যে সকল বস্তুর অবয়ব বা অংশ নাই,তাহাদের মধ্যে পরস্পর সংযোগ হইতে পারে না, তাহাই যদি স্থির হয়, তবে—একটী নিরবয়ব পরমাণুর সহিত আর একটী নিরবয়ব পরমাণুর মিলন একেবারে

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

অসম্ভব। পরমাণু নিরবয়ব হইলে, তাহাদের পরস্পরসংযোগ অসম্ভব। আবার যদি পরমাণু সাবয়ব হয়, অর্থাৎ অবয়বধারা—যদি সকল দ্রব্যেরই অবিশ্রান্ত বা অনন্ত হয়, তাহা হইলে, জগতে পর্ব্বত এবং সর্ষপের একই প্রকার পরিমাণের আপত্তি, এই দুইপ্রকার দোষের মধ্যে একটীর পরিহার করিতে গেলে, অপর দোষটী যে পরমাণুবাদের উপর আসিয়া পড়িবে, তাহা স্থির। এরূপ স্থলে—কি প্রকারে বিবেচক ব্যক্তি পরমাণুবাদের উপর নির্ভর করিয়া বলিতে পারেন যে, পরমাণুবাদের সাহায্যে আমি জগতের সৃষ্টিতত্ত্বের স্বরূপ বুঝিতে সমর্থ হইয়াছি? এই কারণে—মায়াবাদিগণ বলিয়া থাকেন যে,—এই সংসার ও ইহার সৃষ্টি অনির্ব্বাচ্য, সুতরাং—ইহা মায়া ছাড়া আর কি হইতে পারে?

এই ত গেল—আরম্ভবাদের সৃষ্টিরহস্যের অযৌক্তিকতা। আবার পরিণামবাদির মতে সৃষ্টিবিষয়ে যে সিদ্ধান্ত অবলম্বিত হইয়াছে, তাহারই বা কতটুকু যৌক্তিকতা আছে, তাহাও একবার দেখা যাউক।

পরিণামবাদিগণ বলেন,—সৃষ্টির পূর্ব্বে জগতের মূলকারণ প্রকৃতি এবং পুরুষ অর্থাৎ জীবাত্মা, পরস্পর নির্লিপ্তভাবে ও পৃথক্‌ভাবে বিদ্যমান থাকে। এই পরিদৃশ্যমান স্থূল বিশ্ব তখন অব্যক্তভাবে সেই প্রকৃতিতে লীন থাকে—এইমাত্র। সৃষ্টির পূর্ব্বক্ষণে সমভাবে অবস্থিত সেই ত্রিগুণ প্রকৃতিতে বৈষম্যের অভিব্যক্তি হয়, অর্থাৎ পূর্ব্বে সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিনটী গুণের যে সমতা ছিল, তাহা লুপ্ত হয়। ঐ গুণত্রয়ের মধ্যে—ক্রিয়াস্বভাব যে রজোগুণ, তাহা প্রবল হইয়া সত্ত্ব এবং তমোগুণকে অভিভূত করে, এবং স্বীয় কার্য্য করিবার শক্তিকে অভিব্যক্ত করিতে সমর্থ হয়। সেই অভিব্যক্ত রাজস শক্তিই ক্রমে ক্রমে অব্যক্তভাবে স্থিত মহতত্ত্বপ্রভৃতি প্রপঞ্চকে ব্যক্ত করিয়া দেয়, এই ভাবে প্রথম মহত্তত্ত্ব সৃষ্টি হইয়া থাকে। তাহার পর অহংতত্ত্ব হইতে ক্রমে ইন্দ্রিয় প্রভৃতি আন্তর এবং তন্মাত্রপ্রভৃতি বাহ্যপ্রপঞ্চের অভিব্যক্তি হয়। সেই অভিব্যক্তপ্রপঞ্চের সহিত—অবিবেকপ্রযুক্ত, পুরুষ বা চিদাত্মা আপনাকেও প্রপঞ্চের অন্তর্গত বলিয়া বোধ করে, এবং প্রপঞ্চের ধর্ম্ম যে সুখ ও দুঃখ, তাহাও আপনার উপর আরোপিত করিয়া তুলে। এই সুখ ও দুঃখের আরোপই জীবাত্মার সংসারিত্ব। নিষ্প্রপঞ্চ পুরুষের প্রপঞ্চের সহিত সেই অভেদজ্ঞান

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

যখন লুপ্ত হইবে, তখন আর প্রপঞ্চের ধর্ম্ম সুখ বা দুঃখ জীবাত্মাতে আরোপিত হইবে না। এই ভাবে জীবাত্মার সুখ বা দুঃখের ভোগ যে দিন নিবৃত্ত হইবে, সেই দিনই জীবাত্মা আত্যন্তিকদুঃখনিবৃত্তি—বা নির্ব্বাণ লাভ করিবে—এই হইল পরিণামবাদিগণের সিদ্ধান্ত। এখন এই সিদ্ধান্তও যে যুক্তিসহ নহে, তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য, মায়াবাদিগণ যে যুক্তির অবতারণা করেন, তাহাই দেখা যাউক।

সৃষ্টির প্রথমে—সমভাবে অবস্থিত গুণত্রয়ের মধ্যে একটী গুণ প্রবল হইয়া অন্য দুইটী গুণকে যে অভিভূত করে, তাহার কারণ কি? পরিণামবাদিগণ ইহার কি উত্তর দিবেন? সকল গুণই যখন সমানভাবে অবস্থিতি করে, সে সময়ই ত প্রলয় বা অব্যক্তাবস্থা, সেই অব্যক্তাবস্থায় কোন কার্য্যই ব্যক্ত ভাবে থাকে না, সুতরাং কোন আগন্তুক কার্য্য যে গুণবৈষম্য উৎপাদন করিবে, তাহা কি প্রকারে সম্ভব? যদি বল ভবিষ্যৎ প্রাণিগণকে সুখ এবং দুঃখের ভোগ করাইবার জন্য, প্রকৃতি স্বয়ংই প্রবৃত্ত হইয়া এই বৈষম্যের সৃষ্টি করে, তাহাই বা কি প্রকারে সম্ভব হইবে? কারণ, প্রকৃতি জড়, তাহার চেতনা-শক্তি নাই। যাহা জড়, তাহা অপরের সুখ ও দুঃখের ভোগের জন্য স্বয়ং প্রবৃত্ত হয়—ইহা কি প্রকারে সম্ভবপর? যদি বল, এই প্রকার প্রবৃত্ত হওয়াই প্রকৃতির স্বভাব, তাহাও ঠিক হইতে পারে না; কারণ, প্রবৃত্ত হওয়াই যদি প্রকৃতির স্বভাব হয়, তাহা হইলে, সৃষ্টির ঠিক পূর্ব্বক্ষণে তাহার প্রবৃত্তি হইল অথচ তাহার পূর্ব্বক্ষণে সে প্রবৃত্তি ছিল না, ইহা কি প্রকারে যুক্তিসঙ্গত হইবে? যাহার যাহা স্বভাব, সে তাহা হইতে কখনই বিচ্যুত হইতে পারে না। যেমন অগ্নির স্বভাব উষ্ণতা, অগ্নি আছে—অথচ তাহার উষ্ণতা নাই, এমন একটা সময় হইতেই পারে না। সেইরূপ, প্রবৃত্তিই যদি প্রকৃতির স্বভাব হয়, তাহা হইলে, সকল সময়েই তাহাতে প্রবৃত্তি থাকিবেই থাকিবে, এমন কোন সময়ই নাই, যে সময় প্রকৃতিতে সৃষ্টির অনুকূল প্রবৃত্তি নাই। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে,—সৃষ্টির অনুকূল প্রবৃত্তি—যদি প্রকৃতির স্বভাব হয়, তাহা হইলে প্রকৃতি সর্ব্বদাই সৃষ্টি করিতে থাকিবে, তাহার সমভাবে অবস্থিতি কোন কালেই সম্ভব নহে। ইহার ফলে এই দাঁড়াইতেছে যে, প্রকৃতির অব্যক্তা-বস্থা বা সাম্যাবস্থা এক প্রকার অসম্ভব। সুতরাং, পরিণামবাদিগণের মতে—

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রকৃতি সমভাবে বিদ্যমান ছিল, এই প্রকার সিদ্ধান্ত—নিতান্ত নির্যুক্তিক হইয়া পড়িল।

এই প্রকার যুক্তির দ্বারা মায়াবাদিগণ ইহাই প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন যে, জগতের আদি সৃষ্টি কি প্রকারে হইয়াছে. তাহা কেহই নির্ণয় করিতে পারে না। বাস্তব কথা বলিতে গেলে ইহাও বলিতে হয় যে,—এই সংসারে কার্য্য ও কারণের সম্বন্ধ বিচার করিবার শক্তিও মানুষের নাই।

স্বপ্নাবস্থায় কত কারণ হইতে কত কার্য্যের উৎপত্তি হইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু, স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলে কার্য্য ও কারণ দুইটাই অসৎ বলিয়া বিবেচিত হয়, ইহা ত সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। জাগরণাবস্থাতেও আমরা কার্য্য ও কারণ বলিয়া কত বস্তুকে নির্দ্ধারিত করি, কিন্তু, আবার সময়ক্রমে সেই নির্দ্ধারণও আমাদের উল্টাইয়া যায়। ইহাও জীবনে আমরা কত বার অনুভব করিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই।

শৈশবে কত বস্তুকে আমরা সুখের কারণ বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম। যৌবনে আবার সেই সকল সুখের কারণকে দুঃখের হেতু বলিয়া স্থির করিয়া বসিয়াছি। আবার বার্দ্ধক্যে—বাল্য ও যৌবনের সুখের ও দুঃখের কারণকে উল্টাভাবে বুঝিবার জন্য আমরা আপনা আপনিই প্রস্তুত হইতেছি। এই ত হইল—সাংসারিক বস্তুর স্বভাব। আবার দেখ, তোমার কাছে যাহা সুখের কারণ, আমার কাছে হয় ত তাহা দুঃখের কারণ। অথচ সংন্যাসী বিরক্ত পুরুষের পক্ষে তাহা দুঃখেরও কারণ নহে বা সুখেরও কারণ নহে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মানুষ কি প্রকারে স্থির করিয়া বলিবে যে, এই বিচিত্র সংসার স্থির ও সৎ? কি করিয়া মানুষ বুঝিবে যে, এই সংসার মায়া বা ইন্দ্রজাল নহে?

কিন্তু এই ইন্দ্রজালময় ও মায়াময় সংসারের মধ্যে—একটি বস্তু অর্থাৎ জ্ঞান একভাবে সর্ব্বদাই প্রকাশ পাইয়া থাকে। যাহা জড় বা যাহা জ্ঞেয়, তাহার সত্তা যে এক মাত্র জ্ঞানের উপর নির্ভর করিতেছে, তাহা আমাদের সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। যাহা কিছু প্রকাশ্য, তাহা হইতে তাহার প্রকাশ যে অত্যন্ত বিলক্ষণ, তাহা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য। সুতরাং এই পরিদৃশ্যমান

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

সংসার যখন জ্ঞেয়, তখন, ইহার জ্ঞান যে ইহা হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণস্বভাব, তাহা কে না স্বীকার করিবে ?

সেই জ্ঞানই—এই সকল প্রপঞ্চের একমাত্র আশ্রয়। কারণ, জ্ঞানকে আশ্রয় না করিলে কোন বিষয়ই ব্যবহারের গোচর হইতে পারে না।

সেই প্রকাশময় জ্ঞানই একমাত্র সৎপদার্থ। কারণ, তাহার আদি বা অন্ত কেহই এ পর্য্যন্ত দেখে নাই, দেখিবেই বা কি রূপে ? জ্ঞানের আদি বা অন্ত যদি দৃশ্য হয়, তাহা হইলে তাহার প্রকাশের জন্য আরও একটী জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং জ্ঞান অনাদি ও অনন্ত। জ্ঞান আছে কিনা—তাহা জানিতে আমাদের অন্য কোন প্রমাণ অন্বেষণ করিতে হয় না। কারণ, জ্ঞান স্বয়ংপ্রকাশ। যাহার দ্বারা জগতের সকল বস্তু প্রকাশিত হয়, তাহাকে প্রকাশকরিবার জন্য অন্য কোন বস্তুর অপেক্ষা করিতে হয় না। সূর্য্যরশ্মির দ্বারা জগৎ প্রকাশিত হয়, সূর্য্যরশ্মিকে প্রকাশিত করিবার জন্য সূর্যরশ্মিছাড়া কি অন্য কোন প্রকাশকের অপেক্ষা করিতে হয় ? কখনই নহে। সূর্য্যরশ্মির ইহাই স্বভাব যে, তাহা নিজেকে প্রকাশ করিতে করিতেই অপর বস্তুকে প্রকাশিত করিয়া থাকে।

এখন সেই বিশ্ব যাহার দ্বারা প্রকাশিত হয়, সেই জ্ঞানকে প্রকাশিত করিবার জন্য অন্যপ্রমাণের সাহায্য গ্রহণ করিবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র নহে কি ?

সেই জ্ঞান পূর্ব্বকথিত অজ্ঞানদ্বারা আবৃত হয়, এবং আবৃত হইয়া আপনাকেও প্রকাশিত করে ও সঙ্গে সঙ্গে নিজের আবরণকেও প্রকাশিত করিয়া থাকে, ইহাই হইল—প্রকাশশীল বস্তুর স্বভাব।

এই দেখনা কেন—মেঘ সূর্য্যকে আবৃত করে—ইহা সকলেই জানে, কিন্তু, যে মেঘ সূর্য্যকে আবৃত করে, সেই মেঘ কাহার দ্বারা প্রকাশিত হয় ? যে সূর্য্যকে ঐ মেঘ আবৃত করে, সেই সূর্য্যের দ্বারাই ঐ মেঘ প্রকাশিত হয়। কেন এমন হয় ? যে প্রকাশশীল পদার্থকে যে বস্তু আবরণ করিয়া থাকে, সেই আবরণকেও প্রকাশ করা প্রকাশশীল বস্তুর স্বভাব, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই নিয়মানুসারে মেঘ, প্রকাশশীল সূর্য্যকে আবরণ করে বলিয়াই, প্রকাশাত্মা সূর্য্য মেঘকেও প্রকাশিত করিয়া থাকে।

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

সেইরূপ, এই প্রকাশময় জ্ঞানকে—অজ্ঞান বা অবিদ্যা আবৃত করিয়া থাকে, এবং সেই আত্মপ্রকাশের সাহায্যে নিজেও প্রকাশিত হয় ও স্বীয় বিক্ষেপ শক্তির দ্বারা কল্পিত বস্তুগুলিকেও সেই প্রকাশের সাহায্যেই প্রকাশিত করিয়া থাকে।

এই জ্ঞানই জগতের অবলম্বন, এবং এই জ্ঞানই একমাত্র সদ্ বস্তু। এই জ্ঞানই—অনির্ব্বাচ্য অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হইয়া, নানা এবং পরিচ্ছিন্নভাবে আপনাকেই আপনি প্রকাশিত করিয়া থাকে। এই জ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, আমরা এই জ্ঞানের আবরণ অবিদ্যার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি। যেমন, শুক্তির প্রকৃতস্বরূপ জ্ঞাত হইলে, শুক্তি-গোচর অজ্ঞান বিলুপ্ত হয়, এবং সেই অজ্ঞানলোপের সঙ্গে সঙ্গে—সেই অজ্ঞানের কার্য্য রজতও বিলুপ্ত হইয়া যায়। সেইরূপ এই জ্ঞানস্বরূপ আত্মার প্রকৃতস্বরূপ যদি কেহ অনুভব করিতে পারে, তাহা হইলে, তাহার আত্মার আবরণস্বরূপ যে অবিদ্যা, তাহাও তাহার আত্মাতেই বিলীন হয়, এবং সেই অবিদ্যাবিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে, সেই অবিদ্যাকল্পিত জন্ম-মৃত্যু-জরা ও ব্যাধিময় সংসারও বিলয় প্রাপ্ত হয়। ইহাই হইল মায়াবাদিগণের নির্ব্বাণ মোক্ষ বা আত্মার কৈবল্য। দেহ থাকিতে বা দেহের উপর মমতাভিমান থাকিতে এই কৈবল্য হইতে পারে না।

আরও একটী কথা এই যে,—ভেদজ্ঞানই আমাদের সকল প্রকার দুঃখ-ভোগের কারণ, ইহা অনায়াসেই প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। যখন আমি দুঃখ ভোগ করি, সেই সময়, আমার ভেদজ্ঞান থাকিবেই ইহা নিঃসন্দেহ। আমি দুঃখের অনুভব করিতেছি—এই প্রকার জ্ঞানই ত দুঃখভোগ। এই জ্ঞানে—তিনটী বস্তু পরস্পর পৃথক্ স্বরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। সেই তিনটী বস্তু কি ? ইহা জ্ঞান জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা। এই তিনটী বস্তুই এই দুঃখ ভোগ বা দুঃখজ্ঞানের বিষয়। জ্ঞান—দুঃখের অনুভব, জ্ঞেয়—দুঃখ, জ্ঞাতা—আমি। দুঃখভোগের ঠিক পূর্ব্বাবস্থায়ও আমাদের যে জ্ঞান হয়, তাহাতেও জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা—এই তিনটী বিভিন্ন স্বরূপের বস্তু প্রকাশ পায়। এ জগতের দুঃখের কারণ ইষ্টবস্তুর বিয়োগজ্ঞান বা অনিষ্টবস্তুর প্রাপ্তিজ্ঞান। অর্থাৎ আমাদের দুঃখ পাইবার কারণ, আমি যখন বুঝি যে আমার ইষ্ট বিয়োগ হইয়াছে বা

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

হইবে, অথবা আমি যখন বুঝিব—আমার যাহা অনিষ্ট তাহা ঘটিয়াছে বা ঘটিবে, তখনই আমার দুঃখ উপস্থিত হয়। সুতরাং, দুঃখলাভের কারণও যে আমাদের ভেদজ্ঞান, তাহাও বেশ বুঝা যাইতেছে। আমি, আমার, এবং আমার ইষ্ট বা অনিষ্ট—এই তিনটী বস্তুর জ্ঞান, সকল প্রকার দুঃখভোগের পূর্ব্বে থাকিবেই থাকিবে। আবার দেখ,—যখনই আমরা গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ি, তখন, আমাদের এই ভেদজ্ঞান একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়, অর্থাৎ জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং জ্ঞান—এই তিনটী বিভিন্নবস্তুর প্রকাশ—সে সময় একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়, সেই গাঢ় নিদ্রার অবস্থায় আমাদের কোন প্রকার দুঃখই অনুভূত হয় না, ইহা সকলেরই বিদিত আছে। আবার সেই সুষুপ্তি—ভাঙ্গিয়া যখন জাগ্রৎ বা স্বপ্নরূপে পরিণত হয়, তখন সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই ভেদজ্ঞানও আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং সেই ভেদজ্ঞানের অনিবার্য্য ফলস্বরূপ যে দুঃখভোগ, তাহাও আমাদের হইতে থাকে। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ভেদজ্ঞান লুপ্ত হইলে দুঃখও নিবৃত্ত হয়, এবং ভেদজ্ঞান থাকিলেই দুঃখ উৎপন্ন হয়। তাহাই যদি হইল, তবে ইহাও সিদ্ধ হইতেছে যে, একেবারে যাবতীয় দুঃখের হস্ত হইতে যিনি পরিত্রাণ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে, যাহাতে ভেদজ্ঞান লুপ্ত হয়, বা ভেদজ্ঞানের উপর যে আমাদের প্রামাণ্যবুদ্ধি আছে, তাহা যাহাতে লুপ্ত হয়, তাহারই উপায় অনুসন্ধান করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

সে ভেদজ্ঞান বা ভেদজ্ঞানের উপর প্রামাণ্য বুদ্ধি কিসে লুপ্ত হয়? অভেদজ্ঞান বা অদ্বৈতভাবনাই সেই ভেদবুদ্ধিলোপের কারণ। জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়—এই তিনটী বস্তুর মধ্যে বাস্তবিক কোন প্রকার ভেদ নাই। সেই অখণ্ড প্রকাশময় আত্মাই অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হইয়া থাকে, এবং সেই অজ্ঞানেরই বিক্ষেপশক্তির প্রভাবে, সেই আত্মা—জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং জ্ঞানরূপে বিভক্ত হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। শুক্তির আবরক অজ্ঞান যেমন শুক্তিকে রজতরূপে প্রকাশিত করিয়া থাকে মাত্র, কিন্তু, শুক্তি বাস্তবিক রজত হইতে পারে না, সেইরূপ, অজ্ঞানও সেই অখণ্ড, এক প্রকাশময় আত্মাকে, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং জ্ঞানরূপে বিভক্ত করিয়া ব্যবহারের গোচর করিয়া দিতেছে, বাস্তবিক কিন্তু, সেই প্রকাশাত্মা এক ও অভিন্ন। এই প্রকার জ্ঞান আমাদের হৃদয়ে যতই দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইবে, ততই আমাদের ভেদবুদ্ধির

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

উপর অবিশ্বাস জন্মিবে। এই ভাবে ভেদবুদ্ধির উপর নির্ভর বা প্রামাণ্য বুদ্ধি যখন আমাদের একেবারে বিলুপ্ত হইবে, তখন আমাদের আর দুঃখ উৎপন্ন হইবে না। দুঃখের কারণ যে ভেদজ্ঞান বা ভেদজ্ঞানের উপর যে প্রামাণ্য বুদ্ধি, তাহাই যদি বিলুপ্ত হয়, তাহা হইলে, ভেদজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও আমাদের দুঃখ-ভোগ হইবে না। ভেদজ্ঞানের একেবারে লোপ, এই দেহ থাকিতে সম্ভবপর না হইলেও, ভেদজ্ঞানের উপর নির্ভর বা প্রামাণ্য বুদ্ধির লোপ করা অসম্ভব নহে। মায়াবাদের পূর্ব্বোক্ত প্রকার যুক্তিগুলর অনুশীলন করিতে করিতে আমাদের ভেদজ্ঞানের প্রতি প্রামাণ্যবোধ বা নির্ভর ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া আসে। এই ভাবে ক্রমে সেই ভেদজ্ঞানের উপর প্রামাণ্যবুদ্ধির একেবারে বিলয় হইলে, আমরা এই জীবনেই, সর্ব্বপ্রকার দুঃখভোগ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারি। এই প্রকার অবস্থাকেই মায়াবাদিগণ জীবন্মুক্তের অবস্থা বলিয়া থাকেন। তাঁহারা ইহাও বলিয়া থাকেন যে,— দর্শনশাস্ত্র আলোচনার ইহাই ফল। ইচ্ছা করিলে জগতের প্রত্যেক চিন্তাশীল মনুষ্য, দর্শনশাস্ত্রের সম্যগনুশীলনের প্রসাদে এই প্রকার জীবন্মুক্তি লাভ করিতে পারেন। অনেক চিন্তাশীল মনীষী এইপ্রকার জীবন্মুক্তি লাভ করিয়া, সংসারের যাবৎ দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছেন—ইহার প্রমাণ এ পুণ্যভূমি ভারতে দুর্লভ নহে। ইহা যদি দুর্লভ বা আকাশকুসুমকল্প হইত, তাহা হইলে, এ ভারতে সংন্যাস বা চতুর্থাশ্রম, সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে উৎকৃষ্ট সাধন বলিয়া ব্যবস্থাপিত হইতে পারিত না।

সুখ ও দুঃখ এই দুইটী সর্ব্বানুভবসিদ্ধ বস্তুই সমগ্র জীবজগতের প্রবর্ত্তক। ক্ষুদ্রতম কীটাণু হইতে প্রকাণ্ডদেহ পর্ব্বতাকার ঐরাবত পর্য্যন্ত জীব, যাহা কিছু করে, তাহা কিসের জন্য? সুখের আশা এবং দুঃখের পরিহারেচ্ছা, এই দুইটী কারণ ছাড়া জীবনিবহের প্রবর্ত্তনা আর কে করাইতে পারে? কেহই নহে। ইহা কে না বুঝে? আমি কার্য্য করি, হয় সুখের আশায়, না হয় দুঃখনিবারণের ইচ্ছায়। যে কার্য্য করিলে, আমার সুখলাভের সম্ভাবনা নাই, বা যে কার্য্য করিলে, আমার কোন না কোন একটী দুঃখ মিটিবার সম্ভাবনা নাই, সে কার্য্য আমি জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক কখনই করি না।

এই স্বতঃসিদ্ধ নিয়মানুসারে চলিতে চলিতে মানুষ যাহা কিছু করিয়াছে,

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

তাহার দ্বারা সকল সময়ই যে মানুষের চরিতার্থতা হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। কারণ, এ জগতে কত লোক কতপ্রকারে সুখী হইবার জন্য কত কি না করিতেছে, কিন্তু তাই বলিয়া, সকলেই কি নিজের ইচ্ছানুসারে সুখলাভে সমর্থ হইয়াছে? কত লোক কত ভাবে বর্ত্তমান বা অনাগত দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার জন্য কত অসাধ্য কার্য্য করিতেছে—তুমি কি বলিতে পার—তাহারা সকলেই সে কার্য্যের ফলে তাহাদের সেই ভীষণ দুঃখের করাল গ্রাস হইতে মুক্তি লাভ করিতেছে? কখনই না। মানুষ আশার ছলনায় কার্য্য করে এই মাত্র, কিন্তু আশাকে পরিপূর্ণ করিবার শক্তি মানুষের হস্তগত নহে। কারণ, মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। মানুষের ভাবনা-শক্তি নিতান্ত পরিচ্ছিন্ন, আবার সেই পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানও যে সকল সময়ে যথার্থ, তাহা নহে। অনেক সময়ে, মানুষ যে বস্তুটীকে যে ভাবে ভাবিয়া থাকে, সে বস্তুটী যে ঠিক সে ভাবের নহে—ইহা কে না জানে? মানুষ সময়ে সময়ে এক গাছা দড়িকে সাপ ভাবিয়া ভয়ে পলাইতে গিয়া হাত পা ভাঙ্গিয়া বসে। সে মরুমরীচিকার জলের ভ্রান্তিতে ঘুরিতে ঘুরিতে অজ্ঞান হইয়া পড়ে ও সময়ে সময়ে মৃত্যুমুখেও পতিত হয়। এই মানুষের জ্ঞানের পরিচ্ছিন্নতা ও অযথার্থতাকে দূর করিয়া অপরিচ্ছিন্ন ও যথার্থ জ্ঞান অর্জ্জন করিবার উপায়েরই নাম মায়াবাদ।

ইহাই হইল বিবর্ত্তবাদ বা মায়াবাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এখন দেখা যাউক উক্ত পরিণামবাদখণ্ডনের জন্য অর্থাৎ ভেদাভেদপক্ষখণ্ডনের জন্য এস্থলে ভামতীকার মায়াবাদ অবলম্বনে কি প্রকার যুক্তির অবতারণা করিতেছেন।

বিবর্ত্তবাদিগণ বলেন যে, ভেদ ও অভেদ এই দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম হওয়ায় একই বস্তুতে যে ভেদ ও অভেদ থাকিবে—ইহা কোন প্রকারেই সম্ভবপর হয় না। (ভাঃ ১১২)।

কিন্তু, ইহার উপর পরিণামবাদী বলিতে পারেন যে, তোমরা যে বলিতেছ, ভেদ এবং অভেদ পরস্পর বিরুদ্ধ, তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাস্য এই যে, "ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধ" এই প্রকার প্রতীতি আমাদের কোথায় হয়, বল দেখি? তোমরা অবশ্য ইহাই বলিবে যে, যে দুইটী বস্তুর একত্র অবস্থান প্রমাণবিরুদ্ধ, অর্থাৎ যে দুইটী বস্তু একত্র আছে এই প্রকার জ্ঞান, কোন প্রবল প্রমাণদ্বারা

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

বাধিত হয়, সেই দুইটী বস্তুই পরস্পরবিরুদ্ধ বলিয়া আমরা অস্বীকার করিয়া থাকি। প্রকৃতস্থলে কিন্তু তাহা হইতেছে না। কারণ, সুবর্ণকে আমরা কুণ্ডল হইতে ভিন্ন বলিয়াও বুঝি, অথচ সেই কুণ্ডলকে সুবর্ণ হইতে অভিন্ন বলিয়াও বুঝি। যেমন সুবর্ণাত্মক কুণ্ডল হইতে সুবর্ণাত্মক বলয় যে ভিন্ন, তাহা আমাদিগের সকলেরই অনুভবসিদ্ধ, অথচ কটক এবং কুণ্ডল উভয়ই সুবর্ণ হইতে অভিন্ন, তাহাও আমরা বুঝিয়া থাকি। এই দ্বিবিধ জ্ঞানই কোন প্রকার প্রবল প্রমাণদ্বারা বাধিত হয় না। সুতরাং বলয় এবং সুবর্ণের মধ্যে এইরূপ প্রতীতিসিদ্ধ ভেদ এবং অভেদ যে থাকে, তাহা সকলেরই স্বীকার্য্য। আর তাহা হইলে এই প্রকার ভেদ ও অভেদ যে পরস্পরবিরুদ্ধ, তাহা কি করিয়া বলিতে পারা যায়? সুবর্ণে কুণ্ডলের ভেদ ও রহিয়াছে এবং অভেদও রহিয়াছে—ইহা যদি সিদ্ধ হইল, এবং সেই জ্ঞানের বাধক কোন জ্ঞানও দেখা যায় না, তখন কি করিয়া বলিব যে এই ভেদ ও অভেদ পরস্পর বিরুদ্ধ। বস্তুতঃ "সুবর্ণকুণ্ডল" এই প্রকার যে সামানাধিকরণ্য, তাহাই আমাদিগকে এই ভেদাভেদ বুঝাইয়া দেয়। কারণ, যেখানে আত্যন্তিকভেদ থাকে, সেখানেও যেমন সামানাধিকরণ্য হয় না, অর্থাৎ আত্যন্তিকভেদ স্থলে যেমন 'অশ্বই গো' ইত্যাদি সামানাধিকরণ্য হয় না, সেইরূপ আত্যন্তিক অভেদস্থলেও 'ঘটই ঘট' ইত্যাদি সামানাধিকরণ্য হয় না। কিন্তু এই দুই স্থল ভিন্ন যখন 'কুণ্ডল সুবর্ণ' এই প্রকার প্রতীতি রহিয়াছে, তখন অবশ্যই ভেদাভেদ পক্ষ স্বীকার্য্য। ন্যায়ের ভাষায় এই কথাটাকে যদি পরিষ্কার করিয়া বলিতে হয়, তবে বলিতে হইবে যে, কুণ্ডলত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক যে ভেদ, তাহা সুবর্ণরূপ ধর্ম্মীতে বিদ্যমান থাকে; কারণ আমরা বলি—এই সুবর্ণ কুণ্ডল নহে, এবং সুবর্ণত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক ভেদের অভাবও কুণ্ডলে থাকে, কারণ, আমরা বলি এই কুণ্ডলে সুবর্ণের ভেদ নাই। অতএব সুবর্ণ এবং কুণ্ডলে পরস্পর ভেদাভেদই, সামানাধিকরণ্য প্রত্যয়-দ্বারা এই ভাবে সিদ্ধ হইয়া থাকে। (ভাঃ ১৭-২৪)।

যদি বল, এই ভেদাভেদপক্ষের অবলম্বন না করিয়া আরম্ভবাদীর মতের অনুসরণপূর্ব্বক উক্ত প্রকার সামানাধিকরণ্যের উপপত্তি করিব, তাহাও বলিতে পারা যায় না। আরম্ভবাদিগণ বস্তুতঃ কার্য্য ও কারণের মধ্যে আত্যন্তিক ভেদই স্বীকার করেন, এবং সেই আত্যন্তিক ভেদ স্বীকার করিয়াই

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

তাঁহারা "সুবর্ণই কুণ্ডল" উক্ত প্রকার সামানাধিকরণ্যের উপপত্তি করেন। কারণ, তাঁহারা বলেন যে, আত্যন্তিক ভেদ থাকিলেও যদি উভয়ের মধ্যে আধার ও আধেয়ভাব থাকে, তাহা হইলে সে স্থলে সামানাধিকরণ্য হইতে পারে। যেমন গো এবং অশ্বে আত্যন্তিক ভেদই আছে, কিন্তু আধার-আধেয়-ভাব নাই বলিয়া যে স্থলে সামানাধিকরণ্য হয় না, এবং ঘটের সহিত সেই ঘটের অত্যন্ত অভেদই আছে, কিন্তু আধার-আধেয়ভাব নাই বলিয়াই সামানাধিকরণ্য হয় না—ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য, কিন্তু কুণ্ডল এবং সুবর্ণে, কার্য্যে এবং কারণে, অবয়বী ও অবয়বে আত্যন্তিক ভেদ থাকিলেও আধার ও আধেয়ভাব আছে বলিয়া তথায় সামানাধিকরণ্য হইবে না কেন? অর্থাৎ আত্যন্তিক ভেদ থাকিলেও স্থলবিশেষে আধারাধেয়ভাবনিবন্ধন সামানাধিকরণ্যপ্রত্যয় যুক্তিবিরুদ্ধ নহে, ইত্যাদি।

কিন্তু আরম্ভবাদীদিগের এইপ্রকার মতও যুক্তিযুক্ত হয় না। কারণ, কুণ্ড এবং বদরের মধ্যে আত্যন্তিক ভেদও আছে এবং আধারাধেয়ভাবও আছে, তবে কেন সেখানে 'কুণ্ডই বদর' এইরূপ সামানাধিকরণ্য হয় না? সুতরাং আধারাধেয়ভাব থাকিলে সামানাধিকরণ্য হয়—এ প্রকার মত কি করিয়া সিদ্ধ হইবে? অতএব আরম্ভবাদীকেই বাধ্য হইয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে যে, ভেদাভেদপক্ষ অঙ্গীকার করিয়াই সামানাধিকরণ্যের উপপত্তি করিতে হইবে।

আরও যদি আরম্ভবাদিগণ বলেন যে, আধার ও আধেয়ভাবদ্বারা উক্ত সামানাধিকরণ্যের উপপত্তি নাই হউক, কিন্তু একাশ্রয়ত্ব নিবন্ধন আত্যন্তিক ভেদস্থলেও উভয়ের মধ্যে সামানাধিকরণ্যপ্রতীতি হইবে? যেমন দুগ্ধ এবং জল পরস্পর আত্যন্তিক ভিন্ন হইলেও যখন একই কলসের মধ্যে থাকে, তখন সেই দুগ্ধ ও জলের মধ্যে সামানাধিকরণ্য স্বীকার্য্য হয়। কে না দেখিয়া থাকে যে, তখন আমরা জলকেই ত দুগ্ধ বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকি বা দুগ্ধকেই জল বলিয়া ব্যবহার করি। অতএব একাশ্রয়ত্বনিবন্ধন ঘট ও ঘটের উপাদানরূপ যে মৃত্তিকা, তাহা এক ভূতলরূপ আশ্রয়ে থাকে বলিয়া 'মাটীই ঘট' এই প্রকার সামানাধিকরণ্যপ্রত্যয় হইবে না কেন? তদ্রূপই সুবর্ণ ও কুণ্ডল অত্যন্ত ভিন্ন হইলেও একই স্থানে থাকে বলিয়া সুবর্ণ ও কুণ্ডল এই প্রকার সামানাধিকরণ্য হইয়া থাকে।

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

কিন্তু, পরিণামবাদিগণ বলেন—একথাও ঠিক নহে। কারণ, চৈত্র এবং মৈত্র নামক দুই ব্যক্তি যদি একই সময় একই আসনে বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে কি কেহ চৈত্রকে মৈত্র বলিয়া নির্দেশ করে? দুগ্ধ ও জল যে একই স্থলে থাকে, বল দেখি—যেখানে দুগ্ধের কণাটী থাকে, ঠিক সেই স্থানই কি জলের কণা থাকে। কখনই নহে। সুতরাং একাশ্রয়ত্ব পক্ষ অবলম্বন করিয়া আত্যন্তিক ভেদস্থলে যে সামানাধিকরণ্যের উপপত্তি, তাহাও সম্ভবপর নহে। (ভাঃ ১৭৫)।

অতএব ইহাই সিদ্ধ হইল যে, আরম্ভবাদীর মতের অনুসরণ করিয়াও আত্যন্তিক ভেদস্থলে সামানাধিকরণ্য সিদ্ধ হয় না। আর তাহা যদি হইল তবে, সুবর্ণকুণ্ডল ও মৃদ্‌ঘট ইত্যাদি স্থলে অসন্দিগ্ধ, অবাধিত ও সর্ব্বজন-প্রসিদ্ধ যে সামানাধিকারণ্য, তাহার দ্বারা কার্য্য এবং কারণের ভেদাভেদ পক্ষই ব্যবস্থাপিত হইয়া থাকে। (ভাঃ ১৭৬)

ফলতঃ পরিণামবাদী ইহাই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, কার্য্যটী কারণাত্মক হয়, এবং কারণ সর্ব্বদা সৎই থাকে বলিয়া সকল কার্য্যেই তাহার অভেদ বিদ্যমান আছে। সুতরাং সমস্ত কার্য্যের সদ্রূপে অভেদই রহিয়াছে এবং গো-ঘটাদি বিশেষ বিশেষরূপে ভেদও আছে। এই বিষয়টী পরিণামবাদী আচার্য্যগণ একটী শ্লোকদ্বারা সুন্দর ভাবে বলিয়াছেন, যথা—

কার্য্যরূপেণ নানাত্বমভেদঃ কারণাত্মনা।
হেমাত্মনা যথাঽভেদঃ কুণ্ডলাদ্যাত্মনা ভিদা॥"

অর্থাৎ বস্তুসমূহের কার্য্যরূপেই নানাত্ব হইয়া থাকে এবং কারণরূপেই অভেদ হইয়া থাকে। যেমন সুবর্ণরূপে অভেদ এবং কুণ্ডলাদিরূপে ভেদও হয়। (ভাঃ ১৭৭-৮)

ইহাই হইল পরিণামবাদের সিদ্ধান্ত। এইবার দেখা যাউক, ইহার উত্তরে বিবর্ত্তবাদিগণ কি বলিয়া থাকেন।

আচ্ছা, পরিণামবাদিগণ যে এই ভেদাভেদ স্বীকার করেন, অর্থাৎ অভেদের সহিত ভেদ একত্র বিদ্যমান থাকে—এইরূপ অঙ্গীকার করেন, বল দেখি, এই ভেদের স্বরূপ কি? (ভাঃ ১৭৯)।

যদি বল ইহা পরস্পরাভাব বা অন্যোন্যাভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহা

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

হইলে বল দেখি—ইহা কার্য্য যে কটক, এবং কারণ যে সুবর্ণ, তাহাদের মধ্যে থাকে কি না? ইহা কি তাহাদের পরস্পর ভেদ? (ভাঃ ১৮০)।

যদি বল—না, অর্থাৎ কার্য্যকারণের মধ্যে এই প্রকার ভেদ থাকে না, তাহা হইলে বলিব—একত্বই থাকিল, ভেদ ত থাকিল না; (ভাঃ ১৮১)। আর যদি বল—সেই ভেদ আছে, তাহা হইলে অভেদ থাকিল না। কারণ, অভেদ শব্দের অর্থ—ভেদের অভাব। যেখানে ভেদ থাকে সেখানে তাহার অভাব কি করিয়া থাকিবে? (ভাঃ ১৮২)। আর কাহারও ভাব এবং তাহারই অভাব—ইহারা যে পরস্পর বিরুদ্ধ নহে, ইহা ত আর বলা যাইতে পারে না; যেহেতু ইহাদের একত্র অবস্থিতি কখনই সম্ভবপর নহে; (ভাঃ ১৮৩)। দেখ, যেখানে যে বস্তুর ভেদ আছে, সেখানে সে বস্তুর অভেদ যদি থাকিত, তবে কটকের সহিত কুণ্ডলের ভেদ থাকিলেও তাহাদের অভেদ থাকিত বলিয়া কটককে কুণ্ডল হইতে অভিন্ন বলিয়া লোকে ব্যবহার করিত। কিন্তু তাহা ত কেহই করে না, কটককে কেহই কুণ্ডল বলে না। সুতরাং ভেদ যদি অন্যোন্যাভাবস্বরূপ হয়, তবে তাহার সহিত তদীয় অভাব-রূপ অভেদের একত্র অবস্থিতি কিছুতেই সম্ভবপর নহে বলিয়া ভেদাভেদ পক্ষ ব্যবস্থাপিত হইল না। (ভাঃ ১৮৪)।

কার্য্য যদি কারণ হইতে বাস্তবিক অভিন্নই হয়, তবে, সকল কার্য্যই কারণ হইতে অভিন্ন হওয়ায় তাহারা সকলেই এক হইয়া যাইবে না কেন? দেখ, কটক যেমন সুবর্ণ হইতে অভিন্ন, সেইরূপ মুকুট কুণ্ডলও যদি সুবর্ণ হইতে অভিন্ন হয়, তবে কটক কেন মুকুট কুণ্ডল স্বরূপ হইবে না? সুতরাং বলিতে হইবে, সুবর্ণ ই সদ্বস্থ কটকাদি সদ্বস্থ হইতে পারে না। ইহার কারণ, সুবর্ণের স্বরূপতঃ কোন ভেদ প্রতিভাত হয় না। সুতরাং সিদ্ধ হইল কটক এবং সুবর্ণে ভেদ ও অভেদ উভয়ে মিলিত হইয়া থাকিতে পারে না। (ভাঃ ১৮৫)।

এখন ইহার উপর পরিণামবাদী যদি বলেন যে, হাটকস্বরূপেই অভেদ থাকে, এবং কটকস্বরূপে ভেদই থাকে, অর্থাৎ কটকে এবং কুণ্ডলে যে সুবর্ণ হইতে অভেদ আছে, তাহা, সুবর্ণস্বরূপ ধর্ম্মপুরস্কারেই থাকে, কিন্তু কটকে যে কুণ্ডলের ভেদ, তাহা কটকস্বরূপ ধর্ম্মপুরস্কারে থাকে, তদ্রূপ কুণ্ডলে যে কটকের ভেদ, তাহা কুণ্ডলস্বধর্ম্মপুরস্কারে থাকে, কটক বা কুণ্ডলের ভেদ কোথাও

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

সুবর্ণত্বরূপ ধর্ম্মপুরস্কারে থাকে না। সুতরাং এইভাবে ধর্ম্মভেদ স্বীকার করিলে কটক ও সুবর্ণের মধ্যে ভেদাভেদ মিলিতভাবে থাকিবে না কেন?

ইহার উত্তরে বিবর্ত্তবাদিগণ বলেন যে, প্রথমে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি এই যে, কটকরূপ কার্য্য, ইহা যদি কারণরূপ সুবর্ণ হইতে অভিন্ন হয় তবে, সেই কটক, সুবর্ণ হইতে অভিন্ন বলিয়া কুণ্ডলাদি কার্য্যসমূহেও অনুবৃত্ত হয় কি না? যদি বল, অনুবৃত্ত হয় না। তবে বলিব, সুবর্ণ হইতে কটক অভিন্ন হইল কি প্রকারে? যাহাই অনুবৃত্ত, তাহাই ত ব্যাবৃত্ত হইতে পারে না। সুবর্ণরূপ কটক যদি কুণ্ডলে অনুবৃত্ত না হয়, তবে সুবর্ণও কুণ্ডলে অনুবৃত্ত হইল কি প্রকারে? (ভাঃ ১৮৭।৮)।

দেখ, যাহার অনুবৃত্তি থাকিলে যাহারা ব্যাবৃত্ত হয়, তাহারা তাহা হইতে ভিন্নই হইয়া থাকে। যেমন সূত্রের অনুবৃত্তি মাল্যের সর্ব্বাংশে থাকে, কিন্তু কুসুমের অনুবৃত্তি তথায় সর্ব্বাংশে থাকে না, অর্থাৎ কুসুমসমূহ পরস্পরে ব্যাবৃত্ত রূপ হয় বলিয়া অনুবর্ত্তমান সূত্র হইতে ব্যাবর্ত্তমান কুসুমসমূহ ভিন্নই হইয়া থাকে। সেইরূপ প্রকৃতস্থলেও কুণ্ডলাদি কার্য্যসমূহে সুবর্ণের অনুবৃত্তি থাকে, এবং কুণ্ডলাদিকার্য্যের পরস্পরে অনুবৃত্তি থাকে না বলিয়া সূত্র ও পুষ্পসমূহের ন্যায় সুবর্ণ ও কুণ্ডলাদির পরস্পর ভেদ সিদ্ধই হইয়া যায়, অভেদ সিদ্ধ হয় কি করিয়া? (ভাঃ ১৯০)।

তাহার পর দেখ, কটককুণ্ডলপ্রভৃতিতে সুবর্ণের অনুবৃত্তি দেখা যায় বলিয়া সবই যদি সুবর্ণরূপে অভিন্ন হয়, তবে জগতে সকল বস্তুতেই সত্তার অনুবৃত্তি রহিয়াছে বলিয়া তাহারা অভিন্ন হইবে না কেন? তোমরা কারণের অনুবৃত্তি দেখাইয়া কেবল কারণ ও কার্য্যের মধ্যে যে ভাবে অভেদের ব্যবস্থা করিতে যাইতেছ, সেই ভাবে কার্য্যকারণরূপ সম্বন্ধবর্জ্জিত জগতের যাবৎ বস্তুমাত্রেরই মধ্যে সত্তার অনুবৃত্তিবশতঃ অভেদ সিদ্ধ হইবে না কেন? যদি বল, তাহাই হউক, তবে বলিব যে, তাহা অসম্ভব। কারণ, সব বস্তুই যদি অভিন্নই হইত, তবে এই ঘটটা এখন এখানে আছে, পটটা এখন এখানে নাই, অথবা এই ঘটটা পট হইতে ভিন্ন কিন্তু ঘট হইতে ভিন্ন নহে, অথবা এইকালে ঘট আছে কিন্তু পট নাই, অথবা এই ঘট এই প্রকার কিন্তু পট এই প্রকার নহে—ইত্যাদি ভেদব্যবহার, অর্থাৎ এই প্রকার স্বরূপতঃ, দেশতঃ, কালতঃ এবং

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

প্রকারতঃ যে ভেদব্যবহার আমরা করিয়া থাকি তাহা সিদ্ধ হইতে পারে না। (ভাঃ ৯১)। যেহেতু সত্তানিবন্ধন সকল বস্তুই যদি এক হইয়া যায় তবে, ভেদব্যবহারের কারণ কিছুই বিদ্যমান থাকিতে পারে না। (ভাঃ ৯২)।

আরও দেখ, কুণ্ডলাদি-কার্য্য হইতে তাহার উপাদানস্বরূপ কনকের যে আত্যন্তিক ভেদ, তাহাই ত লোকব্যবহারে সিদ্ধ হইয়া থাকে, প্রত্যুত অভেদ কিছুতেই সিদ্ধ হইতেছে না। কারণ, দূর হইতে কোন একটা স্বর্ণময় বস্তু দেখিলে তাহা স্বর্ণ—এই জ্ঞান আমাদিগের হয়, কিন্তু বালা বা তাগা বলিয়া জ্ঞান হয় না। আবার নিকটে যাইলে সেই জ্ঞানটী হয়। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, সুবর্ণের স্বরূপ জ্ঞাত হইলেও বালা বা তাগার স্বরূপ জ্ঞাত হয় না। আর তাহাই যদি হইল তবে, স্বর্ণ হইতে বলয় বস্তুতঃ অভিন্ন হইবে কি প্রকারে? যাহা জানিলে যাহা না জানা যায়, তাহা, তাহা হইতে যে ভিন্ন ইহা কে অস্বীকার করিবে? যে বস্তু অজ্ঞাত, তদ্বিষয়ে লোকের জিজ্ঞাসা হয়, জ্ঞাতবস্তু বিষয়ে জিজ্ঞাসা হয় না। সুবর্ণ যদি বলয় হইতে বস্তুতঃই অভিন্ন হইত, তবে এস্থলে স্বর্ণের জ্ঞান হওয়া প্রযুক্ত, ইহা বলয় কি না—এইপ্রকার জিজ্ঞাসা কখনই সম্ভবপর হইত না। কিন্তু, বাস্তবিক পক্ষে লোকে স্বর্ণ দেখিয়াও উহা বলয় কি না এইপ্রকার জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে। সুতরাং অনুবৃত্তি আছে বলিয়া স্বর্ণ হইতে স্বর্ণকার্য্য যে বলয়াদি, তাহারা যে অভিন্ন, তাহা বলিতে পারা যায় না। (ভাঃ ৯৩)।

যদি বল, স্বর্ণরূপে কনক হইতে কুণ্ডলের কেবল অভেদই যে আমরা স্বীকার করি, তাহা নহে, ভেদও ত আছে, সুতরাং ভেদ আছে বলিয়া দূর হইতে স্বর্ণজ্ঞানানন্তর ইহা বালা বা তাগা কি না—এইরূপ জিজ্ঞাসা হইবে না কেন? অর্থাৎ অভেদের অবচ্ছেদক ধর্ম্ম যে স্বর্ণত্ব, তাহা জানিয়াও ভেদের অবচ্ছেদক ধর্ম্ম যে কুণ্ডলত্ব কটকত্বপ্রভৃতি, তাহাদের জ্ঞান দূর হইতে হয় না বলিয়া তদ্বিষয়ক জিজ্ঞাসা হইবে না কেন? ইত্যাদি।

তাহা হইলে বলিব, কেন অভেদও ত রহিয়াছে, স্বর্ণ দেখিয়া কুণ্ডলত্বকেও জানা গেল না কেন? কারণ, কুণ্ডলত্ব ত স্বর্ণের স্বর্ণত্বের ন্যায় স্বর্ণের উপরই থাকে। স্বর্ণ দেখিয়া স্বর্ণত্বকে যখন জানা হয়, তখন কুণ্ডলত্বও সেইখানে আছে বলিয়া তাহাকেও কেন জানা যাইবে না? প্রত্যুত স্বর্ণের স্বর্ণত্বের

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

সঙ্গে কুণ্ডলত্বকেও জানাই উচিত। সুবর্ণ জানিলে যেমন সুবর্ণত্বের জ্ঞান হয়, তদ্রূপ সুবর্ণের বিশেষ ধর্ম্ম যে কুণ্ডলত্ব, তাহারও জ্ঞান হওয়াই ত স্বাভাবিক। ধর্ম্মের জ্ঞান করিতে হইলে ধর্ম্মীর সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষই ত কারণ হয়। এখানে তাহা ত বিদ্যমান রহিয়াছে, সুতরাং সুবর্ণত্বের সঙ্গে সঙ্গে তাহার জ্ঞান হইবে না কেন? ফলতঃ ইহাই স্থির হইল যে, সুবর্ণ হইতে সুবর্ণনির্ম্মিত কার্য্যগুলি পৃথক্, অভিন্ন নহে।

ইহার উপর যদি বল, যে একটী ধর্ম্মীর উপর প্রত্যক্ষযোগ্য যত ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকে, সেই সকল ধর্ম্মই, ধর্ম্মীর সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ হইলে যে প্রত্যক্ষ হইবে, এমন ত কোন নিয়মই নাই। প্রত্যুত প্রত্যেক ধর্ম্মের প্রত্যক্ষের জন্য পৃথক্ পৃথক্ কারণ অঙ্গীকার করিতেই হইবে, এবং সেই কারণের সমাবেশ হইলে তাহার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। যেমন অস্পষ্ট আলোকে দূরে কোন একটী শাখাহীন বৃক্ষ দেখিলে উহা উচু একটা কিছু—এইরূপ জ্ঞান হয় অর্থাৎ তাহার উচ্চতারূপ ধর্ম্মের জ্ঞান হয়, কিন্তু তাহা যে শাখাহীন বৃক্ষ—এই জ্ঞান হয় না, প্রত্যুত তাহা শাখাহীন বৃক্ষ বা পুরুষ—ইত্যাকার সন্দেহই হইয়া থাকে। কিন্তু সে ব্যক্তি যদি উহার আরও নিকটবর্ত্তী হয়, তখন উহাকে সে শাখাহীন বৃক্ষ বলিয়াই বুঝে এবং পুরুষ নহে বলিয়া স্থির করে। এখন এইস্থলে উক্ত শাখাহীন বৃক্ষের উচ্চতা ধর্ম্মটী যেমন উক্ত ধর্ম্মীতে আছে, তদ্রূপ শাখাহীন বৃক্ষত্বরূপ ধর্ম্মটীও ত আছে। কিন্তু উচ্চতার জ্ঞান হইল বৃক্ষত্বের জ্ঞান হইল না। ইহার কারণ যদি অন্বেষণ করা যায়, তাহা হইলে সকলকেই বলিতে হইবে যে, উক্ত বৃক্ষের উচ্চতার জ্ঞানের জন্য যেরূপ ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ কারণ, বৃক্ষত্ব-জ্ঞানের পক্ষে কেবল সেরূপ সন্নিকর্ষ কারণ নহে। উচ্চতাজ্ঞানের জন্য উক্ত ধর্ম্মীর যে সকল অবয়বের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ আবশ্যক, বৃক্ষতাজ্ঞানের জন্য উক্ত ধর্ম্মীর তদপেক্ষা অধিক অবয়বের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষের প্রয়োজন হয়। উচ্চতাজ্ঞানের জন্য যেরূপ সন্নিধান কারণ হইয়াছে, বৃক্ষত্বজ্ঞানের পক্ষে তাহা অনুকূল হয় নাই। ঐরূপ কারণের সমাবেশ হইলে অর্থাৎ উহা আরও অধিকতর সন্নিহিত হইলে তবে বৃক্ষত্বের প্রতীতি হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে কোন ধর্ম্মীর প্রত্যক্ষে তাহার যে ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ হয়, সেই ধর্ম্মের প্রত্যক্ষবশতঃ তাহার যে অপরাপর ধর্ম্মের

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

প্রত্যক্ষ হইবে, তাহা কখন বলা যায় না। প্রকৃত স্থলেও দেখ, দূর হইতে সুবর্ণ দেখিয়া যদি সুবর্ণত্বের জ্ঞান হয় এবং কুণ্ডলত্বের জ্ঞান হয় না, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাহার কুণ্ডলত্বরূপ ধর্ম্মের প্রত্যক্ষের যে কারণ, সেই কারণের সমাবেশ হয় নাই, কেবল সুবর্ণত্বরূপ ধর্ম্মের প্রত্যক্ষের কারণের সমাবেশ হইয়াছে। নিকটে যাইলে যখন কুণ্ডলত্বরূপ ধর্ম্মের প্রত্যক্ষের কারণগুলি মিলিত হইবে, তখন তাহাকে কুণ্ডল বলিয়া বুঝা যাইবে। সামান্য ধর্ম্মের যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানের যে কারণ, তাহা বিশেষ ধর্ম্মের জ্ঞানের কারণ হইতে যে পৃথক্, তাহা কে না স্বীকার করিবে। সুতরাং সুবর্ণত্ব ও কুণ্ডলত্বরূপ ধর্ম্মদ্বয় এক ধর্ম্মীতে থাকিলেও সুবর্ণত্বের জ্ঞান হইলেই যে কুণ্ডলত্বের জ্ঞান হইবে—ইহা বলা গেল না, আর এইভাবে ধর্ম্মিরূপ সুবর্ণকুণ্ডলে অভেদ এবং সুবর্ণত্ব ও কুণ্ডলত্বরূপ ধর্ম্মবিশিষ্টরূপে ভেদ স্বীকার করিলে ভেদাভেদপক্ষে যে কোন দোষ আছে, তাহা বলা যায় না।

ইহার উত্তর এই যে, দূর হইতে কুণ্ডল দেখিয়া সুবর্ণের জ্ঞান হইলেও কুণ্ডলজ্ঞান যদি না হয়, আর এই কুণ্ডল জ্ঞান না হইবার কারণ যদি সুবর্ণত্বের ন্যায় কুণ্ডলত্বের সহিত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাদির অভাবই হয়, তাহা হইলেও ত সুবর্ণ ও কুণ্ডল অভিন্ন হইল না; সুতরাং সুবর্ণ হইতে সুবর্ণনির্ম্মিত কার্য্যগুলি পৃথক্, অভিন্ন নহে বলিতে হইবে, উহাদের অভেদপ্রদর্শনের প্রয়াস কেন? অর্থাৎ তোমরা ভেদ সিদ্ধ করিতে যাইলে আমরা অভেদের দ্বারা তাহা অসিদ্ধ করিব, এবং অভেদ সিদ্ধ করিতে যাইলে আমরা ভেদদ্বারা তাহা অসিদ্ধ করিয়া দিব।

বস্তুতঃ ইহার উপর বিবর্ত্তবাদীর বক্তব্য এই যে, এই যে ভেদাভেদটী পরিণামবাদিগণ, কার্য্য এবং কারণের মধ্যে অঙ্গীকার করেন, সেই ভেদাভেদ তাঁহারা দুই প্রকারে সিদ্ধ করিতে পারেন।

প্রথম—"সুবর্ণে কটকং ন" এই ভাবে সুবর্ণের সহিত কটকের ভেদ সিদ্ধ করেন এবং "কটকে সুবর্ণং ন" এই প্রকার ভেদ থাকে না বলিয়া সুবর্ণের সহিত কটকের অভেদ সিদ্ধ করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয়—সুবর্ণকুণ্ডলে সুবর্ণময় কটকের ভেদ "কুণ্ডলং ন" এই প্রকারে বিদ্যমান আছে, আবার সুবর্ণকুণ্ডলে সুবর্ণময় কটকের অভেদও আছে, অর্থাৎ

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

"সুবর্ণং ন" এই প্রকার প্রতীতিসিদ্ধ ভেদের অভাবও আছে, অর্থাৎ কুণ্ডলে কটকপ্রতিযোগিক ভেদ এবং কটকপ্রতিযোগিক ভেদের অভাব দুই থাকায় ভেদাভেদ পক্ষ সিদ্ধ হয়। তবে বিশেষ এই যে, ভেদের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম কটকত্বই হয় এবং ভেদাভাবরূপ অভেদের মধ্যে প্রবিষ্ট যে ভেদ তাহার প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম হয় সুবর্ণত্ব।

ভেদাভেদ পক্ষটী এই দুই ভাবে যদিও সিদ্ধ করা যায়, কিন্তু এই দুই প্রকারই বিচারসহ নহে। অর্থাৎ এই দুই পক্ষের কোন পক্ষই পরিণামবাদীর অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। পরিণামবাদী যদি অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাহাকে বলিতে হইবে যে, সুবর্ণরূপে একটা অনুগত বস্তু কটক এবং কুণ্ডলপ্রভৃতি কার্য্যে কারণরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু তাঁহারা যে দুই প্রকারের ভেদাভেদ ব্যাখ্যা করেন, তাহাতে তাঁহাদের ইহা সিদ্ধ হয় না।

কারণ, প্রথম পক্ষে দেখ, সুবর্ণকে কুণ্ডল হইতে ভিন্ন বলিয়া যে তাঁহারা ব্যবহার করেন, সেই ভেদের বিশেষ্য হইতেছে সুবর্ণ, সেই বিশেষ্যগত সুবর্ণত্বরূপ যে ধর্ম্ম, তাহাকে ভেদের অনুযোগিতাবচ্ছেদক অথবা বিশেষ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম বলিয়া ন্যায়মতে নির্দ্দেশ করা হয়। কোন একটী বিশেষ্যে কোন বিশেষণ বা বিধেয়ের অন্বয় করিতে হইলে তাহা দুইরূপে হইয়া থাকে; যথা—অবচ্ছেদাবচ্ছেদে এবং সামানাধিকরণ্যে। তন্মধ্যে অবচ্ছেদাবচ্ছেদে শব্দের অর্থ—বিশেষ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম যেখানে যেখানে থাকে তাহাদের প্রত্যেক স্থানেই যদি বিশেষণ বা বিধেয় বর্ত্তমান থাকে, তবে তাহাকে অবচ্ছেদাবচ্ছেদে অন্বয় বলা হয়; এবং বিশেষ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম যেখানে যেখানে থাকে, তাহার মধ্যে কোন একটী স্থলেও যদি বিধেয় বা বিশেষণ না থাকে, তবে তাহাকে সামানাধিকরণ্যে অন্বয় বলে। যেমন—ঘট পট নহে বলিলে পটভেদ বিধেয় বা বিশেষণ হয় এবং বিশেষ্য হয় ঘট। এখানে ঘটগত যে ঘটত্বরূপ ধর্ম্ম, তাহাকে বিশেষ্যতাবচ্ছেদক বলা যায়। এরূপ স্থলে বিশেষ্যতাবচ্ছেদক যে ঘটত্ব, তাহা যেখানে যেখানে থাকে, তাহার প্রত্যেক স্থলেই পটভেদরূপ যে বিধেয় বা বিশেষণ, তাহা থাকে বলিয়া ঘটের সহিত পটভেদের অবচ্ছেদাবচ্ছেদে অন্বয় বলা হয়; এবং ব্রাহ্মণ শান্তপ্রকৃতি বলিলে ব্রাহ্মণত্বটী বিশেষ্যতাব-

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

চ্ছেদক হয়, এবং শান্তপ্রকৃতিটী বিধেয় বা বিশেষণ হয়। এস্থলে বিশেষ্যতাব চ্ছেদক যে ব্রাহ্মণত্ব তাহা যেখানে যেখানে থাকে, সেই সেই স্থলেই যে শান্ত-প্রকৃতিরূপ বিধেয় বা বিশেষণ থাকিবে, তাহা বলা যায় না, কিন্তু কোন কোন্ ব্রাহ্মণে তাহা থাকে, এজন্য এস্থলে সামানাধিকরণ্যে অন্বয় বলে।

প্রকৃত স্থলে দেখ, সুবর্ণে যে কটকের ভেদ আছে, তাহা সামানাধি-করণ্যে অন্বিত হইয়াছে। অর্থাৎ সুবর্ণত্ব কটকের উপরও থাকে এবং কুণ্ডলাদি অন্যত্রও থাকে। "কটকং ন" এই যে ভেদ, তাহা কুণ্ডলাত্মক যে সুবর্ণ, তাহা তেই থাকে, কিন্তু কটকাত্মক সুবর্ণে থাকে না। সুতরাং সুবর্ণত্ব যেখানে যেখানে থাকে সেই সকল স্থলেই যে "কটকং ন" ভেদটী থাকিল, তাহা সিদ্ধ হইল না। তাহার পর এই যে "কটকং ন" ভেদ, ইহার প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম হইল কটকত্ব; এখন কটকভেদ অর্থাৎ কটকত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক যে ভেদ, তাহা কুণ্ডলাদিরূপ সুবর্ণে সিদ্ধ হইল। কিন্তু কুণ্ডলাদিতে যে সুবর্ণের ভেদের অভাব আছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত কটকত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক ভেদ নহে, কিন্তু তাহা 'সুবর্ণ নহে' এই প্রকার ভেদ, অর্থাৎ সুবর্ণত্বাবচ্ছিন্নপ্রতি-যোগিতাক ভেদ। সুতরাং এই যে ভেদের অভাব, তাহা অবচ্ছেদাবচ্ছেদে সুবর্ণ মাত্রেই থাকিল। এখন ইহাই যদি ভেদাভেদ শব্দের অর্থ হয়, তবে কটকের সহিত যে ভেদ সিদ্ধ হয়, সেই ভেদেরই অভাবরূপ যে অভেদ, তাহা সুবর্ণে সিদ্ধ হইল না। কারণ, কটকত্বাবচ্ছিন্ন ভেদ সিদ্ধ হইল আর সুবর্ণত্বাবচ্ছিন্ন ভেদের অভাব সিদ্ধ হইল। কটকত্বাবচ্ছিন্ন যে ভেদ, তাহার অভাবরূপ অভেদ ত সিদ্ধ হইল না। যদি পরিণামবাদী ভেদাভেদ সিদ্ধ করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাহাকে বলিতে হইবে, যে ধর্ম্মীতে যেরূপ ভেদ আছে সেই ধর্ম্মীতে সেইরূপ ভেদেরই অভাব আছে। অর্থাৎ যে ধর্ম্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক ভেদ যেখানে সিদ্ধ হইবে, সেই ধর্ম্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক ভেদের অভাবও যদি সেই স্থলে সিদ্ধ হয়, তবেই তাহার অভীষ্ট ভেদাভেদ সিদ্ধ হইবে। এস্থলে সেরূপ না হওয়ায় তাহা হইল না।

এইবার দেখ, দ্বিতীয় পক্ষ অবলম্বন করিয়া যদি ভেদাভেদ সিদ্ধ করিতে যাওয়া যায়, অর্থাৎ সুবর্ণ হইলেও কুণ্ডলে কটকে পরস্পরের ভেদ আছে এবং সুবর্ণরূপে অভেদও আছে বলিয়া ভেদাভেদবাদ সিদ্ধ করিতে ইচ্ছা কর,

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

তাহা হইলেও সেই ভেদাভেদ সিদ্ধ হয় না। কারণ, এ পক্ষেও যে ভেদ থাকিল তাহা কটকত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক ভেদ অথবা কুণ্ডলত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক ভেদ, এবং যে অভেদ থাকিল তাহা সুবর্ণত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক ভেদের অভাব। সুতরাং যে জাতীয় ভেদ সেই জাতীয় ভেদের অভাব সিদ্ধ হইল না।

তাহার পর দেখ, এই উভয় পক্ষেই আর একটা দোষ রহিয়াছে। দেখ, পরিণামবাদী যে সুবর্ণত্বরূপ ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া অভেদ সিদ্ধ করিতে চাহেন, সেই সুবর্ণত্বধর্ম্মটী কোথায় থাকে বল দেখি? তাহা কি একব্যক্তিতেই থাকে, অথবা বহু ব্যক্তিতে থাকে? এক ব্যক্তিতেই থাকিলে সেই সুবর্ণ ব্যক্তি কটক হইতে অভিন্ন এবং কুণ্ডল হইতে অভিন্ন হইবে কি প্রকারে? কারণ, কটক ও কুণ্ডল বিভিন্ন ব্যক্তি—ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। পরস্পরভিন্ন ব্যক্তি অভিন্নস্বরূপ হইবে—ইহা কি করিয়া সম্ভব? আর যদি বলা যায়—সুবর্ণব্যক্তি বহু, এবং তাহার উপর সুবর্ণত্বধর্ম্মটী একটী জাতিরূপে থাকে, তাহা হইলে বলিব—পরিণামবাদী আরম্ভবাদই স্বীকার করিলেন, অথচ অভেদ সিদ্ধও হইল না। কারণ, কটকের অবয়বরূপ সুবর্ণ ও কুণ্ডলের অবয়বরূপ যে সুবর্ণ, তাহারা পৃথক্ হওয়ায় কটক ও কুণ্ডলে অভেদ সিদ্ধ হয় না। আর যদি বহু ব্যক্তিতে একটী অনুগত ধর্ম্ম দেখিয়া তৎপুরস্কারে সেই সকল ব্যক্তিকে অভিন্ন বল, তবে, সত্তারূপ ধর্ম্মপুরস্কারে জগতের যাবৎ বস্তুই অভিন্ন হইয়া যায়। সুতরাং কার্য্যকারণভাবকে অবলম্বন করিয়া ভেদাভেদস্থাপন করিবার আবশ্যকতা কি?

এতদ্দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইল যে, পরিণামবাদিগণ দূর হইতে সুবর্ণ জ্ঞাত হইলেও কুণ্ডল অজ্ঞাত থাকে—ইহার উপপত্তির জন্য যে সুবর্ণ ও কুণ্ডলে ভেদও আছে (৫৩৭ পৃঃ) বলিয়াছিলেন, তাহার দ্বারাও উক্ত অজ্ঞাতত্বের উপপত্তি সম্ভবপর নহে। কারণ, ভেদও যেমন আছে অভেদও ত সেই প্রকারই রহিয়াছে, এবং ভেদ থাকায় যেমন অজ্ঞাতত্বের উপপত্তি করিতে যাইতেছ, তদ্রূপ অভেদ থাকাপ্রযুক্ত জ্ঞাতত্বেরও আপত্তি হইতেছে, অর্থাৎ তাহাদের জ্ঞানই সেখানে হওয়া উচিত হইতেছে। যেহেতু, কারণ থাকিলে কার্য্য হওয়াই আবশ্যক, কারণ না থাকিলেই কার্য্য হয় না। অভেদরূপ কারণ বিদ্যমান

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

থাকা প্রযুক্ত সুবর্ণজ্ঞান হইলে বলয়ের জ্ঞান হইবেই। জ্ঞান না হওয়াই বরং অস্বাভাবিক। (ভাঃ ১৯৫)। আর অভেদ যদি থাকিল তবে নিশ্চয়ের কারণই থাকায় সুবর্ণ জ্ঞাত হইলে তদভিন্ন বলিয়া কুণ্ডলও জ্ঞাতই হইয়াছে বলিতে হইবে। আর তাহাই যদি হয় তবে, সুবর্ণ জ্ঞাত হইলে তাহা জিজ্ঞাসা এবং ভিন্ন কারণদ্বারা তাহার জ্ঞানোৎপাদনপ্রভৃতি ব্যর্থই হইয়া যায়। (ভাঃ ১৯৬)। সুতরাং বলিতে হইবে, যে বস্তু জ্ঞাত হইলে যাহা জ্ঞাত হয় না, তাহা হইতে তাহা ভিন্নই হইয়া থাকে। যেমন হস্তীর শাবকের জ্ঞান হইলে রাসভের জ্ঞান হয় না বলিয়া হস্তিশাবক ও রাসভ ভিন্নই হয়, তদ্রূপ। (ভাঃ ১৯)। আর তাহা হইলে, সুবর্ণের জ্ঞান হইলে যখন কটকের জ্ঞান হয় না, তখন সুবর্ণের সহিত কটকের ভেদই সিদ্ধ হইয়া যায়, অভেদ সিদ্ধ কিপ্রকারে হইবে? (ভাঃ ১৯৮)

যদি বল, তবে সামানাধিকরণ্যপ্রত্যয় কি করিয়া উপপন্ন হইবে? অর্থাৎ ভেদই যদি সিদ্ধ হইল, তবে "ইহা সুবর্ণকুণ্ডল" এই প্রকার যে সামানাধিকরণ্য-প্রত্যয়, তাহা কি করিয়া সিদ্ধ হয়? কারণ, তুমিও স্বীকার কর যে, আত্যন্তিক ভেদস্থল যেমন গো অশ্ব ইত্যাদি, সে স্থলে সামানাধিকরণ্য হয় না, এবং আত্যন্তিক অভেদস্থল যেমন ঘট ঘট ইত্যাদি, সে স্থলেও সামানাধিকরণ্য হয় না। অত এব বিবর্তবাদের পক্ষ হইতে ইহার উপপত্তিপ্রদর্শন ত প্রয়োজন।

ইহার উত্তর এই যে, পূর্ব্বোক্তপ্রকারে আধার-আধেয়ভাবে বা একাধি-করণবৃত্তিতার দ্বারা এই প্রকার সামানাধিকরণ্য উপপন্ন হয় না। সুতরাং সে পক্ষ অবলম্বন করিয়া এই সামানাধিকরণ্যের উপপত্তি করিতে যাওয়া বৃথা। আর অনুবৃত্তি বা ব্যাবৃত্তির ব্যবস্থার দ্বারা অর্থাৎ একই বস্তু ব্যাবৃত্ত ও অনুবৃত্ত এই দুই প্রকার স্বভাববশতঃ এ প্রকার সামানাধিকরণ্যের উপপত্তি হইবে—ইহাও বলা সম্ভবপর নহে। (ভা ১৯৯।২০০)। আর অভেদটী ঐকান্তিক ও অনৈকান্তিক—ইহা বলিয়াও উপপন্ন করা যায় না। কারণ, একই বস্তুর এরূপ হওয়া সম্ভবপর নহে। (ভাঃ ২০১)। সুতরাং ইহার উত্তর এই যে, সামানা-ধিকরণ্য স্থলের এই যে ভেদ এবং অভেদ প্রতীত হয়, তাহার মধ্যে একটীকে পরিত্যাগ করিতেই হইবে, অর্থাৎ হয় ভেদপক্ষকে অথবা অভেদপক্ষকে গ্রহণ করিতে হইবে। আর তাহা হইলে অভেদমূলক ভেদকল্পনা অর্থাৎঅভেদই

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

সত্য এবং ভেদ কল্পিত বা অসত্য এই প্রকার বিবর্ত্তবাদীর পক্ষই স্বীকার করিতে হইবে। ভেদমূলক যে অভেদকল্পনা বা ভেদই সত্য এবং অভেদ কল্পিত—এইপ্রকার সিদ্ধান্ত কিন্তু সমীচীন হইতে পারে না। (ভাঃ ২০২)।

ইহার কারণ, ভেদের জ্ঞান করিতে হইলে ভেদের আশ্রয়স্বরূপ একটী অভিন্ন-বস্তুর জ্ঞান সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। যেমন, পটকে যদি ঘট হইতে ভিন্ন বলিয়া বুঝিতে হয়, তবে যে ব্যক্তি তাহা বুঝিবে, তাহার নিকট ভেদপ্রতীতির অবিষয় যে পটবস্তু, তাহার জ্ঞান অগ্রে হইয়া থাকে। পটকে প্রথমে স্বতন্ত্রভাবে 'একটা কিছু' বলিয়া না বুঝিলে পটে ঘটের ভেদ বুঝিতে পারা যায় না। এখন সেইরূপভাবে পটকে বুঝিলে তৎপরে ঘটরূপ প্রতিযোগীর জ্ঞানও আবশ্যক হয়, এবং পরিশেষে পটে ঘটভেদের প্রতীতি হয়। সুতরাং ভেদজ্ঞান করিতে হইলে অভেদজ্ঞান বা একের জ্ঞান স্বতন্ত্রভাবে আবশ্যক হয়। আর তাহা হইলে সিদ্ধ হইল—ভেদ অভেদকেই আশ্রয় করিয়া প্রতীত হয়। সুতরাং অভেদই বাস্তব সৎ বলিয়া গৃহীত হওয়া উচিত; ভেদটী সেই অভেদমূলক কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। আর সেই ভেদ কল্পিত অথচ ব্যবহারের যোগ্য হওয়ায় তাহাকে অনির্ব্বচনীয় ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? যেমন শুক্তি-রজতস্থলে যে রজত, তাহা কল্পিত অথচ ব্যবহারের যোগ্য হয় বলিয়া অনির্ব্বচনীয় বলিয়াই কথিত হয়। (ভাঃ ২০৩) আর এই সিদ্ধান্তই মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" এই শ্রুতিদ্বারাও সমর্থিত হইতেছে। (ভাঃ ২০৪)। আর এই সকল কারণে ইহাই সিদ্ধ হইল যে, কূটস্থ নিত্যতাই পারমার্থিকী, পরিণামী নিত্যতা বা ভেদাভেদ পারমার্থিক হইতে পারে না। (ভাঃ ২০৫)।

ভাষ্যকার "ব্যোমবৎ" বলিয়া যে দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা নৈয়ায়িকের মতসিদ্ধ বলিয়া বুঝিতে হইবে। কারণ, তাহা স্বমতে সিদ্ধ হয় না। যেহেতু স্বমতে "তস্মাৎ বা এতস্মাৎ আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা সেই আকাশেরও উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। আর উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া তাহাকে অনিত্যই বলিতে হইবে। (ভাঃ ২০৬)। আর এস্থলে "কূটস্থ-নিত্যং" শব্দদ্বারা ভাষ্যকার মোক্ষের উৎপাদ্যরূপ কর্ম্মতার নিরাকরণ করিতেছেন। "সর্ব্বব্যাপি" এই বিশেষণদ্বারা গ্রামাদির ন্যায় যে তাহা প্রাপ্য কর্ম্ম নহে তাহাই বলিতেছেন। (ভাঃ ২০৮)। "সর্ব্ববিক্রিয়ারহিতম্" এই বিশেষণ

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

দ্বারা তাহা যে দুগ্ধের বিকার দধির ন্যায় কর্ম্ম নহে তাহাই বলিতেছেন। (ভাঃ ২০৯)। "নিরবয়ব" এই বিশেষণদ্বারা তাঁহা যে সংস্কার্য্য কার্য্যস্বরূপ নহে, তাহাই বলা হইয়াছে। (ভাঃ ২১০)। যেহেতু প্রোক্ষণদ্বারা (অর্থাৎ জল ছিটান দ্বারা) ব্রীহিসমূহতে সংস্কার নামক কোন একটী অংশ বা ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়, ব্রহ্মে এ প্রকার কোন অংশ বা ধর্ম্ম যে ক্রিয়ার দ্বারা উৎপন্ন হইবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। কারণ, তিনি নিরবয়ব, আর ব্রীহি সাবয়ব বস্তু। সাবয়ব বস্তুতেই অংশের সম্ভাবনা থাকে। নিরবয়ব ব্রহ্মে তাহা সম্ভবপর কিরূপে হইবে, ইহাই এস্থলে তাৎপর্য্য। (ভাঃ ২১১)। "নিত্যতৃপ্ত" এই বিশেষণদ্বারা মোক্ষের তৃপ্তি-রূপতা নিবন্ধন পুরুষার্থতাও যে আছে, তাহাই কথিত হইয়াছে। (ভাঃ ২১২)। তৃপ্তিশব্দের অর্থ দুঃখরহিত যে সুখ তাহাই। (ভাঃ ২১৩)। যেমন ক্ষুধারূপ যে দুঃখ, সেই দুঃখনিবৃত্তিসহিত যে সুখ, তাহাই তৃপ্তি বলিয়া লোকেও ব্যবহার করিয়া থাকে। (ভাঃ ২১৪)। সুখ প্রকাশিত না হইলে পুরুষার্থ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না, এজন্য মোক্ষে "স্বয়ংজ্যোতিঃ" এই বিশেষণটী প্রদত্ত হইয়াছে। (ভাঃ (২১৫)। এই প্রকারে স্বমতে মোক্ষরূপ যে ফল, তাহা শ্রুত্যাদি প্রমাণদ্বারা নিত্য বলিয়া সিদ্ধ করিয়া "তদ্ যদি" এই ভাষ্যে মোক্ষ ক্রিয়া-নিষ্পাদ্য হইলে তাহা অনিত্য হইবে—এই প্রকার আপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। (ভাঃ ২১৬)

ইহাই হইল ভামতীর তাৎপর্য্য এইবার দেখাযাউক রত্নপ্রভাকার ইহার ব্যাখ্যায় কি বলেন ?

এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে ভাষ্যের ৬১ সংখ্যক বাক্যে "অতঃ তদ্ ব্রহ্ম" ইত্যাদি যে পাঠ আছে, তাহাতে "অতঃ" শব্দটী প্রক্ষিপ্ত ইহা পরিমলকার বলিতেছেন। এই প্রক্ষেপের কারণ কল্পতরুর "অতস্তদ্ ব্রহ্মেতি ভাষ্যে উক্তা" এই বাক্যটীতে "অতঃ" শব্দের গ্রহণ। পরিমল-কারের মতে কল্পতরুতেও অতঃ শব্দ নিষ্প্রয়োজন। রত্নপ্রভায় কিন্তু ইহা গৃহীত হইয়াছে। ফলতঃ এস্থলে এইরূপ হেতুবোধক পদের আকাংক্ষা নাই। সুতরাং যে মোক্ষাখ্য অশরীর-ত্বের কথা বলা হইয়াছে তাহাই যে ব্রহ্ম তাহাই এস্থলে বলা হইতেছে বুঝিতে হইবে।

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

রত্নপ্রভা।

নিত্যত্বেঽপি পরিণামিতয়া ধর্ম্মকার্য্যত্বং মোক্ষস্য ইত্যাশঙ্ক্য নিত্যং দ্বেধা বিভজতে—**তত্র কিঞ্চিৎ** ইতি। নিত্যবস্তুমধ্যে ইত্যর্থঃ। পরিণামি চ তন্নিত্যং চ ইতি পরিণামিনিত্যম্। আত্মা তু কূটস্থনিত্য ইতি ন কর্ম্মসাধ্য ইত্যাহ **ইদং তু** ইতি। পরিণামিনঃ নিত্যত্বং প্রত্যভিজ্ঞাকল্পিতং মিথ্যা এব। কূটস্থস্য তু নাশকাভাবাৎ নিত্যত্বং পারমার্থিকম্। কূটস্থত্বসিদ্ধার্থং পরিস্পন্দাভাবম্ আহ—**ব্যোমবৎ** ইতি। পরিণামাভাবম্ আহ—**সর্ব্ববিক্রিয়ারহিতম্** ইতি। ফলানপেক্ষিত্বাৎ ন ফলার্থাপি ক্রিয়া ইত্যাহ—**নিত্যতৃপ্তম্** ইতি। তৃপ্তিঃ অনপেক্ষত্বং বিশোকং সুখং বা। নিরবয়বত্বাৎ ন ক্রিয়া। তস্য ভানার্থম্ অপি ন ক্রিয়া, স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বাৎ অতঃ কূটস্থত্বাৎ ন কর্ম্মসাধ্যঃ মোক্ষ ইত্যুক্তম্। কর্ম্মতৎকার্য্যাসঙ্গিত্বাৎ চ তথা ইত্যাহ—**যত্র** ইতি। কালানবচ্ছিন্নত্বাৎ চ ইত্যাহ—**কাল** ইতি। কালত্রয়ং চ ন উপাবর্ত্ততে ইতি যোগ্যতয়া সম্বন্ধনীয়ম্। ধর্ম্মাদ্যনবচ্ছেদে মানম্ আহ—**অন্যত্র** ইতি। অন্যৎ ইত্যর্থঃ। কৃতাৎ=কার্য্যাৎ। অকৃতাৎ চ কারণাৎ। ভূতাদ্ ভব্যাৎ চ, চকারাৎ বর্ত্তমানাৎ চ অন্যৎ যৎ পশ্যসি তদ্ বদ ইত্যর্থঃ। নন্বু উক্তাঃ শ্রুতয়ঃ ব্রহ্মণঃ কূটস্থাসঙ্গিত্বং বদন্তু, মোক্ষস্য নিয়োগফলত্বং কিং ন স্যাৎ ইতি, তত্রাহ—**অতঃ** ইতি। তৎ কৈবল্যং ব্রহ্ম এব। কর্ম্মফলবিলক্ষণত্বাৎ ইত্যর্থঃ। ব্রহ্মাভেদাৎ মোক্ষস্য কূটস্থত্বং ধর্ম্মাদ্যসঙ্গিত্বং চ ইতি ভাবঃ। যদ্ বা যজ্জিজ্ঞাস্যং তদ্ ব্রহ্ম। অতঃ পৃথগ্ জিজ্ঞাস্যত্বাৎ ধর্ম্মাদ্যস্পৃষ্টম্ ইত্যর্থঃ। অতঃ শব্দাভাবপাঠেঽপি অয়মেব অর্থঃ। ব্রহ্মণঃ বিধিস্পর্শে শাস্ত্রপৃথক্ত্বং ন স্যাৎ, কার্য্যবিলক্ষণানধিগতবিষয়ালাভাৎ। ন হি ব্রহ্মাত্মৈক্যং ভেদপ্রমাণে জাগ্রতি বিধিপরবাক্যাৎ লব্ধুং শক্যম্। ন বা তদ্বিনা বিধেঃ অনুপপত্তিঃ। যোষিদগ্নৈক্যোপাত্তিবিধিদর্শনাৎ ইতি ভাবঃ। অথবা মোক্ষস্য নিয়োগসাধ্যত্বে ফলিতং সূত্রার্থম্ আহ—**অতঃ** ইতি। যদত্র জিজ্ঞাস্যং ব্রহ্ম তৎ স্বতন্ত্রমেব বেদান্তৈঃ উপদিশ্যতে। সমন্বয়াৎ ইত্যর্থঃ। বিপক্ষে দণ্ডং পাতয়তি—**তদ্ যদি** ইতি। **তত্র এবং সতি** ইতি। মোক্ষে সাধ্যত্বেন অনিত্যে সতি ইত্যর্থঃ। **অত** ইতি। মুক্তেঃ নিয়োগাসাধ্যত্বেন নিযোজ্যালাভাৎ। কর্ত্তব্যনিয়োগাভাবাৎ ইত্যর্থঃ।

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মোক্ষ নিত্য হইলেও পরিণামিত্বপ্রযুক্ত ধর্ম্মের ফল হইতে পারে—এই প্রকার আশংকা করিয়া নিত্যত্বকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতেছেন—**তত্র কিঞ্চিৎ** ইত্যাদি। তত্র এই শব্দটীর অর্থ নিত্যবস্তুসমূহের মধ্যে। পরিণামি ও নিত্য এই অর্থে পরিণামিনিত্য এই শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে। আত্মা কিন্তু কূটস্থনিত্য, এই কারণে তাহা কর্ম্মসাধ্য হইতে পারে না, ইহাই—**ইদং তু** ইত্যাদি বাক্যে বলিতেছেন। প্রত্যভিজ্ঞাদ্বারা কল্পিত যে পরিণামিবস্তুর নিত্যত্ব, তাহা মিথ্যাই হইয়া থাকে। কিন্তু কূটস্থ বস্তুর নাশক না থাকায় তাহার যে নিত্যত্ব, তাহা পারমার্থিক নিত্যত্ব। কূটস্থত্ব সিদ্ধ করিবার জন্য পরিস্পন্দ অর্থাৎ ক্রিয়ার অভাব দেখাইবার জন্য বলিতেছেন—**ব্যোমবৎ** ইত্যাদি। **সর্ব্ববিক্রিয়ারহিতম্** ইত্যাদি বাক্যে তাহারও পরিণামাভাব প্রদর্শন করা হইয়াছে। কোন ফলের অপেক্ষা নাই বলিয়া তাহাতে ফললাভের জন্য কোন ক্রিয়া সম্ভবপর নহে, ইহাই—**নিত্যতৃপ্ত** এই বিশেষণদ্বারা কথিত হইয়াছে। তৃপ্তিশব্দের অর্থ—অনপেক্ষতা, অথবা শোকশূন্য সুখ। অবয়ব নাই বলিয়া তাহাতে ক্রিয়া হয় না। তাহার প্রকাশের জন্যও কোন ক্রিয়ার আবশ্যকতা নাই; কারণ, তাহা স্বয়ংজ্যোতিঃ। এই হেতু মোক্ষ কূটস্থ বলিয়া কর্ম্মের ফল হয় না—ইহাই বলা হইল। কর্ম্ম ও কর্ম্মের যে ফল, তাহাদের সহিত সম্বন্ধ না থাকায় তাহা এইরূপই হয়, ইহাই যত্র ইত্যাদি বাক্য বলা হইয়াছে। আর কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয় না বলিয়া তাহা কূটস্থ—ইহাই **কাল** ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা বলিতেছেন। যোগ্যতাবশতঃ কালত্রয়ও তাহাতে সম্বদ্ধ হয় না—এই প্রকার বাক্যের যোজনা করিতে হইবে। ধর্ম্মাদির দ্বারা তাহা যে অবচ্ছিন্ন হয় না, তাহারই জন্য **অন্যত্র** ইত্যাদি বাক্য প্রমাণস্বরূপে উদ্ধৃত করিতেছেন। **অন্যত্র** শব্দের অর্থ—অন্য। কৃত শব্দের অর্থ কার্য্য, অকৃত শব্দের অর্থ কারণ, সুতরাং সমগ্রের অর্থ হইল কার্য্য ও কারণ হইতে। **ভূতাৎ ও ভব্যাৎ চ** এই স্থলে যে চ-কার আছে, তাহার দ্বারা বর্ত্তমানকেও গ্রহণ করিতে হইবে, অর্থাৎ যাহা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান হইতেও ভিন্ন, তুমি দেখিতেছ, তাহা বল—ইহাই উক্ত প্রমাণবাক্যের অর্থ। আচ্ছা, উক্ত শ্রুতিগুলি ব্রহ্মের কূটস্থত্ব এবং অসঙ্গিত্ব নির্দ্দেশ করুক, কিন্তু মোক্ষ যে নিয়োগ অর্থাৎ ধর্ম্মের ফল হইবে না কেন,

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

তাহারই উত্তর স্বতঃ ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা দিতেছেন। সেই কৈবল্য অর্থাৎ মোক্ষ ব্রহ্মেরই স্বরূপ হইয়া থাকে; যেহেতু তাহা কর্ম্মফল হইতে বিলক্ষণ। ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া মোক্ষও কূটস্থ, এবং তাহার সহিত ধর্ম্মাদির সম্বন্ধ নাই—ইহাই ভাবার্থ। অথবা এই শাস্ত্রের যাহা জিজ্ঞাস্য তাহাই ব্রহ্ম, এইরূপে কর্ম্মমীমাংসা হইতে পৃথগ্ ভাবে ইহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে বলিয়া ধর্ম্মের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই, ইহাও অর্থ হইতে পারে। এই স্থলে কোন কোন ভাষ্যে অতঃ শব্দটী দেখিতে পাওয়া যায় না, সেইরূপ পাঠেও এইরূপ তাৎপর্য্যই হইয়া থাকে। ব্রহ্মের সহিত যদি বিধির সংস্পর্শ থাকিত, তাহা হইলে এই শাস্ত্রটী পূর্ব্বমীমাংসা শাস্ত্র হইতে পৃথক্ হইতে পারিত না। কারণ, তাহা হইলে যাহা কার্য্য নহে—এই প্রকার কোন নূতন ব্যক্তব্য বিষয়ের লাভ সম্ভবপর হইত না। ভেদবোধক প্রমাণ বিদ্যমান থাকিতে জীবব্রহ্মের ঐক্য, বিধিপর বাক্যের দ্বারা লাভ করা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। কার্য্যপর বাক্য না হইলে বিধি যে অনুপপন্ন হইবে—তাহাও বলা যায় না। কারণ, যোষিৎ অগ্নি প্রভৃতির ঐক্যসংক্রান্ত উপাসনাবিধিও দেখিতে পাওয়া যায়। অথবা অতঃ ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা মোক্ষ যে নিয়োগসাধ্য হইতে পারে না, এই প্রকার অর্থ ই যে সূত্রের ফলিত তাৎপর্য্য, তাহাই দেখাইতেছেন। এই শাস্ত্রে জিজ্ঞাস্য যে ব্রহ্ম, তাহা স্বতন্ত্রভাবেই বেদান্তশাস্ত্রদ্বারা উপদিষ্ট হয়। তাহারই হেতু হইল সমন্বয়। ইহাই অর্থ। যদি ইহার বিরুদ্ধ কথা কোন বিপক্ষ বলেন, তাহার উপর দোষ, তদ্ যদি ইত্যাদি বাক্যদ্বারা প্রদর্শন করিতেছেন। তত্র এবং সতি বাক্যের তাৎপর্য্য এই—মোক্ষের সাধ্যত্বনিবন্ধন যদি অনিত্যত্ব থাকে, তবে, ইত্যাদি। অতঃ ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, মুক্তি নিয়োগের সাধ্য নহে বলিয়া অর্থাৎ কর্ম্মজন্য নহে বলিয়া তাহাতে নিয়োজ্যলাভের সম্ভাবনা নাই। অর্থাৎ বেদান্তশাস্ত্রে কর্ত্তব্য বিষয়ে কোন প্রকার নিয়ম নাই বলিয়া মোক্ষ কোন প্রকার কর্ম্মের ফল নহে। ইহাই হইল এস্থলে রত্নপ্রভাকারের বক্তব্য।

এইবার ভাষ্যকার জ্ঞান ও মুক্তির মধ্যে কোন ব্যবধান নাই—ইহাই প্রতিপাদন করিতেছেন।

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

অপি চ—

ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি—(মুণ্ডঃ উঃ ৩।২।৯)
"ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্‌দৃষ্টে পরাবরে" (মুণ্ডঃ উঃ ২।২।৮)
"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন" (তৈঃ উঃ ২।৯)
"অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি (বৃঃ উঃ ৪।২।৪)
"তদাত্মানমেবাবেদহং ব্রহ্মাস্মীতি তস্মাৎ তৎসর্ব্বমভবৎ"
(বাজসনেয়ি ব্রাহ্মণোপনিষৎ ১।৪।১০)
"তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ (ঈশা ৭)

ইত্যেবমাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ ব্রহ্মবিদ্যানন্তরং মোক্ষং দর্শয়ন্ত্যঃ মধ্যে কার্য্যান্তরং বারয়ন্তি। ১০। তথা—

"তদ্ধৈতৎ পশ্যন্ ঋষির্ব্বামদেবঃ প্রতিপেদেঽহং
মনুরভবং সূর্য্যশ্চ" (বৃহঃ উঃ ১।৪।১০)

ভাষ্যানুবাদ।—আরও "ব্রহ্ম জানিলে ব্রহ্মই হয়," "সেই পরাবরকে দেখিলে ইহার কর্ম্মসমূহ ক্ষয় হয়," "ব্রহ্মের আনন্দস্বরূপ জানিলে কোথা হইতেও ভীত হয় না," "হে জনক তুমি অভয় প্রাপ্ত হইয়াছে," "আমি ব্রহ্ম এই ভাবে সেই ব্রহ্মকে আত্মা বলিয়াই বুঝিয়া ছিলেন, সেই কারণে সেই সমস্তই হইয়াছিলেন," "তখন একত্বদর্শনকারীর মোহই বা কোথায়, শোকই বা কোথায়" এইরূপ শ্রুতিসমূহ ব্রহ্মজ্ঞানের অব্যবহিত পরেই মোক্ষ প্রতিপাদন করিয়া, মধ্যে অন্য কার্য্যের নিষেধ করিতেছেন। ১০। এবং "বামদেব ঋষি সেই এই (ব্রহ্মকে) দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন

ভাষ্যের শব্দার্থ।—১০। বেদ=জানে। পরাবর=ব্রহ্ম, যাহা পর অর্থাৎ ঈশ্বর এবং অপর অর্থাৎ জীবস্বরূপ। বিদ্বান্=জানিলে। বিভেতি=ভীত হয়। কুতশ্চন=কোথা হইতে। অবেদ=জানিয়া ছিল। অভবৎ হইয়াছিল। অনুপশ্যতঃ=অনুগতভাবে যে দেখে তাহার। অনন্তর=যাহার মধ্যে কোন ব্যবধান নাই। ১১। প্রতিপেদে=বুঝিয়াছিলেন। অভবম্=হইয়াছিলাম। ব্রহ্মদর্শনসর্ব্বাত্মভাবয়োঃ=ব্রহ্মজ্ঞান এবং সর্ব্বাত্মভাব এই উভয়ের। উদাহার্য্য=উদাহরণের যোগ্য। ১২ তিষ্ঠতিগায়ত্যোঃ=থাকা ও গান করার

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

ইতি ব্রহ্মদর্শনসর্ব্বাত্মভাবয়োঃ মধ্যে কর্ত্তব্যান্তরবারণায় উদাহার্য্যম্। ৭১। যথা তিষ্ঠন্ গায়তি ইতি তিষ্ঠতিগায়ত্যোঃ মধ্যে তৎকর্ত্তৃকং কার্য্যান্তরং নাস্তি ইতি গম্যতে। ৭২

"ত্বং হি নঃ পিতা যোঽস্মাকম্ অবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সি" (প্রঃ উঃ ৬।৮)

"শ্রুতং হ্যেব মে ভগবদ্দৃশেভ্যস্তরতি শোকমাত্মবিদ্ ইতি সোঽহং ভগবঃ শোচামি তং মা ভগবান্ শোকস্য পারং তারয়তু" (ছাঃ উঃ ৭।১।৩)

তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারঃ" (ছাঃ উঃ ৭।২৬।২)

ইতি চ; এবমাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ মোক্ষপ্রতিবন্ধনিবৃত্তিমাত্রম্ এব আত্মজ্ঞানস্য ফলং দর্শয়ন্তি। ৭৩। তথা চ আচার্য্যপ্রণীতং ন্যায়োপবৃংহিতম্ সূত্রং—

যে, আমিই মনু ছিলাম, আমিই সূর্য্য ছিলাম"; এই শ্রুতি ব্রহ্মদর্শন এবং সর্ব্বাত্মভাবমধ্যে অন্য কর্ত্তব্য বারণের জন্য উদাহৃত করিতে হইবে। ৭১। যেমন 'বসিয়া গান করিতেছে' এই স্থলে বসা এবং গান করার মধ্যে সেই কর্ত্তার অন্য কোন কার্য্য নাই—ইহাই বুঝা যায়। ৭২। "তুমিই আমাদের পিতা, যিনি আমাদিগকে অবিদ্যার পরপারে লইয়া যান।" "ভগবৎসদৃশ ব্যক্তিগণের নিকট শুনিয়াছি যে, আত্মজ্ঞ ব্যক্তি শোক হইতে নিস্তার পান, সেই আমি হে ভগবন্ শোক করিতেছি, আপনি আমাকে শোকের পারে লইয়া যাউন," "ভগবান্ সনৎকুমার সেই বৈরাগ্যযুক্তকে অন্ধকারের পার দেখাইয়া দেন" ইত্যাদি শ্রুতিগুলিও মোক্ষের প্রতিবন্ধকনিবৃত্তিই যে আত্মজ্ঞানের ফল তাহাই দেখাইতেছেন। ৭৩। আর সেইরূপই আচার্য্যপ্রণীত যুক্তি-

---

মধ্যে ৷ গম্যতে=বুঝা যায়। ৭৩। নঃ=আমাদের। তারয়সি=ত্রাণকরিতেছ। ভগবদ্দৃশেভ্যঃ=আপনার সদৃশ লোকের নিকট হইতে। ভগবঃ=হে ভগবন্। তারয়তু=ত্রাণ করুন। মৃদিতকষায়=নষ্টরাগব্যক্তিকে, বিরক্তকে। তমসঃ=অজ্ঞানের। মোক্ষপ্রতিবন্ধ=অজ্ঞান। ৭৪। ন্যায়োপবৃংহিত=যুক্তির দ্বারা পুষ্ট।

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

"দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াৎ অপবর্গঃ" (ন্যায়সূত্র ১।১।২) ইতি। ৭৪। মিথ্যাজ্ঞানাপায়শ্চ ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানাৎ ভবতি। ৭৫

যুক্ত সূত্রও আছে, যথা—"দুঃখ জন্ম প্রবৃত্তি দোষ ও মিথ্যাজ্ঞানাদির উত্তরোত্তর নাশে তত্তৎ অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তীর নাশ হয় বলিয়া অপবর্গ হয়"। ৯৮। আর মিথ্যাজ্ঞানের নাশ, ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ববিজ্ঞান হইতে হয়। ৭৫

ভাষ্যের সরলার্থ—আরও (বক্তব্য এই যে) "যে ব্রহ্মকে বুঝিয়া থাকে, সে ব্রহ্মই হইয়া থাকে" "সেই পরমাত্মাকে দেখিতে পাইলেই জীবের সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের ক্ষয় হইয়া থাকে" "ব্রহ্ম আনন্দময়—ইহা বুঝিতে পারিলে আর কোন বস্তু হইতে ভয় হইতে পারে না" "হে জনক (তুমি, যে হেতু ব্রহ্ম কি, তাহা বুঝিতে পারিয়াছ) (সেই কারণে) তুমি অভয় প্রাপ্ত হইয়াছ।" "আমিই ব্রহ্ম—এই ভাবে আত্মাকেই জানিতে হইবে।" "সেই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রভাবে (ব্রহ্মজ্ঞের নিকট) সকল পদার্থই ব্রহ্ম হইয়া যায়" "যে আত্মা হইতে ব্রহ্মকে অভিন্ন বলিয়া বুঝিতে পারে, তাহার শোকই বা কোথায়, মোহই বা কোথায় ?" এই প্রকার নানা উপনিষদবাক্যগুলি, ব্রহ্মজ্ঞানের পরই মোক্ষলাভ হয়, ইহা প্রতিপাদন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান এবং মোক্ষলাভের মধ্যে অন্য কোন প্রকার যে কর্ত্তব্যকর্ম্ম হইতে পারে—তাহার প্রতিষেধ করিতেছে। আরও দ্রষ্টব্য এই যে, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, ঋষি বামদেব এই ব্রহ্মস্বরূপ দর্শন করিবার পরক্ষণেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে 'আমিই মনু ছিলাম' 'আমিই সূর্য্য হইয়াছিলাম' এই প্রকার উপনিষদ্‌বাক্যও উদাহরণরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে ; এই বাক্যটা স্পষ্টই দেখাইয়া দিতেছে যে, ব্রহ্মদর্শন ও সর্ব্বাত্মভাবরূপ মোক্ষ—এই দুইটীর মধ্যে অন্য কোন প্রকার কর্ত্তব্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে পারে না। যেমন "দাঁড়াইয়া গান করিতেছে" এই প্রকারের বাক্য শ্রবণ করিলে লোকে ইহাই বুঝিয়া থাকে যে, দাঁড়াইয়া থাকা ও গান করা—এই দুইটা ক্রিয়ার মধ্যে অন্য কোন ক্রিয়া ব্যবধানস্বরূপে বিদ্যমান নাই। সেইরূপ ব্রহ্ম বুঝিলে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে,

---

৭৫। অপায়=নাশ। তদনন্তর=তাহার অব্যবহিত পরে। অপবর্গ=মোক্ষ।

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

এই ভাবের বাক্য শুনিলেও, ইহাই বুঝা যায় যে, ব্রহ্মজ্ঞান ও মোক্ষলাভের মধ্যে অন্য কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম ব্যবধানস্বরূপে বিদ্যমান থাকিতে পারে না।

নারদ সংসারে বিরক্ত হইয়া মোক্ষার্থ আত্মজ্ঞানের জন্য ভগবান্ সনৎ-কুমারের নিকট বিনীতভাবে উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, আপনিই আমাদের পিতা—যে আপনি আমাদিগকে অবিদ্যার পরপারে লইয়া গিয়া থাকেন, আপনার ন্যায় মহাপুরুষগণের নিকটেই শ্রবণ করিয়াছি যে, যে আত্মতত্ত্ব বুঝিতে পারে, সেই শোকসমুদ্র পার হইতে পারে।" "সেই আমি শোকমগ্ন হইয়া রহিয়াছি, আপনি ভগবন্, আমাকে এই শোকসমুদ্রের পারে লইয়া চলুন।" "তখন ভগবান্ সনৎকুমার সংসার হইতে বিরক্ত সেই নারদকে শোকরূপ অন্ধকারের পার দেখাইয়া দিলেন।" এইরূপ উপনিষদ্‌বাক্য সমূহও ইহাই প্রতিপাদন করিয়া দেয় যে, আত্মতত্ত্বজ্ঞান, মোক্ষের প্রতিবন্ধক যে অজ্ঞান, তাহাকেই নিবৃত্ত করিয়া দেয় মাত্র, এবং সেই অবিদ্যারূপ প্রতিবন্ধকের নিবৃত্তিই আত্মতত্ত্বজ্ঞানের ফল। এই ভাবেই মোক্ষের স্বরূপ প্রতিপাদন করিবার জন্য আচার্য্য গোতমও এই যুক্তিপূর্ণ সূত্রটী রচনা করিয়াছেন, যথা—দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ ও মিথ্যাজ্ঞান এই কয়টির মধ্যে উত্তরোত্তরের অপায়দ্বারা পূর্ব্বপূর্ব্ব অনন্তরটীর অপায় হইলে, অপবর্গ হইয়া থাকে, অর্থাৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানের অপায়—অর্থাৎ নিবৃত্তি হয়, মিথ্যাজ্ঞানের অপায় হইলে দোষ—অর্থাৎ রাগ ও দ্বেষের অপায় হয়, রাগ ও দ্বেষরূপ দোষের অপায় হইলে, প্রবৃত্তির—অর্থাৎ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের অপায় হয়, প্রবৃত্তির অপায় হইলে আর জন্ম হয় না, জন্মের অপায় হইলে দুঃখেরও আত্যন্তিক অপায় হয়, এইরূপে দুঃখের আত্যন্তিক অপায় হইলেই অপবর্গ অর্থাৎ নির্ব্বাণ হয় বলিয়া—শাস্ত্রকারগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। মিথ্যা-জ্ঞানের অপায়—জীব ও ব্রহ্মের অভেদ-জ্ঞানরূপ আত্মতত্ত্বজ্ঞান হইতেই হইয়া থাকে।

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

ন চ আগমবাধঃ ; আগমস্য উক্তেন প্রকারেণ উপপত্তেঃ। ২১৭। অপি চ জ্ঞানজন্যাপূর্ব্বজনিতঃ মোক্ষঃ নৈয়োগিক ইতি অস্য অর্থস্য সন্তি ভূয়স্যঃ শ্রুতয়ঃ নিবারিকা ইত্যাহ—**"অপি চ ব্রহ্ম বেদ"** ইতি। ২১৮। অবিদ্যাদ্বয়প্রতিবন্ধাপনয়মাত্রেণ চ বিদ্যায়াঃ মোক্ষসাধনত্বং ন স্বতঃ অপূর্ব্বোৎপাদেন চ ইতি অত্রাপি শ্রুতীঃ উদাহরতি—**"ত্বং হি নঃ পিতা"** ইতি। ২১৯। ন কেবলম্ অস্মিন্ অর্থে শ্রুত্যাদয়ঃ; অপি তু অক্ষপাদাচার্য্যসূত্রম্ অপি ন্যায়মূলম্ অস্তি ইত্যাহ—**তথা আচার্য্য-প্রণীতম্** ইতি। ২২০।

আচার্য্যশ্চ উক্তলক্ষণঃ পুরাণে—

"আচিনোতি চ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন চোচ্যতে॥" ইতি। ২২১

ভামতীর অনুবাদ।—আর আগমের বাধও হয় না; কারণ, উক্ত প্রকারে আগমেরও উপপত্তি হয়। ২১৭। আরও জ্ঞানজন্য যে অপূর্ব্ব তজ্জনিত মোক্ষ, সুতরাং তাহা নিয়োগসিদ্ধ, এই প্রকার অর্থের নিবারক বহু শ্রুতিবাক্য বিদ্যমান আছে, ইহাই **অপি চ ব্রহ্ম বেদ** ইত্যাদি বাক্যে বলিতেছেন। ২১৮। আর দুইপ্রকার অবিদ্যারূপ যে প্রতিবন্ধ তাহার অপনয় মাত্রদ্বারা বিদ্যার মোক্ষসাধনত্ব হয়, তাহা সাক্ষাৎ ভাবে বা অপূর্ব্বকে দ্বার করিয়া মোক্ষের সাধন হয় না, এই বিষয়েও "ত্বং হি নঃ পিতা" অর্থাৎ তুমিই আমাদের পিতা ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের নির্দ্দেশ করিতেছেন। ২১৯। আর কেবল এই অর্থে শ্রুতিপ্রভৃতি যে আছে তাহা নহে, কিন্তু অক্ষপাদাচার্য্যের যুক্তিমূলক সূত্রও আছে—ইহাই **তথাচ আচার্য্য প্রণীতম্**" ইত্যাদি ভাষ্যে বলিতেছেন। ২২০। পুরাণশাস্ত্রে সেই আচার্য্যলক্ষণ উক্ত হইয়াছে, যথা—তিনি যেহেতু শাস্ত্রার্থ চয়ন করেন, আচারে

ভামতীর শব্দার্থ।—২১৭। বাধ=অপ্রামাণ্য। ২১৮। নৈয়োগিক=নিয়োগসাধ্য, ভূয়স্যঃ=বহু। ২১৯। অবিদ্যাদ্বয়=মূলাবিদ্যা ও তূলাবিদ্যা। শ্রুতীঃ=শ্রুতিসমূহকে।

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

তেন হি প্রণীতং সূত্রন্—"দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ" ইতি। ২২২। পাঠাপেক্ষয়া কারণম্ উত্তরং কার্য্যং চ পূর্ব্বং, কারণাপায়ে কার্য্যাপায়ঃ, কফাপায়ে ইব কফোদ্ভবস্য জ্বরস্য অপায়ঃ। ২২৩। জন্মাপায়ে দুঃখাপায়ঃ, প্রবৃত্ত্যপায়ে জন্মাপায়ঃ, দোষাপায়ে প্রবৃত্ত্যপায়ঃ, মিথ্যাজ্ঞানাপায়ে দোষাপায়ঃ। ২২৪। মিথ্যাজ্ঞানং চ অবিদ্যা, রাগাদ্যপজনিতক্রমেণ দৃষ্টেনৈব সংসারস্য পরমং নিদানম্। ২২৫। সা চ তত্ত্বজ্ঞানেন ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানেন অবগতিপর্য্যন্তেন বিরোধিনা নিবর্ত্ত্যতে। ২২৬। ততঃ অবিদ্যানিবৃত্ত্যা ব্রহ্মরূপাবির্ভাবঃ মোক্ষঃ, ন তু বিদ্যাকার্য্যঃ তজ্জনিতাপূর্ব্বকার্য্যঃ বা ইতি সূত্রার্থঃ। ২২৭। তত্ত্বজ্ঞানাৎ মিথ্যা-

---

সকলকে স্থাপিত করেন, এবং স্বয়ংও আচরণ করেন, সেই হেতু তাঁহাকে আচার্য্য বলা হয়। ২২১। তাঁহারই দ্বারা প্রণীত সূত্র যথা—দুঃখ জন্ম প্রবৃত্তি দোষ ও মিথ্যাজ্ঞান ইহাদিগের উত্তরোত্তরের নাশে তাহাদের পূর্ব্বপূর্ব্বের নাশ হওয়ায় অপবর্গ হয়। ২২২। সূত্রের পাঠানুসারে পরবর্ত্তীগুলি কারণ, এবং পূর্ব্ববর্ত্তীগুলি কার্য্য। কারণনাশে কার্য্যনাশ হয়, যেমন কফের নাশে কফোদ্ভব জ্বরের নাশ হয়। ২২৩। সুতরাং জন্মের নাশে দুঃখের নাশ হয়, প্রবৃত্তির নাশে জন্মের নাশ হয়, দোষের নাশে প্রবৃত্তির নাশ হয়, এবং মিথ্যাজ্ঞানের নাশে দোষের নাশ হয়। ২২৪। এই মিথ্যাজ্ঞান বলিতে অবিদ্যা, ইহা দৃষ্ট রাগাদির অপকৃষ্টভাবে উৎপাদন করিয়া সংসারের পরম কারণ হয়,। ২২৫। আর তাহা বিরোধী অবগতিপর্য্যন্ত ব্রহ্মাত্মৈকত্ব বিজ্ঞানরূপতত্ত্বজ্ঞানদ্বারা নিবৃত্ত হয়। ২২৬। তাহার পর অবিদ্যানিবৃত্তিপূর্ব্বক ব্রহ্মরূপের আবির্ভাবই মোক্ষ হয়। উহা বিদ্যাকার্য্য বা বিদ্যাজনিত অপূর্ব্বের কার্য্য নহে, ইহাই সূত্রের অর্থ। ২২৭। তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত মিথ্যাজ্ঞানের

২২০। অক্ষপাদাচার্য্য=গৌতম ঋষি। ন্যায়=যুক্তি। ২২১। অচিনোতি=চয়ন করেন। ২২২। প্রবৃত্তি=ধর্ম্মাধর্ম্ম। ২২৩। পাঠাপেক্ষয়া=পাঠের অপেক্ষা করিয়া অর্থাৎ পাঠের অনুসারে। উত্তর=পরবর্ত্তী। ২২৪। অপায়=নাশ। ২২৫। রাগাদ্যপজনিতক্রমেণ=রাগাদিরূপ অপকৃষ্ট বস্তুর জন্মদ্বারা। নিদান=কারণ। ২২৬। অবগতিপর্য্যন্ত=অপরোক্ষ জ্ঞানপর্য্যন্ত।

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

জ্ঞানাপায় ইতি এতাবন্মাত্রেণ সূত্রোপন্যাসঃ, ন তু অক্ষপাদসম্মতং তত্ত্বজ্ঞানম্ ইহ সম্মতম্। ২২৮। তৎ অনেন আচার্য্যান্তরসংবাদেন অয়ম্ অর্থঃ দৃঢ়ীকৃতঃ। ২২৯।

নাশ হয়—এইমাত্র বলিবার জন্য এস্থলে সূত্রের উল্লেখ বুঝিতে হইবে, কিন্তু অক্ষপাদসম্মত যে তত্ত্বজ্ঞান, তাহা এস্থলে স্বীকার্য্য নহে। ২২৮। এইরূপে অপর আচার্য্যের সংবাদদ্বারা এই অর্থ ই দৃঢ়ীকৃত হইল। ২২৯।

ভামতীর তাৎপর্য্য।—এখন এই ভাবে মোক্ষকে নিত্য বলিয়া অঙ্গীকার করিলে মোক্ষের অনিত্যত্ববোধক যে সকল শ্রুতিবাক্য, তাহাদের বাধিত হইবার সম্ভাবনা নাই; কারণ, প্রাপ্তবস্তুরও অজ্ঞানবশতঃ অপ্রাপ্তির প্রসিদ্ধি হইলে এবং জ্ঞানদ্বারা তাহার নিরাকরণ হইলে প্রাপ্তবস্তুরও যে প্রকার প্রাপ্তি লোকে ব্যবহৃত হয়, তদ্রূপ এখানেও মোক্ষ নিত্য হইলেও তাহার প্রাপ্তি সম্ভবপর। এই ভাবে মোক্ষের অনিত্যত্ব পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। (ভাঃ ২১৭)।

আর জ্ঞান হইতে যে অপূর্ব্ব বা পুণ্য উৎপন্ন হয়, মোক্ষ সেই অপূর্ব্বের ফল, সুতরাং তাহা নিয়োগ বা বিধিজন্য অপূর্ব্বের ফল এইরূপ সিদ্ধান্তের নিবারক বহু শ্রুতিবাক্যও আছে, তাহাই **অপি চ ব্রহ্মবেদ** ইত্যাদি ভাষ্যের দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে। এই শ্রুতিগুলি ভাষ্যের ৭০ সংখ্যক বাক্য হইতে ৭২ সংখ্যক ভাষ্যমধ্যে দ্রষ্টব্য।* (ভাঃ ২১৮)। তাহার পর ব্রহ্ম-

---

২২৭। অপূর্ব্ব = অদৃষ্টবিশেষ। ২২৮। উপন্যাস = উল্লেখ। ২২৯। আচার্য্যান্তর = অন্য আচার্য্য। সংবাদ = মত।

* এস্থলে ভামতী মধ্যে ২১৬ হইতে ২১৮ বাক্যের মধ্যে পাঠভেদ দৃষ্ট হয়। এই গ্রন্থে যাহা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে আছে "তদেবং অনেন মোক্ষাখ্যং ফলং নিত্যং শ্রুত্যাদিভিঃ উপপাদ্য ক্রিয়ানিষ্পাদ্যস্য তু মোক্ষস্য অনিত্যত্বং প্রসজ্যতে—তদ্ যদি ইতি। ২১৬। ন চ আগমবাধঃ; আগমস্য উক্তেন প্রকারেণ উপপত্তেঃ। ২১৭। অপিচ জ্ঞানজন্যাপূর্ব্বজনিতঃ মোক্ষঃ নৈয়োগিক ইত্যস্য অর্থস্য সন্তি ভূয়স্যঃ শ্রুতয়ঃ নিবারিকা ইত্যাহ—"অপি চ ব্রহ্মবেদঃ" ইতি। ২১৮। কিন্তু পরিমলকার, বলিয়াছেন এস্থলে "ক্রিয়ানিষ্পাদ্যস্য তু মোক্ষস্য অনিত্যত্বং প্রসজ্যতে তদ্‌যদি ইতি। ২১৬। ন চ আগমবাধঃ, আগমস্য উক্তেন প্রকারেণ উপপত্তেঃ অপি চ" এই অংশটী সকল গ্রন্থে নাই। এই অংশটী বর্জ্জন করিলে ভামতীর পাঠ যেরূপ হয়, তাহাই সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয়।

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

বিদ্যা কার্য্য ও কারণরূপা যে দ্বিবিধা অবিদ্যা, সেই অবিদ্যারূপ যে প্রতিবন্ধক, তাহার অপনয় করিয়া দেয় বলিয়া মোক্ষের সাধন হয়, বাস্তবিক মোক্ষ স্বতঃ উৎপন্ন হয় না। অর্থাৎ বিহিত ক্রিয়ায় সাক্ষাৎ ফলরূপে উৎপন্ন হয় না। অথবা অপূর্ব্বদ্বারাও উৎপন্ন হয় না। এই বিষয়ে প্রমাণস্বরূপ যে শ্রুতি বাক্যনিচয় আছে. তাহাই প্রদর্শন করিবার জন্য ভাষ্যকার "**ত্বং হি নঃ পিতা**" ইত্যাদি শ্রুতির উদ্ধার করিয়াছেন ইহা বুঝিতে হইবে। ভাষ্য ৭৩ দ্রষ্টব্য। (ভাঃ ২১৯)।

তাহার পর, কেবল শ্রুতিস্মৃতিপ্রভৃতি আপ্তবাক্যই যে এই বিষয়ে প্রমাণ তাহা নহে, কিন্তু ন্যায়াচার্য্য অক্ষপাদ গৌতম মুনিও ন্যায় দর্শনে ইহাই বলিয়াছেন ; এজন্য তিনি যে যুক্তিমূলক সূত্রটী রচনা করিয়াছেন, তাহাও এইরূপ মোক্ষস্বরূপের প্রতি প্রমাণ হইতে পারে। ইহাই **তথা চ** ইত্যাদি ৭৪ সংখ্যক ভাষ্যে আচার্য্য বলিয়াছেন। (ভাঃ ২২০)।

আচার্য্যের লক্ষণ পুরাণে যেরূপ কথিত হইয়াছে; তাহাতে বুঝা যায়—যিনি গুরুমুখ হইতে শাস্ত্রের অর্থ চয়ন করেন, অর্থাৎ নিজে কল্পনা করেন না, এবং যিনি এইরূপে শাস্ত্রার্থ বুঝিয়া লোকসমূহকে আচারনিষ্ঠ করেন, এবং স্বয়ংও আচরণ করেন, তাহাকেই আচার্য্য বলা যায়। (ভাঃ ২২১)

আচার্য্য প্রণীত সেই সূত্রটী এই—

"দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ"১।২

অর্থাৎ দুঃখ জন্ম প্রবৃত্তি দোষ ও মিথ্যাজ্ঞানসমূহের মধ্যে উত্তরোত্তরের অপায় হইলে তাহাদের পূর্ব্বপূর্ব্বের অপায় হইলে অপবর্গ হয়। (ভাঃ ২২২)

এস্থলে পাঠানুসারে পরবর্ত্তী গুলি কারণ এবং পূর্ব্ববর্ত্তীগুলি কার্য্য। ইহার ফলে কারণের নাশে কার্য্যের নাশ হয়, যেমন কফের অপায় হইলে কফজন্য যে জ্বর তাহার নাশ হয়। (ভাঃ ২২৩)

সুতরাং সূত্রের অর্থ হইল—জন্মের নাশে দুঃখের নাশ, প্রবৃত্তির নাশে জন্মের নাশ, দোষের নাশে প্রবৃত্তির নাশ এবং মিথ্যাজ্ঞানের নাশে দোষের নাশ হয়। এস্থলে দোষ শব্দের অর্থ—রাগ ও দ্বেষ। প্রবৃত্তি শব্দের অর্থ—কর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম। (ভাঃ ২২৪)।

তাহার পর এস্থলে মিথ্যাজ্ঞান শব্দে অবিদ্যা বুঝিতে হইবে। ইহা রাগ-

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

দ্বেষাদিরূপ যে দৃষ্ট উপায়সমূহ, তাহাদের উৎপাদন করিয়া সংসারের মূলকারণ হইয়া থাকে। অর্থাৎ অবিদ্যাবশতঃ রাগ ও দ্বেষ জন্মে, সেই রাগ ও দ্বেষবশতঃ কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, সেই প্রবৃত্তির ফলে ধর্ম্মাধর্ম্ম জন্মে, এই কারণ প্রবৃত্তি শব্দের অর্থ—ধর্ম্মাধর্ম্ম কথিত হয়, সেই ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতে জন্মাদি হয় এবং জন্ম হইলেই দুঃখভোগ হয়, আর সেই দুঃখভোগই সংসার। সুতরাং সংসারের মূলকারণ অবিদ্যাই হইয়া থাকে। (ভাঃ ২২৫)।

এমন ব্রহ্মের সহিত একত্ববিজ্ঞানরূপ যে তত্ত্বজ্ঞান তাহা যখন, সাক্ষাৎকাররূপে পরিণত হয়, তখনই সেই তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা অবিদ্যা নষ্ট হয়। যেহেতু এতাদৃশ তত্ত্বজ্ঞানই বিদ্যার উচ্ছেদক হইয়া থাকে। পরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞান, অর্থাৎ যাহা সাক্ষাৎকাররূপে পরিণত হয় নাই, তাহার দ্বারা এই অবিদ্যার উচ্ছেদ হয় না বুঝিতে হইবে। (ভাঃ ২২৬)

তাহা যদি হইল, তবে সেই অবিদ্যার নিবৃত্তিবশতঃ যে ব্রহ্মস্বরূপের আবির্ভাব, তাহাই মোক্ষ পদবাচ্য হইয়া থাকে। এই মোক্ষ কোনরূপ বিদ্যার ফল নহে, অথবা বিদ্যাজন্য কোনরূপ যে অপূর্ব্ব বা অদৃষ্ট, তাহারও ফল নহে। যেহেতু ইহা স্বতঃসিদ্ধ। ইহাই হইল সূত্রের অর্থ। (ভাঃ ২২৭)

এস্থলে তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা মিথ্যাজ্ঞানের নাশ হয়—এই মাত্র প্রদর্শনের জন্য এই ন্যায়সূত্রের অবতারণা করা হইয়াছে। অক্ষপাদসম্মত যে তত্ত্বজ্ঞান, তাহা যে আমাদের সম্মত, তাহা যেন এতদ্দ্বারা বিবেচিত না হয়, ইহাই এস্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহার কারণ ন্যায়মতে যে তত্ত্বজ্ঞান, তাহা তাহাদের সম্মত প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব,, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানরূপ ষোলটী পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান। পক্ষান্তরে বেদান্তসম্মত যে তত্ত্বজ্ঞান, তাহা জীব ও ব্রহ্মের অভেদ-জ্ঞান অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মেরই জ্ঞান। ন্যায়ের ষোলটী পদার্থের জ্ঞানে দ্বৈত ভান হয়, কিন্তু বেদান্তমতে অদ্বৈতরই ভান হয়। এই কারণে ন্যায়সম্মত তত্ত্বজ্ঞানটী বেদান্তসম্মত তত্ত্বজ্ঞান নহে। (ভাঃ ২২৮)

এইরূপে এই বিষয়ে অক্ষপাদ মুনির মত উদ্ধার করিয়া আচার্য্য নিজ মতের দৃঢ়তা সাধন করিলেন। নচেৎ বিপক্ষের মত উদ্ধার করিবার কোন আবশ্যকতা ছিল না। (ভাঃ ২২৯।)

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

এস্থলে যে ন্যায়সূত্রটী উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহার অর্থের প্রতি যদি দৃষ্টি করা যায়, তাহা হইল ন্যায়সূত্রকারের প্রকৃত অভিপ্রায় কি, তদ্বিষয়ে অনেক ভাবিবার বিষয় আসিয়া উপস্থিত হয়। ন্যায়াচার্য্যগণ গৌতমের এই সূত্রের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাই উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে, অর্থাৎ তাহাতে দুঃখজন্মাদিরূপ সংসারের নাশই অর্থাৎ ধ্বংসরূপ অভাবই অপবর্গ অর্থাৎ মোক্ষ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু সূত্রাক্ষার বা ভাষ্য হইতে অন্যরূপ অর্থও বুঝিতে পারা যায়। অর্থাৎ দুঃখনাশও অপবর্গ এক বস্তু নহে—ইহাও বুঝা যায়, আর এইজন্য অনেকে বিবেচনা করেন যে, ঋষিদিগের মধ্যে মতভেদ নাই, মতভেদ ঋষিবাক্যের ব্যাখ্যাতৃগণের মধ্যে, কারণ দেখ, এই সূত্রের ভাষ্য যথা—

"ইমে মিথ্যাজ্ঞানাদয়ঃ দুঃখান্তাঃ ধর্ম্মাঃ অবিচ্ছেদেনৈব প্রবর্ত্তমানাঃ সংসার ইতি। যদা তু তত্ত্বজ্ঞানাৎ মিথ্যাজ্ঞানম্ অপৈতি, তদা মিথ্যাজ্ঞানাপায়ে দোষা অপয়ন্তি, দোষাপায়ে প্রবৃত্তিঃ অপৈতি, প্রবৃত্ত্যপায়ে জন্মাপৈতি, জন্মাপায়ে দুঃখম্ অপৈতি, দুঃখাপায়ে চাত্যন্তিকঃ অপবর্গঃ নিঃশ্রেয়সম্ ইতি।"

ইহার অর্থ—এই সকল মিথ্যাজ্ঞান হইতে দুঃখ পর্য্যন্ত ধর্ম্মগুলি অবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রবর্ত্তমান হইয়া সংসার হইয়া থাকে। কিন্তু যখন তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত মিথ্যাজ্ঞানের নাশ হয়, তখন মিথ্যাজ্ঞানের নাশে দোষের নাশ হয়, দোষের নাশে প্রবৃত্তির নাশ হয়, প্রবৃত্তির নাশে জন্মের নাশ হয়, জন্মের নাশে দুঃখের নাশ হয়, এবং দুঃখের নাশে নিঃশ্রেয়সরূপ আত্যন্তিক অপবর্গ হয়। ন্যায়দর্শন ২য় সূত্র দ্রষ্টব্য।

ইহা হইতে দেখা যাইবে যে, দুঃখাপায় ও অপবর্গ এক নহে; কারণ, ভাষ্যকার বলিয়াছেন—দুঃখাপায় হইলে অপবর্গ হয় ইত্যাদি। সুতরাং অপবর্গটী দুঃখাভাব নহে, ইহা একটী ভাববস্তু। অবশ্য এ কথার বিরুদ্ধেও বলা যায়। কারণ, ২১শ সূত্রে দুঃখের পরিচয় দিয়া ২২শ সূত্রে গৌতমই পুনরায় বলিয়াছেন—

"তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গঃ"।২২

অর্থাৎ তাহার অত্যন্তবিমোক্ষই অপবর্গ। এস্থলে তাহার বলিতে "দুঃখের"

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

বুঝিতে হইবে। সুতরাং এই সূত্র হইতে বুঝা যায়, যে দুঃখের নাশই মোক্ষ, পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে যে দুঃখনাশে অপবর্গ হয় তাহা নহে। সুতরাং অপবর্গ অভাব পদার্থই হইল।

এই বিরোধ পরিহার করিবার মানসে পরবর্ত্তী টীকায় বিশ্বনাথ দ্বিতীয় সূত্রের টীকায় যাহা বলিয়াছেন তাহাও এইবার দেখা যাইতে পারে। তাঁহার কথা এই—

"যদ্যপি দুঃখাপায়াৎ ন অপবর্গঃ। কিন্তু স এব সঃ, তথাপি অভেদ এব তত্র পঞ্চম্যর্থঃ, অপবর্গপদং বা তদ্ ব্যবহারপরম্।"

ইহার অর্থ এই—যদিও দুঃখের নাশের পর অপবর্গ নহে, কিন্তু দুঃখ নাশই অপবর্গ—ইহাই ন্যায়ের মত; সুতরাং দুঃখনাশের পর অপবর্গ ইহা কি প্রকারে সঙ্গত হয়? তাহার উত্তর এই যে, এস্থলে সূত্রের "তদনন্তর" শব্দে যখন দুঃখকে গ্রহণ করা হইবে, তখন "অপায়াৎ" এই পদের উত্তর যে পঞ্চমী বিভক্তি, তাহার অর্থ অভেদই গ্রহণ করিতে হইবে, "তদনন্তরাপায়াৎ" এই শব্দে জন্মাদি গ্রহণকালে পঞ্চমীর যে প্রয়োজক অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছিল, এখানে তাহা নহে। আর এরূপে উক্ত বিরোধ থাকিবে না। যদি বল "অপায়াৎ" পদে যে পঞ্চমী বিভক্তি, তাহা জন্মাদির কালে প্রয়োজকার্থক পঞ্চমী এবং দুঃখের কালে অভেদে পঞ্চমী গ্রহণ করিল সকৃৎশ্রুত (অর্থাৎ একবার প্রযুক্ত) শব্দের দ্বিবিধ অর্থ স্বীকাররূপ দোষ ত ঘটিবে? তাহার উপায় কি? তাহার উত্তর এই যে] এস্থলে অপবর্গ শব্দের অর্থ—অপবর্গব্যবহার, অর্থাৎ লোকে অপবর্গ শব্দের যে ব্যবহার করে, সেই ব্যবহার। আর তাহা হইলে এই দোষ আর থাকিবে না। অর্থাৎ তখন উক্ত পঞ্চমীর প্রয়োজক অর্থই গৃহীত হইবে। ইহার কারণ, ব্যবহারের প্রতি ব্যাবহর্ত্তব্যজ্ঞানটী কারণ হয়, আর ব্যবহর্ত্তব্য যে অপবর্গ, তাহার জ্ঞানের প্রতি অপবর্গই কারণ হয়; সুতরাং অপবর্গটী অপবর্গব্যবহারের প্রতি প্রয়োজক হইল। আর তাহা হওয়ায় "অপায়াৎ" পদের পঞ্চমী বিভক্তি প্রয়োজকার্থে পঞ্চমীই হইবে—ইহাতে কোন বাধাও থাকিবে না। ইত্যাদি।

এখন দেখা যাউক, ভাষ্যকার এই বিষয়ে উক্ত ২২শ সূত্রের ভাষ্যে কি বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের কথার বঙ্গানুবাদ এই—

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

যেখানে কিন্তু দুঃখের নিষ্ঠা অর্থাৎ সমাপ্তি হয়, অর্থাৎ যেখানে সর্ব্বতো-ভাবে দুঃখের অবসান হয় তাহাই অপবর্গ। ইহাই মহর্ষি গৌতমও—

তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গঃ

এই সূত্রদ্বারা বলিয়াছেন। ইহার অর্থ—সেই জন্মরূপ দুঃখের সহিত অর্থাৎ জায়মান এই যে শরীরাদি, সেই শরীরাদিরূপ সর্ব্বপ্রকার দুঃখের সহিত যে অত্যন্তবিয়োগ, তাহাই অপবর্গ।

যদি বল সেই অত্যন্ত বিয়োগ কি প্রকার? তাহার উত্তর এই যে, গৃহীত জন্মের ত্যাগ এবং অপর জন্মের অগ্রহণই সেই অত্যন্ত বিয়োগ। এইরূপ নিত্যসিদ্ধ অবস্থাকে অর্থাৎ আত্মার শরীরাদি সর্ব্বদুঃখশূন্য কৈবল্যাবস্থাকে অপবর্গবিদ্‌গণ অপবর্গ বলিয়া থাকেন। সুতরাং সেই অপবর্গ অজর অমৃত্যুপ্রদ, ইহাই ব্রহ্ম বা মোক্ষপ্রাপ্তি। কেহ কেহ বলেন আত্মার পরমমহৎপরিমাণের ন্যায় মোক্ষে আত্মার নিত্যসুখ অভিব্যক্ত হয়; যথা—বিমুক্ত ব্যক্তি সেই অভিব্যক্ত নিত্যসুখে অত্যন্ত সুখী হন, ইত্যাদি।

কিন্তু এই মত ঠিক্ নহে। কারণ, ইহার প্রতি প্রত্যক্ষ, অনুমান বা আগম কোনরূপ প্রমাণই নাই। তাহার পর দেখ, নিত্যসুখের অভি-ব্যক্তি বলিতে নিত্যসুখের সংবেদন বা জ্ঞান বুঝায়। আচ্ছা, বল দেখি, তাহার হেতু কি? অর্থাৎ তাহা কি হইতে উৎপন্ন হয়? যদি বল, সেই অভিব্যক্তিও নিত্যসুখের ন্যায় নিত্যপদার্থ, সুতরাং তাহার কোন হেতু নাই। তাহা হইলে বলিব, মুক্তব্যক্তির সহিত সংসারী ব্যক্তিরও তাহা আছে বলিতে হইবে।

আর যদি বল—সংসারী ব্যক্তিরও সেই নিত্যসুখের অভিব্যক্তি নিত্য, তাহা হইলে বলিব—সংসারদশায় ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলরূপ দুঃখের ভোগকালে সেই নিত্য সুখানুভূতি হউক! তাহা ত কিন্তু হয় না, অতএব অভিব্যক্তিকে নিত্য বলা যায় না।

আর যদি নিত্যসুখরূপ মোক্ষের যে জ্ঞান, তাহাকে অনিত্য বল, তাহা হইলেও বলিব—তবে তাহারও হেতু কি বলিতে হইবে। নিমিত্তান্তর সহিত যে আত্মমনের সংযোগ, তাহাই ত হেতু হইয়া থাকে। সুতরাং সেই আত্ম-

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

মনঃসংযোগকে হেতু যদি বল, তাহা হইলে তাহার সহকারী অন্য অতিরিক্ত হেতু কি? তাহাও ত বলিতে হইবে।

যদি বল ধর্ম্মই সেই নিমিত্তান্তর, তাহা হইলে সেই ধর্ম্ম যে "নিমিত্ত" হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা কি বলিতে হইবে।

যদি বল যোগসমাধিই সেই ধর্ম্মের নিমিত্ত, তাহা হইলে তাহার কার্য্যাবসায়ের অর্থাৎ প্রলয়ের সহিত বিরোধ আছে বলিয়া প্রলয়কালে সেই সংবেদনের নিবৃত্তি হইয়াই যাইবে, আর তাহা হইলে, সেই নিত্যসুখাভিব্যক্তি রহিল কোথায়? কারণ, যদি সংবেদনই না রহিল, তবে সুখ থাকা না থাকা ত সমানই হইল। অর্থাৎ যদি সেই যোগসমাধিজনিত ধর্ম্মের ক্ষয় হওয়ায় অভিব্যক্তিরও উপরতি হয়, তবে নিত্যসুখ থাকিলেও তাহার সংবেদন হইতেছে না, অথবা তাহা নাই বলিয়াই তাহার সংবেদন হইতেছে না—এই বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া বুঝিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

যোগসমাধিজাত ধর্ম্ম বিনষ্ট হয় না, অর্থাৎ নিত্য—এ বিষয়ে অনুমান প্রমাণও নাই, পরন্তু উৎপন্ন ভাবপদার্থমাত্রই অনিত্য এইরূপ বিপরীত অনুমানই দেখিতে পাওয়া যায়।

যাহার মতে কিন্তু সংবেদন অর্থাৎ নিত্যসুখানুভবের নিবৃত্তি নাই বলা হয়, তাহাকে সেই সংবেদনের দ্বারা তাহার কারণকেও নিত্য বলিয়া অনুমান করিতে হইবে। আর তাহা নিত্যপদার্থ হইলে মুক্ত ও সংসারীর মধ্যে বিশেষ থাকে না ইহাও বলিতে হয়। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অর্থাৎ যেরূপ মুক্তব্যক্তির পক্ষে সুখও নিত্য, সুখসংবেদনের হেতুও নিত্য এবং সেই সংবেদনের কারণও নিত্য হওয়ায় সংবেদনের বিরাম হয় না, তদ্রূপ, সংসারী ব্যক্তিরও হইয়া উঠিল। আর তাহাই যদি হয়, তবে, ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল যে সুখদুঃখসংবেদন, তাহার সহিত নিত্যসুখসাক্ষাৎকারের সাহচর্য্য মানিতেই হইল।

যদি বল সংসারী ব্যক্তির পক্ষে শরীরাদিসম্বন্ধ থাকা প্রযুক্ত তাহা নিত্যসুখসংবেদনের প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। তাহাও ঠিক নহে; কারণ, তাহা হইলে বলিব, তাহাও হইতে পারে না। যেহেতু শরীরাদি ভোগেরই হেতু হইয়া

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

থাকে, তাহা যে ভোগের প্রতিবন্ধক হইবে—এই বিষয়েও কোন অনুমানাদি প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

তাহার পর আরও এক কথা—অশরীর যে আত্মা, তাহার যে কোনপ্রকার ভোগ হইতে পারে—এ বিষয়ে কোন প্রকার অনুমানও হইতে পারে না।

যদি বল, লোকের প্রবৃত্তি ইষ্টলাভ করিবার জন্যই হইয়া থাকে; তাহাও ঠিক নহে। কারণ, অনিষ্ট উপরমের জন্যও প্রবৃত্তি হইয়া থাকে—দেখা যায়। মোক্ষের উপদেশ ইষ্টলাভের জন্যই হইয়া থাকে, এবং সেই কারণেই মুমুক্ষুগণ তাহাতে প্রবৃত্ত হন,—এরূপ কখনই অভীষ্ট হইতে পারে না। কারণ, ইষ্টবস্তু অর্থাৎ সুখ, অনিষ্ট অর্থাৎ দুঃখের সহিত অমিশ্রিত হইবে—ইহা সম্ভবপর নহে। এই কারণে ইষ্টবস্তুও বিবেকিগণের নিকট অনিষ্টই হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং বিবেকী ব্যক্তি অনিষ্টপরিহার করিতে উদ্যত হইয়া ইষ্টবস্তুকেও পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হয়; কারণ, বিবেকের বিরুদ্ধাচরণ সম্ভবপর হইতে পারে না। নিত্যসুখকল্পনা করিলে যেমন দৃষ্টাতিক্রম হয়, তদ্রূপ নিত্য অবস্থাতেও নিত্যদেহাদির কল্পনা করিলেও দৃষ্টাতিক্রম করিতে হয়, অর্থাৎ দৃষ্টসুখ অনিত্য হয় বলিয়া তাহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক মোক্ষাবস্থাতে নিত্যসুখ যদি কামনা করা হয়, তবে সেইরূপই সংসারাবস্থায় দেহ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি অনিত্য দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া, তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিত্যসুখভোগের জন্য নিত্য দেহ, নিত্য ইন্দ্রিয় ও নিত্য বুদ্ধি কল্পনা করিতে হয়। আর তাহাই যদি হয় তবে, তোমরা মুক্তপুরুষের যে একাত্মভাব, তাহা অতি সুন্দররূপেই কল্পনা করিলে। সুতরাং নিত্যদেহেন্দ্রিয়াদির কল্পনা যদি উপপত্তিবিরুদ্ধ হয় তবে, নিত্য সুখের অনিত্য অভিব্যক্তি কল্পনাও সেইরূপ উপপত্তিবিরুদ্ধ হইল। অর্থাৎ দেহাদির নিত্যত্ব প্রমাণবিরুদ্ধ বলিয়া যদি কল্পনার অযোগ্য হয়, তবে সুখেরও নিত্যত্ব প্রমাণবিরুদ্ধ বলিয়া, তাহাও কল্পনার অযোগ্যই হইবে।

আরও দেখ আত্যন্তিক যে সংসারদুঃখের অভাব, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া সুখশব্দের প্রয়োগ হয় বলিয়া মোক্ষে সুখপ্রতিপাদক আগমের সহিতও কোন বিরোধ হইল না। অর্থাৎ যদিও কোন কোন শ্রুতিতে মুক্তপুরুষের আত্যন্তিক সুখের নির্দ্দেশ করে—এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতেও কোনপ্রকার অনুপপত্তি হইতে পারে না। কারণ, ঐ প্রকার আগমে যে সুখশব্দ আছে,

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

তাহা আত্যন্তিক দুঃখাভাবকেই বোধ করায়, সুখকে বোধ করায় না ; কারণ, তাহা প্রমাণবিরুদ্ধ। কেবল আগম কেন, লোকব্যবহারেও দুঃখাভাবে সুখ শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। তাহার পর আরও দেখ, যদি মুমুক্ষুব্যক্তির নিত্যসুখ বিষয়ে আসক্তি ত্যাগ না হয়, তবে তাহার মোক্ষলাভও হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ, রাগ বা আসক্তি বন্ধনের হেতুই হয়। মুমুক্ষুব্যক্তি, মোক্ষে নিত্যসুখের অভিব্যক্তি হয়—ইহা জানিয়া সেই নিত্য সুখবিষয়ে আসক্ত হইয়া যদি মোক্ষে যত্ন করে তবে, সে ব্যক্তি কখনই মোক্ষলাভ করিতে পারে না ; কারণ, রাগই তাহার বন্ধনস্বরূপ থাকে, আর বন্ধনসত্ত্বে কাহাকেও মুক্ত বলা যায় না। এই কারণে যাহার নিত্যসুখবিষয়ক রাগ নষ্ট হইয়াছে, তাহার মোক্ষলাভে প্রতিকূল কিছুই থাকে না।

আর তাহাই যদি হয়, তবে মুক্তব্যক্তির পক্ষে নিত্যসুখ থাকুক বা নাই থাকুক—এই উভয় পক্ষেই মোক্ষপ্রাপ্তি বিবাদাস্পদ হয় না।

ইহাই হইল বাৎস্যায়নভাষ্যের তাৎপর্য্য। ইহা হইতে দেখা যাইবে যে, ভাষ্যকার যাহা মোক্ষ বা অপবর্গ বলিতে ইচ্ছা করেন,তাহাতে নিত্যসুখ থাকুক বা না থাকুক, তাহাতে তাঁহার আপত্তি নাই, তবে মোক্ষে কোনরূপ রাগের সম্ভাবনা যেন না থাকে—ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। আর মোক্ষে নিত্যসুখের অভিব্যক্তিও যদি নিত্য হয়, এবং সেই অভিব্যক্তি যদি সুখস্বরূপ ও রাগশূন্য হয়, তবে তাহাকে মুক্তি বলিতে যে তাঁহার কোন আপত্তি আছে, তাহাও তিনি প্রদর্শন করেন নাই। যাহা তিনি খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা নিত্যসুখের জন্য আসক্তি বা নিত্য সুখের অনিত্য অভিব্যক্তি এবং সেই অভিব্যক্তির নিত্য সুখ হইতেও পৃথক্। ইহার দ্বারা সুতরাং নিত্য অভিব্যক্ত সুখস্বরূপ মোক্ষবাদী যে বেদান্তী, তাহাদের মতখণ্ডন হয় নাই। বেদান্তী, মোক্ষ বলিয়া যাহা স্বীকার করেন, তাহা নিত্য অভিব্যক্ত সুখস্বরূপ ব্রহ্মই। তদ্বিষয়ক যে অজ্ঞান বা ভ্রান্তি আছে, তাহার নিবৃত্তিমাত্রই হয়। সুতরাং সেই নিবৃত্তিমাত্রদ্বারা উপলক্ষিত যে ব্রহ্মস্বরূপ, তাহাই অদ্বৈতবাদীর মতে মোক্ষ হওয়ায় ভাষ্যকারের সহিত প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার কোন বিরোধ নাই বলিতে পারা যায়।

সুতরাং দ্বিতীয় সূত্রে "অপায়াৎ" পদে যে পঞ্চমী, তাহার অর্থ একবার প্রযোজকত্ব ও একবার অভেদ এরূপ কল্পনা করিয়া ন্যায়দেবের বিকৃত ব্যাখ্যা

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

করিবার কোন আবশ্যকতা থাকে না। আর সেই বিশ্বনাথের মতে অপবর্গ-পদে অপবর্গব্যবহার অর্থ করিয়া যে উক্ত দোষ নিবারণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহাও নিষ্প্রয়োজন হইতেছে। বোধ হয় এই জন্য মাধবীয় সংক্ষেপ-শঙ্কর-বিজয়ে আচার্য্য শঙ্করের সহিত কোন নৈয়ায়িকের বিচারকালে কণাদ ও গৌতমমতে মুক্তির পার্থক্য বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া আচার্য্য বলিয়াছিলেন যে, গৌতমের মতে মোক্ষে আনন্দসংবিৎ থাকে, কিন্তু কণাদের মতে তাহা থাকে না, ইত্যাদি। এজন্য শঙ্করবিজয় দ্রষ্টব্য।

এই প্রসঙ্গে ন্যায়দর্শনের অপবর্গসূত্র অর্থাৎ দ্বিতীয় সূত্রের প্রক্ষিপ্ততাশংকা সম্বন্ধে দুই একটী কথা এস্থলে বলা আবশ্যক।

প্রথমতঃ, যদি এই সূত্রটী প্রক্ষিপ্তই হয়, তবে বাৎস্যায়নের সময়ের পূর্ব্বে ইহা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যের মতে এ বিষয়ে কোন সন্দেহই হয় নাই। অবশ্য গ্রন্থরচনাপদ্ধতি হইতে সন্দেহের প্রধান কারণ এই-মাত্র হয় যে, প্রথম সূত্রোক্ত ষোলটী পদার্থের অন্তর্গত দ্বিতীয় পদার্থপ্রমেয়ের একে একে পরিচয় দিতে দিতে উক্ত ২১শ সূত্রে অপবর্গের পরিচয় যখন দেওয়া হইয়াছে, তখন প্রথম সূত্রে ষোলটী পদার্থের নাম করিয়া দ্বিতীয় সূত্রেই অপবর্গের উল্লেখ যেন অসঙ্গত বোধ হয়। কিন্তু, গ্রন্থারম্ভে যখন অনুবন্ধচতুষ্টয় প্রদর্শন একান্ত প্রয়োজন এবং সেই উদ্দেশে প্রথম সূত্রেই যখন নিঃশ্রেয়সের উল্লেখ করা হইয়াছে, তখন সেই নিঃশ্রেয়সের একটু বিশেষ পরিচয় আবশ্যক, এই জন্যই দ্বিতীয় সূত্রে সেই অপবর্গ কথা বলা হইয়াছে। অপবর্গই প্রয়োজন, তাহা লক্ষণদ্বারা ভালরূপে না জানিলে তাহাতে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। এজন্য প্রথম সূত্রোক্ত নিঃশ্রেয়সই যে অপবর্গ, তাহা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইতে পারে না। তাহার পর এই দ্বিতীয় সূত্রটীকে পরিত্যাগ করিয়া অপবর্গের জন্য কেবল ২২শ সূত্রটীকে অবলম্বন করিলে অপবর্গ সম্বন্ধে ভালরূপ জ্ঞানই হইতে পারে না। ২২শ সূত্রে দুঃখের অভাবই অপবর্গ মাত্র বলা হইয়াছে, কিন্তু দ্বিতীয় সূত্রে তাহার বিষয় যাবতীয় কারণসহ কথিত হইয়াছে। অতএব গ্রন্থরচনাপদ্ধতি দেখিয়া এই সূত্রটীকে প্রক্ষিপ্ত বলা সঙ্গত নহে।

অবশ্য ইদানীং কতিপয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ন্যায়দর্শনকে হেতুশাস্ত্র মাত্র বলিয়া গণ্য করিতে ইচ্ছা করিয়া ইহাতে মোক্ষপ্রভৃতি প্রতিপাদক যাবতীয় সূত্রকেই

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

প্রক্ষিপ্ত বলেন। কিন্তু তাহাও সঙ্গত নহে। বৈদিককালে এজাতীয় বিদ্যা-বিভাগ সম্ভব নহে, উহার বৌদ্ধযুগ হইতেই সূত্রপাত হইয়াছে। এজন্য এরূপ কল্পনাও আদরণীয় নহে।

যাহা হউক, এইবার দেখা যাউক, রত্নপ্রভাকার ইহার ব্যাখ্যায় কি বলেন।

রত্নপ্রভা।

প্রদীপাৎ তমোনিবৃত্তিবৎ জ্ঞানাৎ অজ্ঞাননিবৃত্তিরূপমোক্ষস্য দৃষ্টফলত্বাৎ চ ন নিয়োগসাধ্যত্বম্ ইত্যাহ—অপি চ ইতি। যো ব্রহ্মাহম্ ইতি বেদ স ব্রহ্মৈব ভবতি। পরং কারণং, অবরং কার্য্যং, তদ্রূপে তদধিষ্ঠানে তস্মিন্ দৃষ্টে সতি অস্য দ্রষ্টুঃ অনারব্ধফলানি কর্ম্মাণি নশ্যন্তি। ব্রহ্মণঃ স্বরূপম্ আনন্দং বিদ্বান্ নির্ভয়ঃ ভবতি, দ্বিতীয়াভাবাৎ। অভয়ং ব্রহ্ম প্রাপ্তোঽসি, অজ্ঞানহানাৎ তজ্জীবাখ্যং ব্রহ্ম গুরূপদেশাৎ আত্মানম্ এব অহং ব্রহ্ম অস্মি ইতি অবেৎ বিদিতবৎ। তস্মাৎ বেদনাৎ তদ্ ব্রহ্ম পূর্ণম্ অভবৎ। পরিচ্ছেদভ্রান্তিহানাৎ একত্বম্, অহং ব্রহ্ম ইতি অনুভবতঃ তত্র অনুভবকালে মোহশোকৌ ন স্ত ইতি শ্রুতীনাম্ অর্থঃ। তাসাং তাৎপর্য্যম্ আহ—ব্রহ্ম ইতি। বিদ্যাতৎফলয়োঃ মধ্যে ইত্যর্থঃ। মোক্ষস্য বিধিফলত্বে স্বর্গাদিবৎ কালান্তরভাবিত্বং স্যাৎ, তথা চ শ্রুতিবাধ ইতি ভাবঃ। ইতশ্চ মোক্ষঃ বৈধঃ ন ইত্যাহ—তথা ইতি। তদ্ ব্রহ্ম এতৎ প্রত্যগ্ অস্মি ইতি পশ্যন্ তস্মাৎ জ্ঞানাৎ বামদেবঃ মুনীন্দ্রঃ শুদ্ধং ব্রহ্ম প্রতিপেদে হ তত্র জ্ঞানে তিষ্ঠন্ দৃষ্টবান্ আত্মনস্তান্ স্বস্য সর্ব্বাত্মত্ব-প্রকাশকান্ "অহং মনুঃ" ইত্যাদীন্ দদর্শ ইত্যর্থঃ। যদ্যপি স্থিতিঃ গানক্রিয়ায়াঃ লক্ষণং, ব্রহ্মদর্শনং তু ব্রহ্মপ্রতিপত্তিক্রিয়ায়াঃ হেতুঃ—ইতি বৈষম্যম্ অস্তি, তথাপি "লক্ষণহেত্বোঃ ক্রিয়ায়াঃ" ইতি সূত্রেণ ক্রিয়াং প্রতি লক্ষণহেত্বোঃ অর্থয়োঃ বর্ত্তমানাৎ ধাতোঃ পরস্য লটঃ শতৃশানচৌ আদেশৌ ভবত ইতি বিহিতশতৃ-প্রত্যয়সামর্থ্যাৎ তিষ্ঠন্ গায়তি ইতি উক্তে তৎকর্তৃকং কার্য্যান্তরং মধ্যে ন ভাতি ইতি এতাবতা পশ্যন্ প্রতিপেদে ইত্যস্য দৃষ্টান্তম্ আহ—যথা ইতি। কিং চ জ্ঞানাৎ অজ্ঞাননিবৃত্তিঃ শ্রূয়তে। জ্ঞানস্য বিধেয়ত্বে কর্ম্মত্বাৎ অবিদ্যা-নিবর্ত্তকত্বং ন যুক্তম্, অতঃ বোধকা এব বেদান্তাঃ ন বিধায়কা, ইত্যাহ—ত্বং হি ইতি। ভারদ্বাজাদয়ঃ ষড় ঋষয়ঃ পিপ্পলাদং গুরুং পাদয়োঃ প্রণম্য

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

উচিরে—"ত্বং খলু অস্মাকং পিতা"। যঃ ত্বম্ অবিদ্যামহোদধেঃ পরং পুনরাবৃত্তিশূন্যং পারং ব্রহ্ম বিদ্যাপ্লবেন অস্মান্ তারয়সি প্রাপয়সি। জ্ঞানেন অজ্ঞানং নাশয়সি ইতি যাবৎ। প্রশ্নবাক্যম্ উক্ত্বা ছান্দোগ্যম্ আহ—**শ্রুতম্** ইতি। অত্র "তারয়তু" ইত্যন্তম্ উপক্রমস্থং, শেষম্ উপসংহারস্থম্ ইতি ভেদঃ। আত্মবিৎ শোকং তরতি ইতি ভগবৎতুল্যেভ্যঃ ময়া শ্রুতম্ এব হি ন দৃষ্টম্, সঃ অহম্ অজ্ঞত্বাৎ হে ভগবঃ, শোচামি, তং শোচন্তং মাং ভগবান্ এব জ্ঞানপ্লবেন শোকসাগরস্য পরং পারং প্রাপয়তু ইতি নারদেন উক্তঃ সনৎকুমারঃ তস্মৈ তপসা দগ্ধকিল্বিষায় নারদায় তমসঃ শোকনিদানাজ্ঞানস্য জ্ঞানেন নিবৃত্তিরূপং পারং ব্রহ্ম দর্শিতবান্ ইত্যর্থঃ। "এতদ্ যো বেদ সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতি" ইতি বাক্যম্ আদি শব্দার্থঃ। এবং শ্রুতেঃ তত্ত্বপ্রমা মুক্তিহেতুঃ ন কর্ম্ম ইত্যুক্তম্। তত্র অক্ষপাদগৌতমমুনিসম্মতিম্ আহ—**তথা চ** ইতি। গৌরঃ অহম্ ইতি মিথ্যাজ্ঞানস্য অপায়ে রাগদ্বেষমোহাদিদোষাণাং নাশঃ, দোষাপায়াৎ ধর্ম্মাধর্ম্মস্বরূপপ্রবৃত্তেঃ অপায়ঃ, প্রবৃত্ত্যপায়াৎ পুনঃ দেহপ্রাপ্তিরূপজন্মাপায়ঃ, এবং পাঠক্রমেণ উত্তরোত্তরস্য হেতুনাশাৎ নাশে সতি তস্য প্রবৃত্তিরূপহেতোঃ অনন্তরস্য কার্য্যস্য জন্মনঃ অপায়াৎ দুঃখধ্বংসরূপঃ অপবর্গঃ ভবতি ইত্যর্থঃ। নন্বু পূর্ব্বসূত্রে "তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ" ইত্যুক্তে সতি ইতরপদার্থভিন্নাত্মতত্ত্বজ্ঞানং কথং মোক্ষং সাধয়তি ইতি আকাংক্ষায়াং মিথ্যাজ্ঞাননিবৃত্তিদ্বারেণ ইতি বক্তুম্ ইদং সূত্রং প্রবৃত্তম্। তথা চ ভিন্নাত্মজ্ঞানাৎ মুক্তিং বদৎ সূত্রং সম্মতং চেৎ পরমতানুজ্ঞা স্যাৎ ইত্যত আহ—**মিথ্যা** ইতি। তত্ত্বজ্ঞানাৎ মুক্তিঃ ইত্যংশে সম্মতিঃ উক্তা, ভেদজ্ঞানং তু "যত্র হি দ্বৈতম্ ইব ভবতি" ইতি শ্রুত্যা ভ্রান্তিত্বাৎ "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানা ইব পশ্যতি" ইতি শ্রুত্যা অনর্থহেতুত্বাৎ চ ন মুক্তিহেতুঃ ইতি ভাবঃ।

ইহার তাৎপর্য্য এই—প্রদীপ হইতে অন্ধকারের নিবৃত্তির ন্যায় জ্ঞান হইতে অজ্ঞাননিবৃত্তিরূপ মোক্ষও দৃষ্ট ফল, এজন্য মোক্ষ বিধিসাধ্য নহে—ইহাই বলিবার জন্য বেদান্তবাক্য উদ্ধৃত করা হইতেছে—**অপি চ** ইত্যাদি। ব্রহ্মবেদ ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ—যিনি "আমি ব্রহ্ম" ইহা জানেন, তিনি ব্রহ্মই হন। "ক্ষীয়ন্তে চাস্য" শ্রুতির অর্থ—পর শব্দের অর্থ কারণ, এবং অবর শব্দের অর্থ কার্য্য, সেই কারণ ও কার্য্যরূপ যে পরাবর ব্রহ্ম, তাহার যে অধিষ্ঠান, তাহাকে

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

দেখিলে, অস্য অর্থাৎ এই দ্রষ্টার কর্ম্ম সকল নষ্ট হয়, অর্থাৎ যে সকল কর্ম্ম ফল-দান করিতে আরম্ভ করে নাই, তাহারা নষ্ট হয়। "আনন্দং ব্রহ্মণঃ বিদ্বান্" এই শ্রুতির অর্থ—ব্রহ্মের স্বরূপ যে আনন্দ তাহাকে জানিয়া নির্ভয় হয়, যেহেতু দ্বিতীয়ের অভাব রহিয়াছে। "অভয়ং বৈ জনকঃ" ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ—অভয়রূপ যে ব্রহ্ম তাহা পাইয়াছি, অর্থাৎ গুরূপদেশবশতঃ অজ্ঞানের নাশ হওয়ায় সেই জীব নামক যে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্ম পাইয়াছি। "তদাত্মানম্ এব অহং" এই শ্রুতির অর্থ এই যে, আত্মাকেই "আমি ব্রহ্ম" এইরূপে যে জানে, সেই জ্ঞানবশতঃ সেই ব্রহ্ম পূর্ণ হয়। "তত্র কো মোহঃ" ইহার অর্থ—পরিচ্ছেদরূপ ভ্রান্তির হানিবশতঃ একত্ব অর্থাৎ 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ অনুভব-কারীর এইরূপ অনুভবকালে মোহ ও শোক থাকে না। ইহাই শ্রুতি সকলের অর্থ। ইহাদের তাৎপর্য্য বলিতেছেন—ব্রহ্ম ইত্যাদি। এস্থলে ব্রহ্ম-বিদ্যা শব্দের মধ্যে বিদ্যাশব্দের অর্থ যে বিদ্যা তাহার ও তাহার ফলের মধ্যে ইহা বুঝিতে হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, মোক্ষকে যদি বিধির ফল বলা যায়, তাহা হইলে তাহা স্বর্গাদির ন্যায় কালান্তরভাবি হয়, আর তাহা হইলে শ্রুতির বাধ হইয়া পড়ে।

এই কারণে মোক্ষ বৈধ নহে ইহাই বলিতেছেন—তথা ইত্যাদি। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সেই ব্রহ্মই এই প্রত্যগাত্মা আমি, ইহা দর্শন করিয়া সেই দর্শনরূপ জ্ঞান হইতে মুনীন্দ্র বামদেব শুদ্ধ ব্রহ্ম লাভ করিয়াছেন, এবং সেই জ্ঞানে অবস্থান করিয়া "অহং মনু" ইত্যাদি নিজ সর্ব্বাত্মভাব প্রকাশক আত্ম-মন্ত্র দেখিয়াছিলেন। যদিও "তিষ্ঠন্ গায়তি" ইত্যাদি স্থলে স্থিতি, গানক্রিয়ার লক্ষণ বা বিশেষণস্থানীয় হয়, কিন্তু ব্রহ্মদর্শনটী ব্রহ্মলাভরূপ ক্রিয়ায় হেতু হয়, সুতরাং এস্থলে আচার্য্যপ্রদর্শিত "তিষ্ঠন্ গায়তি" বাক্যের সহিত বৈষম্য ঘটিল, তাহা হইলেও "লক্ষণহেত্বোঃ ক্রিয়ায়াঃ" অর্থাৎ দুইটী ক্রিয়ার মধ্যে যে ক্রিয়াটী অপরের অর্থাৎ মুখ্যক্রিয়ার হেতু বা লক্ষণ হয়, সেই ক্রিয়ার উত্তর বর্ত্তমান কালে শতৃ ও শানচ্ প্রত্যয় হয়—এইরূপে বিহিত যে শতৃ ও শানচ্ প্রত্যয়, তাহার ফলে উক্ত "তিষ্ঠন্ গায়তি" অর্থাৎ দাঁড়াইয়া গান করিতেছে এই দৃষ্টান্তে যে কর্ত্তা, সেই কর্ত্তার উক্ত ক্রিয়াদ্বয়ের মধ্যে অন্য কোন যে কার্য্যান্তর নাই, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। আর এই অংশে সাদৃশ্যকে লক্ষ্য করিয়া

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

এস্থলে "পশ্যন্ প্রতিপেদে" অর্থাৎ দেখিয়া লাভ করিয়াছিলেন, এই বাক্যটী প্রযুক্ত হইয়াছে। এই কথাই আচার্য্য যথা ইত্যাদি বাক্যদ্বারা বলিতেছেন। আরও জ্ঞান হইতে অজ্ঞাননিবৃত্তি শুনা যায়, এস্থলে জ্ঞানটী বিধেয় এইরূপ পূর্ব্বপক্ষীর যদি মত হয়, তাহা হইলে জ্ঞানটী কর্ম্ম হওয়া প্রযুক্ত অর্থাৎ উহাই দৃষ্টফলস্বরূপ হয় বলিয়া তাহা আর অবিদ্যানিবর্ত্তক হয় না। অতএব বেদান্ত-সমূহ বোধকই হয় বিধায়ক হয় না, ইহাই বলিতেছেন—"ত্বং হি" ইত্যাদি। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ভারদ্বাজাদি ছয়জন ঋষি পিপ্পলাদ নামক গুরুর নিকটে যাইয়া গুরুপাদপদ্মে প্রণাম করিয়া বলিয়াছিলেন—"ত্বং খলু অস্মাকং পিতা"। যে তুমি অবিদ্যারূপ মহাসমুদ্রের "পরে" অর্থাৎ পুনরাবৃত্তিশূন্য পারস্বরূপ যে ব্রহ্ম, তাহা বিদ্যারূপ ভেলার দ্বারা আমাদিগকে প্রাপ্ত করাইয়াছ অর্থাৎ জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞান নষ্ট করিয়াছ ইত্যাদি। এইরূপে প্রশ্নোপনিষদের বাক্য প্রদর্শন করিয়া ছান্দোগ্য উপনিষদের বাক্য প্রদর্শন করিতেছেন—শ্রুতম্ ইত্যাদি। ইহাতে "তারয়তু" অর্থাৎ "পার করুন" এই পর্য্যন্ত উপক্রমস্থ বাক্য এবং অবশিষ্ট অংশ উপসংহারস্থানীয় বাক্য। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আত্মজ্ঞ ব্যক্তি শোক হইতে উত্তীর্ণ হন, ইহা ভগবত্তুল্য ব্যক্তির নিকট আমি শুনিয়াছি, কিন্তু দেখি নাই। সেই আমি অজ্ঞ বলিয়া, হে ভগবন্ শোক করিতেছি; সেই শোককারী আমাকে ভগবানই জ্ঞানরূপ ভেলার দ্বারা শোকসাগরের পার প্রাপ্ত করিয়া দিন,—এই কথা নারদ সনৎকুমারকে বলিলে সনৎকুমার তপস্যার দ্বারা দগ্ধপাপ সেই নারদকে তমোরূপ শোকনিদান অজ্ঞানের জ্ঞানদ্বারা নিবৃত্তিরূপ পারস্বরূপ ব্রহ্ম দেখাইয়াছিলেন। এস্থলে আদি শব্দের অর্থ "এতদ্ যো বেদ সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরিতি" অর্থাৎ ইহা যিনি জানেন, তিনি অবিদ্যাগ্রন্থি ছিন্ন করেন" এই বাক্যটী গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ শ্রুতি হইতে তত্ত্ববিষয়ক যে প্রমা হয় তাহাই মুক্তির হেতু, কর্ম্ম নহে—ইহাই বলা হইল। এই বিষয়ে অক্ষপাদ গৌতম মুনির সম্মতি প্রদর্শন করিতেছেন—তথাচ ইত্যাদি। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, "আমি গৌর" ইত্যাদি রূপ মিথ্যাজ্ঞানের নাশ হইল রাগদ্বেষমোহপ্রভৃতি দোষের নাশ হয়, দোষের নাশবশতঃ ধর্ম্মাধর্ম্মস্বরূপ প্রবৃত্তির নাশ হয়, প্রবৃত্তির নাশে পুনরায় দেহপ্রাপ্তিরূপজন্মেরও নাশ হয়; এইরূপ পাঠক্রমানুসারে উত্তরোত্তর হেতুর

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

নাশে প্রবৃত্তিরূপ হেতুর অনন্তরকার্য্য যে জন্ম, তাহার নাশে দুঃখধ্বংস-রূপ অপবর্গ হয়। আচ্ছা, পূর্ব্বসূত্রে "তত্ত্বজ্ঞান হইতে নিঃশ্রেয় ফললাভ হয়" এই কথা বলিবার পর ইতর পদার্থভিন্ন যে আত্মতত্ত্বজ্ঞান, তাহা কি করিয়া মোক্ষসাধন করিবে—এইরূপ আকাংক্ষায় মিথ্যাজ্ঞাননিবৃত্তির দ্বারা তাহা সাধিত হইবে—এই কথা বলিবার জন্য এই সূত্রটীর প্রবৃত্তি হইয়াছে।* আর তাহা হইলে আত্মভিন্নের জ্ঞানে মুক্তি হয়—ইহাই সূত্রদ্বারা কথিত হইতেছে—এইরূপ স্বীকার করায় ন্যায়মত স্বীকার করা হইল—এই আশংকাবারণের জন্য বলিতেছেন—**মিথ্যা** ইত্যাদি। ভাবার্থ এই যে, তত্ত্বজ্ঞান হইতে মুক্তি হয় এই অংশেই সম্মতি কথিত হইয়াছে, কিন্তু ভেদজ্ঞান মুক্তিহেতু নহে। কারণ, "যত্র হি দ্বৈতম্ ইব ভবতি" অর্থাৎ যেখানে দ্বৈতবৎ প্রতিভাত হয়, এই শ্রুতিতে ভেদজ্ঞান ভ্রমভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহা বলা হইয়াছে, এবং "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানাইব পশ্যতি" অর্থাৎ যে এখানে নানার ন্যায় দেখে সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়" এই শ্রুতির দ্বারা ভেদজ্ঞান যে অনর্থহেতু তাহাও বলা হইয়াছে।

ইহাই হইল রত্নপ্রভাকার কর্তৃক ভাষ্যব্যাখ্যা। অতঃপর যাঁহারা ব্রহ্ম-বিদ্যাকে উপাসনা বলিতে চাহেন, জ্ঞান বলিতে চাহেন না, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ভাষ্যকার পরবর্ত্তী প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেছেন, আর তজ্জন্য উপাসনা যৎপ্রকার হইতে পারে তাহাও প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিয়াছেন।

---

* এস্থলে গৌতমের ন্যায়দর্শনে দ্বিতীয় সূত্রটীর প্রয়োজন কি, তাহা রত্নপ্রভাকারও ইঙ্গিত করিয়াছেন- দেখা যায়।

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

শাঙ্করভাষ্য—ব্রহ্মবিদ্যা সম্পদাদিরূপ নহে।

ন চ ইদং ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানং সম্পদ্রূপম্, যথা—"অনন্তং বৈ মনঃ, অনন্তা বিশ্বেদেবা, অনন্তম্ এব স তেন লোকং জয়তি" (বৃহঃ উঃ ৩।১।৯) ইতি। ৭৬। ন চ অধ্যাসরূপম্, যথা—"মনো ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত" (ছাঃ উঃ ৩। ১৮।১) "আদিত্যঃ ব্রহ্ম ইত্যাদেশঃ" (ছাঃ উঃ ৩।১৯।১) ইতি চ মনআদিত্যাদিষু ব্রহ্মদৃষ্ট্যধ্যাসঃ। ৭৭। নাপি বিশিষ্ট-ক্রিয়াযোগনিমিত্তং, "বায়ুর্ব্বাব সংবর্গঃ" "প্রাণো বাব সংবর্গঃ" (ছাঃ উঃ ৪।৩।১, ৩) ইতিবং। ৭৮। নাপি আজ্যাবেক্ষণাদি-কর্ম্মবৎ কর্ম্মাঙ্গসংস্কাররূপম্। ৭৯। সম্পদাদিরূপে হি ব্রহ্মাত্মৈ-কত্ববিজ্ঞানে অভ্যুপগম্যমানে "তত্ত্বমসি" (ছাঃ উঃ ৬।৮।৭), "অহং ব্রহ্মাস্মি" (বৃহঃ উঃ ১।৪।১০), "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" (বৃঃ উঃ

ভাষ্যানুবাদ—আর ব্রহ্মের সহিত এই একত্ববিজ্ঞান সম্পদ্রূপও নহে, যথা—"অনন্তই মন, অনন্ত বিশ্বদেবগণ, তিনি অনন্ত, তদ্দ্বারা লোককে জয় করেন" (বৃঃ উঃ ৩।১।৯) ইত্যাদি (স্থলে দেখা যায়)। ৭৬। আর অধ্যাসরূপও নহে, যথা—"মনঃ ব্রহ্ম" এই বলিয়া উপাসনা করিবে" (ছাঃ উঃ ৩।১৮।১), এবং "আদিত্য ব্রহ্ম, ইহাই আদেশ" (ছাঃ উঃ ৩।১৯।১), ইত্যাদি স্থলে মন ও আদিত্যাদিতে ব্রহ্মদৃষ্টির অধ্যাস হয়। ৭৭। আর ইহা বিশিষ্টক্রিয়াযোগ নিমিত্তও নহে, "বায়ুই সংবর্গ, প্রাণই সংবর্গ" (ছাঃ উঃ ৪।৩।১।২) ইহাদের ন্যায়। ৭৮। অথবা ঘৃতের অবেক্ষণাদি কর্ম্মের ন্যায় কর্ম্মাঙ্গসংস্কাররূপও নহে। ৭৯। সম্পদাদিরূপ ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞান স্বীকার করিলে, "তাহা তুমি হও"

ভাষ্যের শব্দার্থ—৭৬। ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞান = ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বজ্ঞান। সম্পদ্রূপম্ = উপাসনা বিশেষ। বিশ্বেদেবাঃ = বিশ্ব নামক প্রসিদ্ধ দেবতা বিশেষ। অধ্যাসরূপম্ = উপাসনা বিশেষ। উপাসীত = উপাসনা করিবে। আদেশ = উপদেশবিশেষ। ৭৭। বিশিষ্ট-ক্রিয়াযোগনিমিত্তম্ = কোন বিশেষ ক্রিয়ার সহিত যে সম্বন্ধ, তন্নিবন্ধন। সংবর্গ = উপাসনা বিশেষ। ৭৮। আজ্যাবেক্ষণ = ঘৃতের দিকে দৃষ্টিপাত। কর্ম্মাঙ্গসংস্কাররূপম্ = কর্ম্মের

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

২।৫।১৯) ইতি এবমাদীনাং বাক্যানাং ব্রহ্মাত্মৈকত্ববস্তুপ্রতিপাদনপরঃ পদসমন্বয়ঃ পীড্যেত। ৮০। "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ" (মুণ্ডঃ উঃ ২।২।৮) ইতি চ এবমাদীনি অবিদ্যানিবৃত্তিফলশ্রবণানি উপরুধ্যেরন্। ৮১। "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" (মুণ্ডঃ উঃ ৩।২।৯) ইতি চ এবমাদীনি তদ্ভাবাপত্তিবচনানি সম্পদাদিপক্ষে ন সামঞ্জস্যেন উপপদ্যেরন্। ৮২। তস্মাৎ ন সম্পাদাদিরূপং ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানম্। ৮৩। অতঃ ন পুরুষব্যাপারতন্ত্রা ব্রহ্মবিদ্যা। ৮৪। কিং তর্হি? প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণবিষয়বস্তুজ্ঞানবদ্ বস্তুতন্ত্রা। ৮৫। এবম্ভূতস্য ব্রহ্মণঃ তজ্জ্ঞানস্য চ ন কয়াচিৎ যুক্ত্যা শক্যঃ কার্য্যানুপ্রবেশঃ কল্পয়িতুম্। ৮৬।

(ছাঃ উঃ ৬।৮।৭) "আমি ব্রহ্ম হই" (বৃহঃ উঃ ১।৪।১০), "এই আত্মা ব্রহ্ম" (বৃঃ উঃ ২।৫।১৯) ইত্যাদি প্রকার বাক্যসমূহের যে ব্রহ্ম ও আত্মরূপ বস্তুর একত্বপ্রতিপাদনপর পদসমূহ, তাহার সঙ্গতি পীড়িত হয়। ৮০। "এবং হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন হয়, সর্ব্বসংশয় ছিন্ন হয়" (মুণ্ডঃ উঃ ২।২।৮) এইপ্রকার বাক্যগুলিরও অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ ফলশ্রবণ—উপরুদ্ধ হয় না। ৮১। আর "ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মই হন" (মুণ্ডঃ উঃ ৩।২।৯) এই প্রকার ব্রহ্মভাবাপত্তিবোধক বাক্যগুলিও সম্পদাদি পক্ষে সামঞ্জস্যের সহিত উপপন্ন হয় না। ৮২। সেই হেতু ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞান সম্পদাদিরূপ নহে। ৮৩। এই হেতু ব্রহ্মবিদ্যা পুরুষব্যাপারের অধীন নহে। ৮৪। কি—তাহা হইলে? (উত্তর)—প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় যে বস্তু সেই বস্তুর জ্ঞানের ন্যায় বস্তুতন্ত্র হয়। ৮৫। এইপ্রকার ব্রহ্মের এবং তাহার জ্ঞানের কার্য্যানুপ্রবেশ কোনরূপ যুক্তির দ্বারাই কল্পনা করিতে পারা যায় না। ৮৬

অঙ্গবিশেষের সংস্কাররূপ। ৮০। অভ্যুপগম্যমানে—স্বীকার করিলে। প্রতিপাদনপর—যাহা প্রতিপাদন করে। পদসমন্বয়—পদসমূহের সম্বন্ধ। পীড্যেত—পীড়া প্রাপ্ত হয়। ৮১। উপরুধ্যেরন্—বাধা প্রাপ্ত হয়। ৮২। তদ্ভাবাপত্তিবচনানি—ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিসূচক বাক্য-সমূহ উপপদ্যেরন্—উপপন্ন হয়। ৮৪। পুরুষব্যাপারতন্ত্রা—পুরুষের ব্যাপারের অধীন। ৮৫। বস্তুতন্ত্রা—বস্তুর অধীন। ৮৬। কার্য্যানুপ্রবেশ—কার্য্যের মধ্যে প্রবেশ।

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

ভাষ্যের সরলার্থ। এই যে জীব ও ব্রহ্মের অভেদজ্ঞান—ইহা সম্পদাদি-রূপে প্রসিদ্ধ উপাসনাবিশেষ নহে—ইহাই এইবার কথিত হইতেছে।

অতিক্ষুদ্র আলম্বনকে তিরস্কৃত করিয়া অর্থাৎ তাহার স্বরূপটীকে কোনপ্রকারে প্রত্যাখ্যান করিয়া, তাহার উপর কোন একটী সুবৃহৎ বস্তুর আরোপপূর্ব্বক, সেই ক্ষুদ্র বস্তুটীর ধ্যান করাকে সম্পদ্-উপাসনা বলে। যেমন, উপনিষদের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, মন অনন্ত, বিশ্বনামে প্রথিত দেবগণও অনন্ত,—এইরূপ ভাবনাত্মক উপাসনা যে করে, সে এই প্রকার উপা-সনার দ্বারা অনন্ত লোককে বশীভূত করিতে পারে, ইত্যাদি। জীব ও ব্রহ্মের অভেদ জ্ঞান এই সম্পদ্ উপাসনা নহে। কেন নহে, তাহা পরে বলা হইতেছে।

এই প্রকার জীব ও ব্রহ্মের অভেদ-জ্ঞান যে অধ্যাসরূপ অর্থাৎ ভ্রান্তিজ্ঞান, তাহাও বলা যায় না। দেখ, ভ্রান্তিজ্ঞানরূপ উপাসনারও উদাহরণ উপনিষদেরই মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, "মনকে—ব্রহ্ম ভাবিয়া উপাসনা করিবে" "আদিত্যই—ব্রহ্ম, এই ভাবিয়া উপাসনা করিবে" ইত্যাদি। এই সকল বাক্যের দ্বারা যে প্রকার ভ্রান্তিজ্ঞানরূপ উপাসনার বিধান করা হইয়াছে, সেইরূপ জীব ও ব্রহ্মের অভেদবোধক উপনিষদ্-বাক্যের দ্বারা কোনপ্রকার ভ্রান্তিজ্ঞানরূপ উপাসনার বিধান করা হইয়াছে, এই প্রকার কল্পনা করা উচিত নহে। কারণ, এই সকল বাক্যের দ্বারা মন এবং আদিত্য প্রভৃতিতে ব্রহ্মদৃষ্টির আরোপ করা হইয়াছে। প্রকৃতস্থলে কিন্তু, জীবে ব্রহ্মদৃষ্টির অধ্যাস করা হই-য়াছে—ইহা কল্পনা করা সমীচীন নহে। কেন নহে,তাহা নিম্নে বলা হইতেছে।

তাহার পর, কোন একটী বস্তুর যাহা অসাধারণ ক্রিয়া, সেইরূপ ক্রিয়া অন্য কোন বস্তুতে দেখিয়া—সেই অন্য বস্তুটীকেও সেই অসাধারণ ক্রিয়ার আশ্রয় বলিয়া প্রসিদ্ধ বস্তু হইতে অভিন্নভাবে নির্দ্দেশ করাকে সংবর্গ উপাসনা বলে। এইরূপ নির্দ্দেশও উপনিষদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—"বায়ুই সংবর্গ অর্থাৎ প্রলয়কর্ত্তা, প্রাণই সংবর্গ" ইত্যাদি। সংবর্গ শব্দের অর্থ সংহারকর্ত্তা, প্রলয়কালে বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি ভূতসমূহকে নিজেতে উপসংহৃত করিয়া থাকে; এই কারণে, এইখানে বায়ুকেই সংবর্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই প্রকার নির্দ্দেশের ফল—সংবর্গবুদ্ধিতে বায়ুর উপাসনার বিধান। সেইরূপ "তুমি সেই"—এই ভাবে যে জীবকে পরমেশ্বরভাবে

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহারও ফল ঈশ্বর-বুদ্ধিতে জীবের ভাবনারূপ উপাসনারই বিধান, ইত্যাদি। অথবা কর্ম্মকালে, যজমানপত্নী যজ্ঞার্থে আহৃত ঘৃতের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবে, এইভাবে দৃষ্টি ঘৃতের উপর নিক্ষিপ্ত হইলে, ঐ ঘৃত সংস্কৃত হয়। অর্থাৎ যজ্ঞের আহুতির পক্ষে উপযোগী হয়। সেইরূপ ব্রহ্মভাবে আত্মাকে দেখিলে, কোন বিহিতকর্ম্মের জন্য আত্মা সংস্কৃত হইবে এবং এইরূপ সংস্কারেরই বিধান করিবার জন্য বেদান্ত-শাস্ত্রে জীবের উপর ব্রহ্মদৃষ্টি করিতে বলা হইয়াছে ইত্যাদি; কিন্তু তাহাও বলা যায় না।

কেন এরূপ বলা যাইতে পারে না, তাহার কারণ এই যে, এই সম্পদাদি যে কয়েকটী উপাসনাবিধির স্বরূপ প্রদর্শিত হইল, জীব ও ব্রহ্মের অভেদপ্রতিপাদক বেদান্তশাস্ত্র যদি এরূপ কোন একটী উপাসনাবিধি প্রতিপাদন করিত, তাহা হইলে "তুমিই সেই পরমেশ্বর হইতেছ" "আমিই ব্রহ্ম" "এই আত্মাই ব্রহ্ম" এই প্রকার বেদান্তবাক্যনিচয়ের, ব্রহ্ম ও জীবের অভেদপ্রতিপাদনের অনুকূল যে তাৎপর্য্য, যাহা বিচারের দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে, তাহার বাধা অর্থাৎ পরিত্যাগের আপত্তি হইত। অর্থাৎ যে সকল হেতুর সাহায্যে, শাস্ত্রের তাৎপর্য্য কি —তাহার নির্ণয় করা যায়,—সেই কয়টী হেতুর দ্বারা ইহা নির্ণীত হইয়াছে যে, জীব ও ব্রহ্মের অভেদই বেদান্তশাস্ত্রের তাৎপর্য্য। এইরূপ নির্ণয় করিবার পর, ইহা কি প্রকারে অঙ্গীকার করা যাইতে পারে যে, জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন? বাস্তব পক্ষে, বেদান্ত-শাস্ত্রদ্বারা ইহা প্রতিপাদিত হইতে পারে না, ইত্যাদি।

বস্তুতঃ এই প্রকার কল্পনা করিলে "হৃদয়ের গ্রন্থি ভিন্ন হইয়া যায়, সর্ব্বপ্রকার সংশয়ও ছিন্ন হইয়া যায়।" এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের ফল অবিদ্যানিবৃত্তি বলিয়া যাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাও অনুপপন্ন হইয়া পড়ে, এবং "যে ব্রহ্ম বুঝে, সে ব্রহ্মই হয়" এই সকল বাক্যদ্বারা—জীবের যে ব্রহ্ম-ভাবাপত্তিরূপ মোক্ষ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও, সম্পদাদিরূপ উপাসনাই বেদান্তের প্রতিপাদ্য—এইরূপ অঙ্গীকার করিলে অনুপপন্ন হইয়া পড়ে। এই কারণে বলা যাইতেছে যে, জীব ও ব্রহ্মের অভেদপ্রতিপাদক বেদান্ত-বাক্যের দ্বারা "আত্মাই ব্রহ্ম" এই প্রকার যে জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহা কিছুতেই সম্পদাদি-উপাসনারূপ হইতে পারে না।

এই কারণে সম্পদাদি উপাসনার ন্যায় ব্রহ্মবিদ্যা পুরুষের কোনপ্রকার

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

ভামতী—ব্রহ্মজ্ঞান উপাসনরূপ নহে ইত্যাদি ভাষ্যব্যাখ্যা।

স্যাৎ এতৎ—ন একত্ববিজ্ঞানং স্থিতবস্তুবিষয়ং, যেন মিথ্যাজ্ঞানং ভেদাবভাসং নিবর্ত্তয়ৎ ন বিধিবিষয়ঃ ভবেৎ, অপি তু সম্পদাদিরূপম্ । ২৩০ । তথা চ বিধেঃ প্রাগ্ অপ্রাপ্তং পুরুষেচ্ছয়া কর্ত্তব্যং সৎ বিধি-গোচরঃ ভবিষ্যতি। ২৩১। যথা বৃত্ত্যনন্তত্বেন মনসঃ বিশ্বেদেবসাম্যাৎ বিশ্বান্ দেবান্ মনসি সম্পাদ্য মন আলম্বনম্ অবিদ্যমানসমং কৃত্বা প্রাধান্যেন সম্পাদ্যানাং বিশ্বেষাম্ এব দেবানাম্ অনুচিন্তনং তেন চ অনন্তলোকপ্রাপ্তিঃ। ২৩২। এবং চিদ্রূপসাম্যাৎ জীবস্য ব্রহ্মরূপতাং

প্রযত্নাদি ব্যাপারের অধীনও নহে ; কিন্তু, ইহা অর্থাৎ এই ব্রহ্মবিদ্যা বস্তু-পরতন্ত্র, অর্থাৎ চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে, ব্রহ্ম—প্রকৃতপক্ষে যেরূপ, সেইরূপই ব্রহ্মের জ্ঞান হইয়া থাকে ; "এইরূপ ব্রহ্ম ভাবিতে হইবে" এই প্রকার বাক্য শ্রবণের পর ইচ্ছা করিয়া বাস্তবিক ব্রহ্ম যেরূপ নহে—সেইভাবে ভাবনা করার নাম ব্রহ্মবিদ্যা হইতে পারে না। যাহা ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ, তাহাই প্রমাণের সাহায্যে যদি বুঝা যায়, তাহা হইলেই সেইরূপ জ্ঞানই বস্তুপরতন্ত্র হইয়া থাকে, ইহাই তাৎপর্য্য। এইপ্রকার ব্রহ্মের বা ব্রহ্মজ্ঞানের কার্য্যবিধির সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ আছে—ইহা কোন প্রকার যুক্তির দ্বারা ব্যবস্থাপিত হইতে পারে না।

ভামতীর অনুবাদ—আচ্ছা, তাহাই হউক—একত্ববিজ্ঞান স্থিতবস্তু-বিষয়ক হয় না, যে কারণে তাহা ভেদবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানটী নিবৃত্ত করিয়া বিধির বিষয় হইতে পারে না, কিন্তু তাহা সম্পদাদিরূপ হইবে। ২৩০। আর তাহা হইলে বিধির পূর্ব্বে অপ্রাপ্ত বলিয়া পুরুষেচ্ছানিষ্পাদ্য হইয়া বিধির গোচর হইবে। ২৩১। যেমন বৃত্তির অনন্ততানিবন্ধন মনের সহিত বিশ্ব-দেবগণের সহিত সাম্য আছে বলিয়া বিশ্বদেবসমূহকে মনে সম্পাদন করিয়া সেই মনরূপ আলম্বনকে অবিদ্যমানের ন্যায় করিয়া প্রধানভাবে আরোপ্য বিশ্বদেবগণের অনুচিন্তন (অর্থাৎ ধ্যান বিহিত হয়), এবং তাহার দ্বারা অনন্ত-লোক প্রাপ্তি হয়। ২৩২। তদ্রূপ, চৈতন্যরূপে সাম্য আছে বলিয়া জীবেরও

ভামতীর শব্দার্থ।—২৩০। স্থিতবস্তু—সিদ্ধবস্তু। ভেদাবভাস—ভেদ বিষয়ক। নিব-র্ত্তয়ন্—নিবৃত্ত করিয়া। সম্পৎ—আরোপ্য প্রধান উপাসনা। ২৩১। সৎ—হইলে। ২৩২।

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

সম্পাদ্য জীবম্ আলম্বনম্ অবিদ্যমানসমং কৃত্বা প্রাধান্যেন ব্রহ্মানুচিন্তনং তেন চ অমৃতত্বফলপ্রাপ্তিঃ। ২৩৩। অধ্যাসে তু আলম্বনস্য এব প্রাধান্যেন আরোপিততদ্ভাবস্য অনুচিন্তনং, যথা "মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত" "আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশঃ"। ২৩৪। এবং জীবম্ অব্রহ্ম "ব্রহ্মেত্যুপাসীত" ইতি। ২৩৫। ক্রিয়াবিশেষযোগাদ্ বা, যথা "বায়ুর্বাব সংবর্গঃ" "প্রাণো বাব সংবর্গঃ" ।২৩৬। বাহ্যা খলু বায়ুদেবতা বহ্ন্যাদীন্ সংবৃঙ্ক্তে। ২৩৭। মহাপ্রলয়সময়ে হি বায়ুঃ বহ্ন্যাদীন্ সংবৃজ্য সংহৃত্য আত্মনি স্থাপয়তি। ২৩৮। যথাহ দ্রবিড়াচার্য্যঃ—

"সংহরণাৎ বা সংবরণাৎ বা স্বাত্মীভাবাৎ বায়ুঃ সংবর্গ" ইতি। ২৩৯। অধ্যাত্মং চ প্রাণঃ সংবর্গ ইতি। ২৪০। স হি সর্বাণি বাগা-

ব্রহ্মরূপতাসম্পাদনপূর্ব্বক আলম্বনভূত সেই জীবকে অবিদ্যমানসদৃশ করিয়া প্রধানভাবে ব্রহ্মধ্যান (বিহিত হয়) এবং তাহার দ্বারা অমৃতত্বফলের প্রাপ্তিও হয়। ২৩৩। কিন্তু অধ্যাসে আলম্বনেরই প্রাধান্যের সহিত আরোপিত-তদ্ভাবের অনুচিন্তন হইয়া থাকে; যেমন মনকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিবে—এই শ্রুতিতে এবং আদিত্যই ব্রহ্ম এই প্রকার উপদেশস্থলে হয়। ২৩৪। এইরূপে অব্রহ্ম যে জীব, তাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিবে—এইরূপ বিধি হইবে। ২৩৫। অথবা ক্রিয়াবিশেষের সম্বন্ধবশতঃ সংবর্গ উপাসনার (বিধি হইবে), যেমন "বায়ুই সংবর্গ" "প্রাণই সংবর্গ" ইত্যাদি স্থলে হয়। ২৩৬। বহিঃস্থিত বায়ু দেবতা অগ্নিপ্রভৃতিকে সংহার করেন। ২৩৭। অর্থাৎ মহাপ্রলয়কালে বায়ু বহ্ন্যাদিকে সংবরণ অর্থাৎ সংহার করিয়া নিজেতে স্থাপন করে। ২৩৮। যেমন, দ্রবিড়াচার্য্যও বলিয়াছেন— সংহরণ করে বলিয়া, সংবরণ করে বলিয়া অথবা নিজের ভাবে পরিণত করে বলিয়া বায়ু সংবর্গ হয়, ইত্যাদি। ২৩৯। আর প্রাণও (সেইরূপ) দেহের মধ্যে সংবর্গ হয়। ২৪০। যেহেতু সেই প্রাণ, বাক্

দ্রুতানন্তরেন—দ্রুতির অনন্তরপ্রযুক্ত। সম্পাদ্য—আরোপ করিয়া। অবিদ্যমানসমং—অবিদ্যমানের তুল্য। বিশ্বেষাম্—বিশ্ব নামক দেবগণের। অনুচিন্তন—ধ্যান। ২৩৪। আরোপিত তদ্ভাবস্য—তদ্রূপতা যাহার উপর আরোপিত হইয়াছে। আদেশ—উপদেশ। ২৩৫। ক্রিয়া-বিশেষযোগাৎ—ক্রিয়া বিশেষের সম্বন্ধবশতঃ। সংবর্গ—উপাসনা বিশেষ। ২৩৭। বাহ্যা—বহিঃস্থিত। সংবৃঙ্ক্তে—সম্বরণ করে। ২৩৮। সংবৃজ্য—সংবরণ করিয়া। সংহৃত্য—সংহার

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

দীনি সংবৃঙ্‌ক্তে। ২৪১। প্রায়ণকালে হি স এব সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়াণি সংগৃহ্য উৎক্রামতি ইতি। ২৪২। সা ইয়ং সংবর্গদৃষ্টিঃ বায়ৌ প্রাণে চ দশাশাগতং জগদ্ দর্শয়তি যথা, এবং জীবাত্মনি বৃংহণক্রিয়য়া ব্রহ্মদৃষ্টিঃ অমৃতত্বায় ফলায় কল্পতে ইতি। ২৪৩। তৎ এতেষু ত্রিষু অপি পক্ষেষু আত্মদর্শনোপাসনাদয়ঃ প্রধানকর্ম্মাণি অপূর্ব্ববিষয়ত্বাৎ, স্তুতশস্ত্রবৎ। ২৪৪। আত্মা তু দ্রব্যং কর্ম্মণি গুণ ইতি সংস্কারঃ বা আত্মনঃ দর্শনং বিধীয়তে।২৪৫। যথা দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণে "পত্ন্যবেক্ষিতম্ আজ্যং ভবতি" ইতি সমাম্নাতং, প্রকরণিনা চ গৃহীতম্ উপাংশুযাগাঙ্গভূতাজ্যদ্রব্যসংস্কারতয়া অবেক্ষণং গুণকর্ম্ম বিধীয়তে, এবং কর্ত্তৃত্বেন ক্রত্বঙ্গভূতে আত্মনি "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইতি দর্শনং গুণকর্ম্ম বিধীয়তে। ২৪৬। "যৈস্তু দ্রব্যং চিকীর্ষ্যতে গুণস্তত্র প্রতীয়েত" (পূঃদঃ ২।১।৮) ইতি

প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহকে সংবরণ করে। ২৪১। যেহেতু মরণকালে সেই বায়ু ইন্দ্রিয় সকলকে সংগ্রহ করিয়া উৎক্রান্ত হইয়া থাকে। ২৪২। বায়ুতে এবং প্রাণে সেই এই সংবর্গদৃষ্টি দশদিক্‌স্থিত জগৎকে যেমন দর্শন করায়, সেইরূপ জীবাত্মারও বৃংহণ ক্রিয়া আছে বলিয়া, তাহাতে ব্রহ্মদৃষ্টি অমৃতত্বরূপ ফললাভের জন্য কল্পিত হয়। ২৪৩। সেইহেতু এই তিন পক্ষে আত্মদর্শনরূপ উপাসনাপ্রভৃতি প্রধান কর্ম্মই হইবে, যেহেতু তাহাতে অপূর্ব্ববিষয়ত্ব আছে, যেমন স্তুত এবং শস্ত্র হইয়া থাকে। ২৪৪। আত্মা কিন্তু দ্রব্য, সুতরাং কর্ম্মে গুণরূপে অথবা সংস্কাররূপে আত্মার এই দর্শন বিহিত হয়। ২৪৫। যেমন দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে "ঘৃত পত্নীকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইবে" এই প্রকার যে বিধান আছে, তাহা প্রকরণীর দ্বারা গৃহীত হইয়া উপাংশুযাগের অঙ্গভূত যে আজ্য দ্রব্য, তাহার সংস্কাররূপে গুণকর্ম্ম বলিয়া বিহিত হয়, সেইরূপ কর্ত্তৃত্ববশতঃ যাগের অঙ্গভূত আত্মাতে "আত্মার দর্শন করিতে হইবে" এই প্রকার বাক্যবোধিত দর্শনটী গুণ-

---

করিয়া। ২৩৯। সাত্মীভাবাৎ—আত্মার সহিত মিলিত করা হয় বলিয়া। অধ্যাত্ম—দেহসম্বন্ধীয়। ২৪২। প্রায়ণকালে—মৃত্যুসময়ে। উৎক্রামতি—উৎক্রমণ করে। দশাশাগতং—দশদিকে স্থিত। ২৪৩। বৃংহণক্রিয়য়া—বৃদ্ধিক্রিয়ার দ্বারা। ২৪৪। অপূর্ব্ববিষয়ত্বাৎ—অদৃষ্টকে বিষয় করে বলিয়া। স্তুতশস্ত্রবৎ—গান গাহিয়া স্তুতি করার নাম স্তুত, এবং গান না

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

স্যায়াৎ, অতঃ আহ—"ন চ ইদং **ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানম্** ইতি ।২৪৭। কুতঃ **সম্পদাদিরূপে হি ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞান** ইতি। ২৪৮। দর্শ-পূর্ণমাসপ্রকরণে হি সমাম্নাতম্ আজ্যাবেক্ষণং তদঙ্গভূতাজ্যসংস্কার ইতি যুজ্যতে। ২৪৯। ন চ "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদি কস্যচিৎ প্রকরণে সমাম্নাতম্। ২৫০। ন চ অনারভ্যাধীতম্ অপি "যস্য পর্ণময়ী জুহূঃ ভবতি" ইতি অব্যভিচরিতক্রতুসম্বন্ধজুহূদ্বারেণ জুহূপদং ক্রতুং স্মারয়দ্ বাক্যেন যথা পর্ণতায়াঃ ক্রতুশেষভাবম্ আপাদয়তি, এবম্ আত্মা অব্যভিচরিতক্রতুসম্বন্ধঃ, যেন তদ্দর্শনং ক্রত্বঙ্গং সদ্ আত্মানং ক্রত্বর্থং সংস্কুর্য্যাৎ ।২৫১। তেন যদি অয়ং বিধিঃ, তথাপি

কর্ম্মরূপে বিহিত হয়। ২৪৬। যেহেতু "যাহাদিগের দ্বারা দ্রব্য চিকীর্ষিত হয়, সেই সকল গুণ প্রতীত হয়" এইরূপ জৈমিনির সূত্র আছে। ইহার উত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন—**ন চ ইদং ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানম্** ইত্যাদি। ৪৭। কেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—**সম্পদাদিরূপে হি ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞান**" ইত্যাদি। ২৪৮। দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে কথিত ঘৃতদর্শন উক্ত যাগের অঙ্গভূত ঘৃতের সংস্কার হইয়া থাকে। ২৪৯। কিন্তু "অরে আত্মা দ্রষ্টব্য" ইত্যাদি বাক্য কাহারও প্রকরণে পঠিত হয় নাই। ২৫০। আর অন্যের প্রকরণে অপঠিত হইলেও "যাহার পর্ণময়ী জুহু হয়" ইত্যাদি যে বাক্য আছে, তাহাতে জুহূ পদ আছে, তাহা ক্রতুর সহিত নিয়ত সম্বন্ধ জুহূরূপ পাত্রকে দ্বার করিয়া ক্রতুকে মনে করাইয়া দেয় বলিয়া পরস্পরের আকাঙ্ক্ষা থাকা বশতঃ যেমন পর্ণতাতে যাগের অঙ্গভাব বোধ করাইয়া দেয়, সেই প্রকার আত্মার সহিত ক্রতুর সম্বন্ধ নিয়ত, এইহেতু আত্মদর্শন ও ক্রতুর অঙ্গ হইয়া ক্রতুর উপকারক

গাহিয়া স্তুতি করার নাম শাস্ত্র, তাহাদের ন্যায়। ২৪৫। গুণ=অঙ্গ ।২৪৬। পত্ন্যবেক্ষিতম্=পত্নীকর্তৃক দৃষ্ট। সমাম্নাত=কথিত। প্রকরণী=প্রকরণবিশিষ্ট। গুণকর্ম্ম=অপ্রধান কর্ম্ম। ক্রত্বঙ্গভূতে=যাগের অঙ্গস্বরূপে ।২৪৭। চিকীর্য্যতে=করিতে ইচ্ছা করে। ২৪৯। যুজ্যতে=যুক্ত হয় ।২৫০। অনারভ্য=আরম্ভ না করিয়া। পর্ণময়ী=পাতার দ্বারা নির্ম্মিত। জুহূ=হাতা। অব্যভিচারিতক্রতুসম্বন্ধজুহূদ্বারেণ=নিয়ত হইয়াছে যাগের সহিত সম্বন্ধ যাহার এরূপ যে হাতা তদ্দ্বারা। স্মারয়ৎ=মনে করাইয়া দিয়া। ২৫১। পর্ণতায়াঃ=পত্রতার। ক্রতুশেষভাবং=যাগের অঙ্গভাবকে। ক্রত্বর্থং=যাগের জন্য। সংস্কু-

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

"সুবর্ণং ভার্য্যম্" ইতিবৎ বিনিয়োগভঙ্গেন প্রধানকর্ম্ম এব অপূর্ব্ববিষয়ত্বাৎ ন গুণকর্ম্ম ইতি স্থবীয়স্তয়া এতদ্ দূষণম্ অনভিধায় সর্ব্বপক্ষসাধারণং দূষণম্ উক্তম্, তদতিরোহিতার্থতয়া ন ব্যাখ্যাতম্। ২৫২।

যে আত্মা তাহাকে সংস্কৃত করিবে। ৩৫১। সেই কারণে যদিচ ইহা বিধি, তথাপি "সুবর্ণ ধারণ করিবে" এই প্রকার বাক্যের ন্যায় বিনিয়োগ ভঙ্গ করিয়া প্রধান কর্ম্মই হয়, যেহেতু তাহা অপূর্ব্ববিষয়ক, কিন্তু, গুণকর্ম্ম নহে—ইহাই স্থূলতর দোষ বলিয়া ইহার অভিধান না করিয়া সর্ব্বপক্ষসাধারণ যে দোষ, তাহারই প্রদর্শন করা হইয়াছে। সেই দূষণাভিধানের অর্থ স্পষ্ট বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইল না। ২৫২

ভামতীর তাৎপর্য্য।—ইতিপূর্ব্বে মহর্ষি গৌতমের মতেও দেখান হইয়াছে যে, জ্ঞানের পরই মুক্তি, মুক্তি ও জ্ঞানের মধ্যে কোন প্রকার ব্যাপারের আবশ্যকতা নাই। কিন্তু তাহা হইলেও এ পর্য্যন্ত যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহাতে ইহাই সিদ্ধ হইয়াছে যে, জীব ও ব্রহ্মের যদি বাস্তবিক অভেদ হয়, তবে সেই অভেদবিষয়ক যে জ্ঞান, যাহা "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা বোধিত হয়, তাহা বিধির বিষয় হইতে পারে না। সুতরাং জ্ঞান ও মুক্তির মধ্যে কোন প্রকার অলৌকিক ব্যাপার স্বীকার নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবিক জীব ও ব্রহ্মে অভেদ যাঁহারা স্বীকার করেন না, তাঁহারা বলেন—এই জীব ও ব্রহ্মের অভেদবিষয়ক যে জ্ঞান, তাহা যথার্থ জ্ঞান নহে, কিন্তু তাহা আরোপিত জ্ঞান, অর্থাৎ ভ্রমাত্মক জ্ঞান, সুতরাং ইহা সিদ্ধবস্তুবিষয়ক হয় না। শ্রুতিতে এই প্রকার মিথ্যাজ্ঞানের যে বিধি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকেই উপাসনাবিধি বলা যায়। এই প্রকার যাহাদিগের মত, তাহাদিগের মতাবলম্বনে ভাষ্যকার আর একটী পূর্ব্বপক্ষ করিয়া এক্ষণে তাহারই উত্তর দিতেছেন, এবং ইহাই ভামতীকার স্যাৎ এতদ্ ইত্যাদি ২৩০ বাক্যে উত্থাপন করিতেছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অদ্বৈতবাদীর অভিমত জীব ও ব্রহ্মের একত্ববিজ্ঞান স্থিতবস্তুবিষয়ক নহে, অর্থাৎ

স্যাৎ—সংস্কার করিবে। ২৫২। ভার্য্যম্—ধারণীয়। বিনিয়োগভঙ্গ—বিধির ভঙ্গ। স্থবীয়ঃ—স্থিরতর। অনভিধায়—উল্লেখ না করিয়া। সাধারণ—সামান্য। অতিরোহিতার্থতয়া—অর্থ তিরোহিত নহে বলিয়া।

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

যথার্থ নহে। যদি তাহা হইত, তবে তাহা ভেদবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি করিবার জন্য কোন বিধির অপেক্ষা করিত না। কিন্তু যদি উহা যথার্থজ্ঞানই না হয়, তবে উহাকে আরোপজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞান বলিতে হইবে। এইরূপ আরোপজ্ঞানটী সম্পদ, প্রতীক বা অধ্যাস এবং সংবর্গ নামক ত্রিবিধ উপাসনার মধ্যে কোন একটী হইবে। (ভাঃ ২৩০)। আর তাহা হইলে বিধির পূর্ব্বে যাহা অজ্ঞাত থাকে, তাহা বিধিবাক্যের দ্বারা লব্ধ হইতে পারে বলিয়া তাহাকে বিহিত বলা হয়। সুতরাং কোন অদৃষ্ট ফললাভের জন্য তাহা অধিকারী পুরুষের ইচ্ছার বিষয়ীভূত হইতে পারে। অতএব তাহা কর্ত্তব্য অর্থাৎ বিধেয়ই হয়। আর এরূপ হইলে বেদান্তবিজ্ঞান যে বিধেয় নহে—এক প্রকার উক্তি কোন প্রকারে সঙ্গত হয় না। (ভাঃ ২৩১)।

কিন্তু, এই বিষয়টী বুঝিতে হইলে উপাসনা কাহাকে বলে এবং তাহার অবান্তর বিভাগই বা কিরূপ, তাহার একটু পরিচয় আবশ্যক। উপাসনা শব্দটী উপ পূর্ব্বক আস্ ধাতু আন প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। উপ উপসর্গের অর্থ সন্নিকট। প্রত্যয়ের অর্থ হইল করণ, আস্ ধাতুর অর্থ হইল বসা; সুতরাং সমগ্রের অর্থ হইল—যদ্দারা নিকটে বসিতে পারা যায়। এই উপাসনা করিতে গেলে উপাস্য ও উপাসকভেদ থাকা আবশ্যক হয়। সুতরাং অদ্বৈতমতে উপাসনা যে ভেদপ্রতীতি বা দ্বৈতজ্ঞানকেই অবলম্বন করিয়া হয়, তাহা বলাই বাহুল্য; আর এই জন্য ইহার ফল যে সাক্ষাৎ মুক্তি, তাহা হইতে পারে না। কারণ, মুক্তিতে দ্বৈতজ্ঞান থাকিতে পারে না। যাহা হউক, এই উপাসনার ফল দুই প্রকার। প্রথম—দৃষ্ট এবং দ্বিতীয়—অদৃষ্ট। দৃষ্ট ফল বলিতে চিত্তের একাগ্রতা ও পুত্র, পৌত্র, ধন, যশ, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি, এবং অদৃষ্ট ফল বলিতে স্বর্গাদিলোকপ্রাপ্তি ও ক্রমমুক্তি বুঝায়। ইহাদের মধ্যে মুমুক্ষু ব্যক্তির যে দৃষ্ট ফল হয়, তাহা চিত্তের একাগ্রতামূলক নির্ম্মলতা মাত্র। তৃতীয় অধ্যায়ে উপাসনা বিচার কালে এ বিষয় বিস্তৃতভাবে কথিত হইবে। ইহাই হইল উপাসনাস্বরূপের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এইরূপ দ্রষ্টব্য ইহার বিভাগ কিরূপ?

উপাসনা তিন ভাগে বিভক্ত। যথা—সম্পদ উপাসনা, প্রতীক বা অধ্যাস উপাসনা এবং সংবর্গ উপাসনা। ইহাদের মধ্যে সম্পদ উপাসনার স্বরূপ এই—

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

কোন বৃহৎকর্ম্মের ফললাভ করিবার জন্য অল্পকর্ম্মে বৃহৎকর্ম্মসমূহের যে আরোপ করা হয়, তাহাকেই সম্পদ উপাসনা বলা হয়। অথবা বৃহৎকর্ম্ম সমূহ যদি সকল অঙ্গের সহিত কেহ অনুষ্ঠান করিতে না পারে, তবে যথা-সম্ভব অঙ্গের সহিত সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠানকালে বৃহৎকর্ম্মের ফললাভের জন্য কোন একটা অঙ্গে সেই সমগ্র বৃহৎকর্ম্মের যে আরোপ করা হয়, তাহা-কেও সম্পদ উপাসনা বলা যায়। বৃহদারণ্যকভাষ্যে ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে যাইয়া বার্ত্তিককার সুরেশ্বরাচার্য্যও যাহা বলিয়াছেন তাহা এই—

ফলবৎকর্ম্মণাং ক্বাপি কিঞ্চিৎসামান্যসংশ্রয়াৎ।
সম্পত্তির্মহতাং সম্পদল্পীয়ঃকর্ম্ম সূচ্যতে॥
যদি বা তৎফলস্যৈব কিঞ্চিৎ সামান্যবর্ত্মনা।
সম্পাদনং ভবেৎ সম্পদগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মণি॥
নাতি ভারোঽস্তি নো বুদ্ধেঃ শাস্ত্রং চেৎ তৎপরং ভবেৎ।
বিদুষাং শ্রেয়সেঽতোঽধ্বা ন কচিৎ প্রতিহন্যতে॥

অর্থাৎ কাম্য বৃহৎকর্ম্মসমূহে সহিত সাম্য থাকা নিবন্ধন তদপেক্ষা অল্পা-য়াসসাধ্য কর্ম্মসমূহে যে সম্পাদন অর্থাৎ বৃহৎকর্ম্মের আরোপ তাহাই সম্পদ্, অথবা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে কোন সামান্য ধর্ম্ম থাকা প্রযুক্ত বৃহৎকর্ম্মের ফলের যে সম্পাদন বা আরোপ তাহাই সম্পদ্। শাস্ত্রের যদি ইহাই তাৎপর্য্য হয়, তবে ইহা দুর্ব্বোধ বলিয়া এই বিষয়ে আমাদিগের বুদ্ধির কোন ভার বা ক্লেশ হইবার সম্ভাবনা নাই। বিদ্বদ্গণের শ্রেয়ঃসম্পাদনের জন্য শাস্ত্রে যে প্রকার পথ প্রদর্শিত হইয়া থাকে, তাহা কোন স্থলেই প্রতিহত হয় না। ইত্যাদি।

এই সম্পদ্ উপাসনায় অন্য দৃষ্টান্ত—যেমন মনকে বিশ্বদেব বলিয়া উপা-সনা করা হয়। এস্থলে বিশ্বদেব যেমন অনন্ত, মনেরও বৃত্তি তদ্রূপ অনন্ত। এই আনন্ত্যরূপ সামান্যধর্ম্মপ্রযুক্ত বিশ্বদেবকে মনে আরোপ করা হয়, এবং সেই আরোপের সময় মনের পৃথক্ অস্তিত্বের লোপ করা হয়। এই ভাবে মনকে আলম্বন করিয়া বিশ্বদেবের উপাসনা করিলে, উপাসক অনন্ত লোকপ্রাপ্তিরূপ ফললাভ করে। ইহাই হইল সম্পদ্ উপাসনার উদাহরণ। (ভাঃ ২৩২) প্রকৃতস্থলে তাহা হইলে জীবে যে ব্রহ্মবুদ্ধি, যাহা "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যে কথা হইয়াছে, তাহাকে পূর্ব্বপক্ষীর মতে সম্পদ উপাসনা

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

বলা হয়। কারণ, চিদ্রূপতা বা চৈতন্যরূপতারূপ সামান্যধর্ম্ম এস্থলে জীব ও ব্রহ্মে দেখা যায়। আর এই সামান্যধর্ম্মাবলম্বনে জীবের উপর ব্রহ্মের যে আরোপ, সেই আরোপকালে জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব লোপকরা হয়। আর তাহার ফলে অমৃতস্বরূপ মোক্ষলাভই ঘটে। সুতরাং জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান যে এই প্রকার সম্পদ্ উপাসনার স্বরূপ, তাহা হইবে না কেন? সম্পদ্ উপাসনাবাদী পূর্ব্বপক্ষী এস্থলে এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করিয়া থাকেন। কিন্তু এ কথাও ঠিক নহে, তাহা পরে কথিত হইতেছে।

এক্ষণে দেখা যাউক, প্রতীক উপাসনা বা অধ্যাস উপাসনা কিরূপ? (ভাঃ ২৪০)। প্রতীক বা অধ্যাস উপাসনায়, যাহার উপর আরোপ করা হয়, তাহাকে প্রধানভাবে অবলম্বন করা হয়। অর্থাৎ সম্পদ্ উপাসনাতে আরোপাধিষ্ঠানের সত্তাকে যেমন লোপ করিয়া আরোপ্যের প্রাধান্য স্থাপন করা হয়, এস্থলে সেরূপ না করিয়া, আরোপাধিষ্ঠানের প্রাধান্য স্থাপন করিয়া আরোপ্যের অপ্রাধান্য স্থাপন করা হয়। অন্য কথায় সম্পদ্ উপাসনায় বিশেষণের প্রাধান্যও বিশেষ্যের অপ্রাধান্য, কিন্তু প্রতীক উপাসনার বিশেষণের অপ্রাধান্য এবং বিশেষ্যের প্রাধান্য থাকে। যেমন "মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত" অর্থাৎ মনকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিবে এবং "আদিত্য ব্রহ্মেত্যুপাসীত" অর্থাৎ আদিত্যকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিবে, ইত্যাদি ছান্দোগ্য উপনিষদোক্ত উপাসনার স্থলে আরোপাধিষ্ঠান বা বিশেষ্য যে মন এবং আদিত্য তাহারাই প্রধান হয়, এবং ব্রহ্ম যে আরোপ্য বা বিশেষণ তাহাই অপ্রধান হয়। (ভাঃ ২০৭)। প্রকৃতস্থলেও তদ্রূপ জীব ব্রহ্ম না হইলেও তাহাকে যে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা, অর্থাৎ জীবকে প্রধানভাবে অবলম্বন করিয়া যে ব্রহ্মের উপাসনা, যাহাতে জীবরূপ যে বিশেষ্য বা আরোপাধিষ্ঠান তাহাই প্রধান হয়, এবং ব্রহ্মরূপ যে বিশেষণ বা আরোপ্য, তাহা অপ্রধানই হইয়া থাকে। আর ইহার ফলে মোক্ষ বা অমৃতত্বলাভই হয়। ইহাই হইল প্রতীক উপাসনা, পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্য হইতে যে ব্রহ্মজ্ঞান হয়, অর্থাৎ তদনুসারে যে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যচিন্তন বিহিত হইয়া থাকে, তাহা এইরূপ উপাসনা। বস্তুতঃ জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন নহে, প্রত্যুত বিভিন্নই। কিন্তু, একথাও ঠিক নহে। ইহার উত্তরও পরে প্রদত্ত হইতেছে। (ভাঃ ২০৫)

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

এক্ষণে দেখা যাউক—সংবর্গ উপাসনা কাহাকে বলে ? ইহার অর্থ—দুইটী পৃথক্ বস্তুর মধ্যে একপ্রকার সামান্য ধর্ম্ম থাকা নিবন্ধন, সেই ধর্ম্মপুরস্কারে যে অভেদজ্ঞান উপদিষ্ট হয়, তাহাকেই সংবর্গ উপাসনা বলে। অর্থাৎ বিশিষ্টক্রিয়ারূপ সাধারণধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া যে ধ্যান করা হয়, তাহাই সংবর্গ উপাসনা। যেমন প্রলয়কালে বায়ু অগ্নিপ্রভৃতিকে সংহার করে অর্থাৎ নিজের মধ্যে বিলীন করে বলিয়া সেই বায়ুকে সংবর্গ বলা যায়, সেইরূপ সুষুপ্তির সময় প্রাণও বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে সংহৃত করে বা নিজের মধ্যে বিলীন করে বলিয়া প্রাণকেও সংবর্গ বলা যায়। এইরূপে সংহাররূপ ক্রিয়ানিবন্ধন বাহ্যবায়ু এবং প্রাণবায়ুর অভেদ ভাবনায় যে উপাসনা করা হয়, তাহাকে সংবর্গ উপাসনা বলে। প্রকৃতস্থলে বৃংহণ বা বৃদ্ধিরূপ ক্রিয়ার সম্বন্ধবশতঃ জীবকেও ব্রহ্ম বলিয়া যে উপাসনা করা হয়, তাহা সংবর্গ উপাসনাই হয়।

ইহার সহিত সম্পদ্ ও প্রতীক উপাসনার বৈলক্ষণ্য এই যে, সম্পদ্ উপাসনা এবং প্রতীকোপাসনায় যেমন, আরোপ্য বা অধিষ্ঠানের ন্যূনাধিক ভাব প্রকাশ পায়, সংবর্গ উপাসনায় সেরূপ হয় না। কিন্তু ইহাতে সাধারণ ক্রিয়ারূপ যে সামান্যধর্ম্ম, তাহারই প্রাধান্য প্রকাশ পায়। আরোপ্য বা অধিষ্ঠানের ন্যূনাধিকভাব বা গুণপ্রধানভাব প্রকাশ পায় না। ইহাই হইল ইহাদের মধ্যে পরস্পরের প্রভেদ।

এখন পূর্ব্বপক্ষী বলেন যে, উপনিষদে জীব ও ব্রহ্মের যে ঐক্য উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা বাস্তব ঐক্যের উপদেশ নহে, কিন্তু ইহা আরোপিত মাত্র। অর্থাৎ জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া ভাবিবে, কারণ, ব্রহ্ম ও জীবে উভয়েই বৃংহণরূপ ধর্ম্ম দেখা যায়। এই সামান্যধর্ম্মের সদ্ভাবনিবন্ধন জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া ধ্যান করার যে বিধি, তাহা সংবর্গ উপাসনা হইবে না কেন ? বস্তুতঃ জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন নহে। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষীর এই মতও ঠিক নহে। ইহাও পরে কথিত হইবে। (ভাঃ ২৩৩-৮)।

এই সংবর্গ উপাসনার স্বরূপ দ্রবিড়াচার্য্য যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এই—

"সংহরণাৎ বা সংবরণাৎ বা সাত্মীভাবাৎ বায়ুঃ সম্বর্গঃ"

অর্থাৎ সংহরণ বা সংবরণ প্রযুক্ত যে সাত্মীভাব অর্থাৎ আত্মার সহিত

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

একভাবে অবস্থিতি সেই একভাবে অবস্থিতিনিবন্ধন বায়ু সংবর্গ হইয়া থাকে।

এই বাক্যে যে সংহরণ শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ সংহার করিয়া আত্মাতে স্থাপিত করা, এবং সংবরণ শব্দের অর্থ—উদ্‌যমন। কিন্তু ইহার মুখ্য অর্থ হইতেছে—কোন কার্য্যবস্তু সংহৃত হইয়া তাহার নিজ উপাদানের সহিত এক হইয়া যাওয়া। সুতরাং উদ্‌যমন অর্থটী ইহার লক্ষ্যার্থ হইতেছে। ইহার অর্থ নিজের বশীভূত করিয়া আবৃত করা। সংবর্গশব্দের এই দুই প্রকার অর্থই সঙ্গত হইতে পারে। ইহা পরিমলকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যদি বল মুখ্যার্থ সম্ভাবিত হইলে লক্ষ্যার্থ কল্পনা করা কেন? তাহার উত্তর এই যে, বায়ুর স্বভাববশতই বায়ু অন্য বস্তুকে পরিচালিত করিয়া থাকে বলিয়া লক্ষ্যার্থও এস্থলে ফলতঃ মুখ্যার্থের সমান হয়, আর তজ্জন্য এরূপ লক্ষ্যার্থ গ্রহণ করিলে কোন ক্ষতি নাই। এই জাতীয় লক্ষণার নাম রূঢ়ি লক্ষণা। (ভাঃ ২৩৯)।

এই ভাবে দেহের মধ্যে স্থিত প্রাণকেও সংবর্গ বলা যায়। (ভাঃ ২৪০)। কারণ, সেই প্রাণ, বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে সংবরণ করে, অর্থাৎ মৃত্যুসময়ে সেই প্রাণই ইন্দ্রিয়সমূহকে সংগ্রহ করিয়া উৎক্রমণ করে। (ভাঃ ২৪১)। বায়ু এবং প্রাণে এই সংবর্গ দৃষ্টি করিলে তাহা দশদিক স্থিত সমগ্র জগৎকেই দেখাইয়া থাকে। অর্থাৎ ইহার ফলে উপাসকের সমগ্র বিশ্বেরই সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। এইপ্রকার জীবাত্মাতেও বৃংহণ ক্রিয়ানিবন্ধন ব্রহ্মদৃষ্টিরূপ যে সংবর্গোপাসনা, তাহা অমৃতস্বরূপ ফলের কারণ হইয়া থাকে। (ভাঃ ২৪৩)।

সুতরাং এই তিনটী পক্ষেই যে আত্মদর্শন এবং উপাসনাদি বিহিত হইয়াছে, তাহা প্রধান কর্ম্ম, অর্থাৎ কোন অঙ্গ কর্ম্ম নহে। যেহেতু উহারা প্রধানরূপ অপূর্ব্ব ফলের জনক হইয়া থাকে, যেমন ব্রত এবং পশ্বরূপ কর্ম্ম ইত্যাদি। (ভাঃ ২৪৪)।

এখন দেখিতে হইবে, এই ত্রিবিধ উপাসনাতে যে আত্মদর্শনরূপ উপাসনা প্রভৃতি বিহিত হইয়াছে, তাহা কি প্রধানরূপে অথবা গুণরূপে অর্থাৎ অঙ্গরূপে বিহিত? পূর্ব্বপক্ষী এতদুত্তরে বলেন যে, এই যে, আত্মদর্শন বা উপাসনাপ্রভৃতি, ইহারা প্রধানরূপেই বিহিত হইয়াছে। গুণ বা অপ্রধানরূপে বিহিত হয় নাই। যদি

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

বল ইহার হেতু কি? তাহার উত্তর এই যে, ইহা অপূর্ব্ববিষয়। অর্থাৎ এই যে আত্মদর্শনরূপ উপাসনা, ইহা অন্য কোন কর্ম্মের প্রকরণে পঠিত হয় নাই, সুতরাং ইহা নিজকৃত অপূর্ব্বদ্বারা মোক্ষের কারণ হইয়া থাকে। যেমন স্তত এবং শস্ত্র নামে প্রসিদ্ধ কর্ম্মবিশেষ, অপূর্ব্বকে দ্বার করিয়া নিজ নিজ ফলের জনক হয়, ইহাও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে।

যদি বল সেই স্তত এবং শস্ত্রকর্ম্ম কাহাকে বলে, উহা কিরূপে প্রধানকর্ম্ম-রূপে অপূর্ব্বজনক হয়? তাহার উত্তর এই যে, বেদে "আজ্যৈঃ স্তবতে" অর্থাৎ আজ্য নামক যে ঋক্ অর্থাৎ মন্ত্রবিশেষ আছে তাহার দ্বার স্তুতি করিবে এবং "প্রউগং শংসতি" অর্থাৎ "প্রউগ" নামে প্রসিদ্ধ যে ঋক্, তাহার দ্বারা শংসন করিবে—এইরূপ আছে। ইহাদের মধ্যে আজ্য শব্দবাচ্য যে ঋক্, তাহাকে স্তোত্র বলা হয়, এবং 'প্রউগ' শব্দবাচ্য যে ঋক্, তাহাকে শস্ত্র বলা হয়। যে সকল ঋক্ অবলম্বন করিয়া যাগকালে গান গাহিয়া দেবতার গুণ কীর্ত্তন করিতে হয়, তাহাদিগকে মীমাংসকগণ স্তোত্র বলেন। আর গান না গাহিয়া যেসকল ঋক্ দ্বারা যাগকালে দেবতার গুণ কীর্ত্তন করা হয়, তাহারা শস্ত্র নামে অভিহিত হয়। সুতরাং উক্ত "স্তবতে" শব্দের অর্থ গান গাহিয়া স্তুতি করিবে, এবং শংসতি শব্দের অর্থ গান না গাহিয়া স্তুতি করিবে। এখন এই যে স্তবন ও শংসনের বিধান হইল, ইহাতে সন্দেহ হয় যে, ইহার দ্বারা দেবতার স্বরূপ প্রকাশরূপ দৃষ্ট ফলই সাধিত হয়, অথবা ইহার দ্বারা প্রধান কর্ম্মের ন্যায় অদৃষ্ট বা অপূর্ব্ব উৎপন্ন হইয়া থাকে? যদি বল দৃষ্টফল হয়, তাহা হইলে ইহাকে গুণকর্ম্ম বা সংস্কার কর্ম্ম বলা যাইতে পারে। কারণ, ইহার দ্বারা তাহা হইলে যাগের অঙ্গ যে দেবতারূপ দ্রব্য, তাহার স্মরণরূপ যে সংস্কার, তাহাই সাধিত হয়।

সুতরাং উক্ত বেদের বাক্যদ্বয় হইতে সন্দেহ হইতেছে, এই যে এই স্তবন ও শংসন ইহারা প্রধানভাবে অদৃষ্টের উৎপাদক কি অনুৎপাদক? এতদুত্তরে মহর্ষি জৈমিনি যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা এই—

অপি বা স্তুতিসংযোগাৎ প্রকরণে স্তৌতি-
শংসতী ক্রিয়োৎপত্তিং বিদধ্যাতাম্ (জৈঃ সূঃ ২।১।২৪)

অর্থাৎ গুণের অভিধানদ্বারা স্বরূপপ্রকাশরূপ স্তুতির সহিত সংযোগ

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

আছে বলিয়া, প্রকরণে পঠিত যে স্তবন এবং শংসন, তাহারা অপূর্ব্বোৎপত্তি করিবে। সুতরাং স্তবন ও শংসন গুণকর্ম্ম নহে, পরন্তু প্রধান কর্ম্ম। ইহাই হইল স্তত ও শস্ত্রকর্ম্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

সুতরাং প্রকৃতস্থলে এই স্তত ও শস্ত্রকর্ম্মের দৃষ্টান্তদ্বারা ইহাই পূর্ব্বপক্ষী সিদ্ধ করিতে চাহেন যে, জীবের যে ব্রহ্মভাবে দর্শনরূপ উপাসনার বিধান আছে, সেই দর্শনরূপ উপাসনা (স্তত ও শস্ত্রের ন্যায়) আত্মস্বরূপপ্রকাশন দ্বারা প্রধানভাবে অপূর্ব্বের উৎপাদক হয়, এবং সেই অপূর্ব্বই মোক্ষের জনক হয়। আর তাহা যদি হয়, তবে বেদোক্ত আত্মদর্শনের পরিচায়ক বাক্যগুলি সম্পদাদিরূপ উপাসনাবোধক বিধিবাক্য, ইহারা আত্মস্বরূপের পরিচায়ক বাক্য নহে। (ভাঃ ২৪৪)।

অথবা যদি বল উক্ত "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য" বাক্যগুলিকেও প্রধান-ভাবে অপূর্ব্বজনক যে উপাসনা, তাহার বোধক বাক্য বলিতে কেন প্রবৃত্ত হইতেছ? ইহাদিগকে ত গুণকর্ম্ম বলাই উচিত। কারণ, এস্থলে আত্মা দ্রব্য হইতেছে, এবং গুণকথনদ্বারা সেই আত্মরূপ দ্রব্যের স্বরূপ প্রকাশিত হয় বলিয়া সেই আত্মদর্শনরূপ যে গুণ, তাহা ত আত্মরূপ দ্রব্যের সংস্কারার্থেই বিহিত হইয়া থাকে, সুতরাং আত্মস্বরূপ দ্রব্যের দর্শনরূপ যে উপাসনা, তাহা গুণকর্ম্মরূপে অপূর্ব্বেরই উৎপাদক হইবে। অতএব এই আত্মদর্শন-বিধি কোন যাগাদি কর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ যে উপাসনা, তাহাকে বুঝাইতেছে, ইহার দ্বারা আত্মার প্রকৃত স্বরূপ পরিচয় দিবার চেষ্টা করা হয় নাই। (ভাঃ ২৪৫।)

দেখ, দর্শপূর্ণমাস যাগের প্রকরণে একটা বাক্য আছে—"পত্ন্যবেক্ষিত-মাজ্যং ভবতি" অর্থাৎ ঘৃত যজমানপত্নীকর্ত্তৃক অবেক্ষিত হইবে। এখানে দর্শপূর্ণমাসের মধ্যে যে উপাংশু প্রভৃতি ছয়টি যাগ আছে, তাহাদের মধ্যে উপাংশুযাগ প্রকরণে এই বাক্যটী পঠিত হইয়াছে। সুতরাং এই বাক্যের দ্বারা উপাংশুযাগের অঙ্গভূত যে আজ্যরূপ দ্রব্য, তাহারই সংস্কাররূপে এই ঘৃতাবেক্ষণরূপ গুণকর্ম্মটী বিহিত হইয়াছে। প্রকৃত স্থলেও তদ্রূপ আত্মা কর্ত্তা বলিয়া সকল প্রকার যজ্ঞেরই অঙ্গভূত হইয়া থাকে। তাহার পর এই আত্ম-দর্শনটী কোন যাগের প্রকরণে অভিহিত হয় নাই, অথচ কর্ত্তৃরূপে ইহার সকল

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

যাগের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে। সুতরাং ইহাকে সকল যাগেরই অঙ্গভূত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। অতএব "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা সকল যাগেই আত্মরূপ দ্রব্যের দর্শনরূপ সংস্কার করা হয় বলিয়া ইহা গুণ-কর্ম্ম বলিতে হইবে। যাহা কোন কর্ম্মের প্রকরণে পঠিত হয় না, অথচ সাধারণভাবে উল্লিখিত হয়, তাহাকে সকল কর্ম্মের অঙ্গরূপেই যে গ্রহণ করা হয়, তাহার দৃষ্টান্ত "সদোপবীতিনা ভাব্যং সদা বদ্ধশিখেন তু" অর্থাৎ সর্ব্বদা উপবীতযুক্ত হইবে এবং সর্ব্বদা শিখাবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। এই বাক্যে যে উপবীতধারণ ও শিখাবন্ধন বিহিত হইয়াছে, তাহা কোন কর্ম্মবিশেষের প্রকরণ পঠিত না হইলেও যেমন সমুদায় কর্ম্মের সহিত ইহার অন্বয় করা হয়, অর্থাৎ ইহা সকল বিহিত কর্ম্মেরই অঙ্গ হইয়া যায়, এইস্থলেও সেইরূপ হইবে। (ভাঃ ২৪৬)। আর এই বিষয়ে জৈমিনির একটী সূত্র-কেও প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যায়। যথা—

যৈস্তু দ্রব্যং চিকীর্ষ্যতে গুণস্তত্র প্রতীয়েত' (জৈঃ সূঃ ২।১।৮)

অর্থাৎ যে সকল বাক্যের দ্বারা যাগাঙ্গভূত দ্রব্য সংস্কার্য্যরূপে বিহিত হয়, সেই সকল বাক্যেও গুণের প্রতীতি হইয়া থাকে। সুতরাং 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদি বাক্যে বিহিত আত্মদর্শনরূপ যে উপাসনা, তাহা স্তত ও শস্ত্রবৎ প্রধান কর্ম্ম হইতে পারে, অথবা দশপূর্ণমাসে আজ্যাবেক্ষণরূপ গুণকর্ম্মও হইতে পারে। এই পক্ষদ্বয়কে যথাক্রমে নিরস্ত করিবার জন্য ভাষ্যকার সিদ্ধান্তীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া বলিতেছেন—**ন চ ইদং ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানং সম্পদ্-রূপং** ইত্যাদি (শং ৭৮-৭৯)। যাহা হউক, এই যে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ-জ্ঞান, যাহা উপনিষদ্ হইতে পাওয়া যায়, তাহা সম্পদাদিরূপ উপাসনাত্মক প্রধান কর্ম্ম কেন হইতে পারে না, তাহাই বুঝাইবার জন্য ভাষ্যকার বলিয়া-ছেন "সম্পদাদিরূপে হি ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানে" ইত্যাদি। (শং ৮০)। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মাত্মৈকত্ব বিজ্ঞানকে যদি সম্পদাদি-রূপ উপাসনার স্বরূপ বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" "অহং ব্রহ্মাস্মি," "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বস্তুনির্দ্দেশপর উপনিষদ্বাক্যসমূহের তাৎপর্য্য বাধিত হয়। আর তাহা হইলে "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" ইত্যাদি ব্রহ্মদর্শনের ফল যে ব্রহ্মভাবাপত্তি বলা হইয়াছে, তাহাও উপপন্ন হয় না। এই কারণে

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

উপনিষদুক্ত ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞান সম্পদাদিরূপ উপাসনাত্মক প্রধান কর্ম্ম হইতে পারে না। (ভাঃ ২৪৮)।

এখন যদি বলা হয় যে, ইহা সম্পদাদিরূপ প্রধানকর্ম্ম নাই হউক, ইহা ত অঙ্গকর্ম্ম হইতে পারে। যেমন, দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণে যজমানপত্নীকর্তৃক আজ্যদর্শন গুণকর্ম্ম হইয়া থাকে, ইত্যাদি ; তাহার উত্তর এই যে, আজ্য-দর্শনরূপ সেই গুণকর্ম্ম, দর্শপূর্ণমাসযাগের প্রকরণে পঠিত হইয়াছে বলিয়া উহা অঙ্গকর্ম্ম হইতে পারে, কিন্তু "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদি বাক্যে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা অঙ্গকর্ম্ম হইতে পারে না। ইহার কারণ এই যে, ইহা কোন কর্ম্মের প্রকরণে পঠিত হয় নাই। (ভাঃ ২৫০)

আর যদি বল, কোন কর্ম্মের প্রকরণে পঠিত না হইলেও ইহা কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ কর্ত্তৃস্বরূপের প্রকাশক হয় বলিয়া সেই কর্ত্তার অনুষ্ঠেয় সকল কর্ম্মের অঙ্গ হইবে না কেন ? যেমন "যস্য পর্ণময়ী জুহূঃ ভবতি" অর্থাৎ যাহার পর্ণময় জুহূ নামক পাত্র হয়, ইত্যাদি বাক্যে যে জুহূরূপ পাত্রের পর্ণতাবিধান করা হইয়াছে, সেই পর্ণতা কোন কর্ম্মবিশেষের প্রকরণে পঠিত না হই-লেও যাগের সহিত সম্বন্ধ জুহূরূপ পাত্রের গুণ (অঙ্গ) বলিয়া সেই জুহূ সম্বন্ধ যাবৎ যাগেরই অঙ্গ হইয়া থাকে, এস্থলেও তদ্রূপ হইবে না কেন ? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, এরূপ হইতে পারে না। কারণ, উক্ত জুহূ-রূপ পাত্রের সহিত যাগের যে সম্বন্ধ, তাহা অব্যভিচরিত সম্বন্ধ, এজন্য জুহূ-গত যে পর্ণতার বিধান, তাহা যাগের সহিত সম্বন্ধ না হইলে নিরর্থক হইয়া পড়ে। এইকারণে জুহূপর্ণতাকে সকল যাগের অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত করিতেই হয়। উপনিষদুক্ত আত্মা কিন্তু কোন যাগের সহিত সেরূপে সম্বন্ধ হইতে পারে না। কারণ, আত্মা যে কেবল যাগাদি কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ থাকিয়া সেই কর্ম্মের ফল ভোগ করিবে, তাহা বলা যায় না। মুমুক্ষু আত্মা যাগাদি কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ না হইয়াও মোক্ষরূপ ফলকে কেবল জ্ঞানদ্বারা লাভ করিতে পারে। সুতরাং আত্মার সহিত যাগাদি কর্ম্মের সম্বন্ধ জুহূ-গত পর্ণতার ন্যায় অব্যভিচরিত সম্বন্ধ হইতে পারিল না। এই হেতু উক্ত জুহূর দৃষ্টান্তের দ্বারা ঔপনিষদ আত্মদর্শনকে যাগের অঙ্গ বলা যাইতে পারে না। (ভাঃ ২৫১)। যদি বল আত্মদর্শন কোন কর্ম্মের প্রকরণে পঠিত

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

হয় নাই বলিয়াই "সুবর্ণধারণ করিবে" এই প্রকার বিধিবাক্যাদিষ্ট সুবর্ণধারণের ন্যায় ইহা ত কোন প্রকারে গুণকর্ম্ম হইতে পারে না, সুতরাং ইহার গুণ-কর্ম্মত্বের নিরাস করিবার জন্য এত প্রয়াস কেন? ইহার সহিত ক্রতুর অব্যভিচরিত সম্বন্ধ নাই—ইত্যাদি যুক্তির অবতারণা করিবার আবশ্যকতাই বা কি ছিল? তাহার উত্তর এই যে, প্রকরণে পঠিত হয় নাই বলিয়া ইহা যে গুণকর্ম্ম হইতে পারে না—ইত্যাদি যে দূষণ, তাহা অতি স্থূলতর দূষণ, বাস্তবিক সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, জুহূপর্ণতার ন্যায়ও আত্ম-দর্শন কোন প্রকারেই গুণকর্ম্ম হইতে পারে না—ইহাই এই প্রসঙ্গে ভাল করিয়া বুঝান হইয়াছে। সুতরাং অব্যভিচরিত সম্বন্ধের বিচার একেবারে নিরর্থক নহে। ভাষ্যকার যে এই সকল দোষের কথা বিশেষভাবে না বলিয়া যে সাধারণভাবে প্রধানকর্ম্মত্বপক্ষে দোষের অভিধান করিয়াছেন, তাহা সহজে বুঝা যায় বলিয়া তাহার আর ব্যাখ্যা করিবার আর আবশ্যকতা নাই। (ভাঃ ২৫২)। ফলকথা ভাষ্যকার আত্মদর্শন যে অপূর্ব্বজনক উপাসনারূপ প্রধান কর্ম্ম নহে, তাহাই বিশেষ বিচারদ্বারা ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন, আত্ম-দর্শনের গুণকর্ম্মত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলেন নাই। এই জন্যই ভামতীকার ইহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, এবং ভাষ্যকার যাহা বলিয়াছেন, তাহা স্পষ্টার্থ বলিয়া তাহারও ব্যাখ্যা আর করিলেন না। এইবার দেখা যাউক রত্নপ্রভাকার ইহার ব্যাখ্যায় কি বলেন?

রত্নপ্রভা।

ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞান সম্পদাদিরূপ উপাসনা নহে।

নন্ব ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানমপি ভেদজ্ঞানবৎ ন প্রমা, সম্পদাদিরূপত্বেন ভ্রান্তিত্বাৎ ইতি, অত আহ—ন চ ইদম্ ইত্যাদিনা। অল্পালম্বনতিরস্কারেণ উৎকৃষ্টবস্তুভেদধ্যানং সম্পৎ, যথা মনঃ স্ববৃত্ত্যানন্ত্যাৎ অনন্তং ততঃ উৎকৃষ্টা বিশ্বেদেবা অপি অনন্তা ইতি অনন্তত্বসাম্যাৎ বিশ্বদেবা এব মন ইতি সম্পত্ত্যা অনন্তফলপ্রাপ্তিঃ ভবতি, তথা চেতনত্বসাম্যাৎ জীবে ব্রহ্মাভেদঃ সম্পৎ ইতি ন চ ইত্যর্থঃ। আলম্বনস্য প্রাধান্যেন ধ্যানং প্রতীকোপাস্তিঃ অধ্যাসঃ। যথা ব্রহ্মদৃষ্ট্যা মনসঃ আদিত্যস্য বা। তথা অহং ব্রহ্ম ইতি জ্ঞানম্ অধ্যাসঃ, ন ইতি আহ—ন চ ইতি। আদেশঃ উপদেশঃ। ক্রিয়াবিশেষঃ বিশিষ্টক্রিয়া,

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

তথা যোগঃ নিমিত্তং যস্য ধানস্য তৎ তথা। যথা প্রলয়কালে বায়ুঃ অগ্ন্যাদীন্ সংবৃণোতি সংহরতি ইতি সংবর্গঃ, স্বাপকালে প্রাণঃ বাগাদীন্ সংহরতি ইতি সংহারক্রিয়াযোগাৎ সংবর্গ ইতি ধ্যানং ছান্দোগ্যে বিহিতং তথা বৃদ্ধিক্রিয়াযোগাৎ জীবঃ ব্রহ্ম ইতি জ্ঞানম্ ইতি ন ইত্যাহ—**নাপি** ইতি। যথা "পত্ন্যবেক্ষিতমাজ্যং ভবতি" ইতি উপাংশুযাজাঙ্গদ্রব্যস্য আজ্যস্য সংস্কারকম্ অবেক্ষণং বিহিতং তথা কর্ম্মণি কর্ত্তৃত্বেন অঙ্গস্য আত্মনঃ সংস্কারার্থং ব্রহ্মজ্ঞানং ন ইত্যাহ—**নাপি আজ্য** ইতি। প্রতিজ্ঞাচতুষ্টয়ে হেতুম্ আহ—"**সম্পদাদি**" ইতি। উপক্রমাদিলিঙ্গৈঃ ব্রহ্মাত্মৈকত্ববস্তুনি প্রমিতিহেতুঃ যঃ সমানাধিকরণবাক্যানাং পদনিষ্ঠসমন্বয়ঃ তাৎপর্য্যং নিশ্চিতং, তৎ পীড্যেত। কিং চ একত্বজ্ঞানাৎ আজ্ঞানিকহৃদয়স্য অন্তঃকরণস্য যঃ রাগাদিগ্রন্থিঃ চিন্ময়ঃ তাদাত্ম্যরূপাহংকারগ্রন্থিঃ (সঃ) বা নশ্যতি ইতি অজ্ঞাননিবৃত্তিফলবাক্যবাধঃ স্যাৎ, সম্পদাদিজ্ঞানস্য অপ্রমাত্বেন অজ্ঞানানিবর্ত্তকত্বাৎ। কিং চ জীবস্য ব্রহ্মত্বসম্পদা কথং তদ্ভাবঃ। পূর্ব্বরূপে স্থিতে নষ্টে বা অন্যস্য অন্যাত্মতাযোগাৎ। তস্মাৎ ন সম্পদাদিরূপম্ ইত্যর্থঃ। সম্পদাদিরূপত্বাভাবে ফলিতম্ আহ—**অতঃ** ইতি। প্রমায়াৎ ন কৃতিসাধ্যা, কিং তর্হি নিত্যা এব, ন প্রমাণসাধ্যা ইত্যর্থঃ। উক্তরীত্যা সিদ্ধব্রহ্মরূপমোক্ষস্য কার্য্যসাধ্যত্বং তজ্‌জ্ঞানস্য নিয়োগবিষয়ত্বং চ কল্পয়িতুম্ অশক্যং কৃত্যসাধ্যত্বাৎ ইত্যাহ—**এবম্ভূতস্য** ইতি।

ইহার তাৎপর্য্য এই—আচ্ছা ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানও ভেদজ্ঞানের ন্যায় অপ্রমা হইবে না কেন? যেহেতু উহা সম্পদাদি উপাসনারূপ বলিয়া ভ্রমবিশেষ—এইরূপ আশংকার নিবারণার্থ ভাষ্যকার বলিতেছেন্—**ন চ ইদং সম্পদাদিরূপং** ইত্যাদি। সম্পদ্ উপাসনা বলিতে অল্প অবলম্বনকে তিরস্কার করিয়া উৎকৃষ্ট বস্তুর সহিত তাহার অভেদ ভাবনা বুঝায়। যেমন মন নিজ বৃত্তির আনন্ত্যপ্রযুক্ত অনন্ত, আর তাহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট যে বিশ্বেদেবগণ তাঁহারাও অনন্ত—এইরূপে অনন্তত্ববিষয়ে সাম্যপ্রযুক্ত বিশ্বেদেবগণই মন—এইপ্রকার সম্পদ্ভাব নিবন্ধন অনন্ত ফলের প্রাপ্তি হয়। তদ্রূপ চেতনত্ববিষয়ে সাম্যভাবপ্রযুক্ত জীবে ব্রহ্মের যে অভেদ, তাহাই সম্পৎ। ব্রহ্মৈকত্ববিজ্ঞান কিন্তু সেরূপ নহে—ইহাই বুঝাইবার জন্য ভাষ্যকার বলিতেছেন—

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

ন চ ইত্যাদি। **আদেশ** শব্দের অর্থ উপদেশ। **বিশিষ্টক্রিয়াযোগনিমিত্তং** শব্দের অর্থ এইরূপ—বিশিষ্টক্রিয়া অর্থাৎ ক্রিয়াবিশেষ, সেই ক্রিয়াবিশেষ ও যোগ—ইহারা নিমিত্ত হয় যে ধ্যানের, তাহাই বিশিষ্টক্রিয়াযোগনিমিত্ত। যেমন, প্রলয়কালে বায়ু, অগ্নিপ্রভৃতিকে সংবরণ অর্থাৎ সংহার করে, সেইহেতু বায়ু সংবর্গ পদবাচ্য হয়,সেইরূপ নিদ্রাকালে প্রাণ ও বাক্‌প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে সংহার করে বলিয়া সেই সংহারক্রিয়াযোগবশতঃ সংবর্গ পদবাচ্য হয়। এইরূপ ধ্যান ছান্দোগ্য উপনিষদে বিহিত হইয়াছে। সেইরূপ বৃদ্ধিরূপ ক্রিয়ার সহিত যোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ থাকাপ্রযুক্ত জীবও ব্রহ্ম—এইরূপ যে জ্ঞান, তাহাকে ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞান যদি বল, তাহাও বলা যাইতে পারে না। এই কথাটী বুঝাইবার জন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন—**নাপি** ইত্যাদি। তাহার পর "পত্নীকর্তৃক দৃষ্ট ঘৃত উপাংশুযাগে ব্যবহার্য্য হয়" এইরূপে উপাংশুযাগের অঙ্গ যে ঘৃত, তাহার সংস্কারক যে ঘৃতদর্শন তাহা যেমন বিহিত হয়, সেইপ্রকার কর্ম্মে কর্তৃরূপে অঙ্গ যে আত্মা, তাহার সংস্কারার্থ ব্রহ্মজ্ঞান হয়, এইরূপ যদি আশংকা করা হয়, তাহার নিবারণ করিবার জন্য ভাষ্যকার বলিতেছেন--**নাপি আজ্য** ইত্যাদি। উপরিউক্ত যে প্রতিজ্ঞাচতুষ্টয়, তাহার প্রতি হেতু কি, তাহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য ভাষ্যকার বলিতেছেন—**সম্পদাদি** ইত্যাদি। অর্থাৎ উপক্রমোপসংহারাদি যে তাৎপর্য্যনির্ণায়ক ষড়্‌বিধ লিঙ্গ আছে, সেই লিঙ্গনিচয়ের দ্বারা ব্রহ্মাত্মৈকত্ব বস্তুতে প্রমার হেতুভূত যে "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি সমানাধিকরণবোধক বাক্যসমূহ, সেই বাক্যসমূহের পদনিষ্ঠ যে সমন্বয়রূপ তাৎপর্য্য নিশ্চিত আছে, তাহা পীড়িত হয়, অর্থাৎ বাধিত হয়। আরও একত্বজ্ঞানবশতঃ অজ্ঞানসমুৎপন্ন যে হৃদয় বা অন্তঃকরণ, তাহার যে রাগাদি চিন্ময় গ্রন্থি, অথবা তদাত্মরূপ যে অহংকারগ্রন্থি, তাহা নষ্ট হয় এইরূপ যে অজ্ঞাননিবৃত্তিস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের ফলজ্ঞাপক বাক্য আছে, তাহাও বাধিত হয়। কারণ, সম্পদাদিরূপ যে জ্ঞান, তাহা প্রমাজ্ঞান নহে বলিয়া তাহার দ্বারা অজ্ঞাননিবৃত্তি সম্ভবপর নহে। আরও জীবের উপর ব্রহ্মভাবের আরোপ করিলে জীবের ব্রহ্মভাব হইবে কিরূপে? পূর্ব্বরূপটী থাকুক বা নাই থাকুক, একটী বস্তু আর একটী বস্তু হইয়া যাইবে কি করিয়া? সেইহেতু ব্রহ্মৈক্যকত্ববিজ্ঞানটী সম্পদাদিস্বরূপ নহে—ইহা বুঝিতে হইবে। আর ব্রহ্মৈক্যকত্ববিজ্ঞান যদি সম্পা-

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

ন চ বিদিক্রিয়াকর্ম্মত্বেন কার্য্যানুপ্রবেশঃ ব্রহ্মণঃ,—

"অন্যদেব তদ্বিতাৎ অথো অবিদিতাদধি" (কেনঃ উঃ ১।৩)

ইতি বিদিক্রিয়াকর্ম্মত্বপ্রতিষেধাৎ;

"যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ"

(বৃঃ উঃ ২।৪।১৩)

ইতি চ। ৮৭। তথা উপাস্তিক্রিয়াকর্ম্মত্বপ্রতিষেধঃ অপি ভবতি—

"যদ্ বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে"

ইতি অবিষয়ত্বং ব্রহ্মণঃ উপন্যস্য—

"তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদম্ উপাসতে"

(কেনঃ উঃ ১।৪)

সাধ্যরূপ না হইল, তাহা হইলে কি ফললাভ হইল, তাহাই বুঝাইবার জন্য ভাষ্যকার বলিতেছেন—অতঃ ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এই যে, যেহেতু ব্রহ্মাত্ম কত্ববিজ্ঞান প্রমা, সেইহেতু তাহা কৃতিসাধ্য নহে, তবে কি, না, তাহা নিত্যই অর্থাৎ প্রমাণসাধ্য নহে। এইপ্রকারে সিদ্ধব্রহ্মরূপ যে মোক্ষবস্তু, তাহা কার্য্যসাধ্য নহে, আর তাহার যে জ্ঞান, তাহার নিয়োগবিষয়ত্ব কল্পনা করিতে পারা যায় না; যেহেতু তাহা কৃতিসাধ্য নহে—ইহাই বুঝিবার জন্য ভাষ্যকার বলিতেছেন—এবমুক্তস্য ইত্যাদি।

ভাষ্যানুবাদ।—আর জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার কর্ম্ম বলিয়া কার্য্যের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ হইতে পারে না; কারণ, "বিদিত হইতে অন্যই অবিদিতেরও অতীত" এই "এবং যাহার দ্বারা এই সব জানা যায়; তাহাকে কি করিয়া জানা যাইবে" এই শ্রুতিতে জ্ঞানক্রিয়ার-কর্ম্মত্বের প্রতিষেধ করা হইয়াছে। ৮৭। সেইরূপ উপাসনারূপ ক্রিয়ার কর্ম্মত্বেরও প্রতিষেধ করা হইয়াছে, যেহেতু "যাহা

ভাষ্যের শব্দার্থ।—৮৭। বিদিক্রিয়া=জ্ঞানরূপক্রিয়া। অনুপ্রবেশ=সম্বন্ধ। অথো=এবং। অধি=অতীত। প্রতিষেধ=নিষেধ। বিজানীয়াৎ=জানিতে হইবে। ৮৮।

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

ইতি। ৮৮। অবিষয়ত্বে ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রযোনিত্বানুপপত্তিঃ ইতি চেৎ? ন। অবিদ্যাকল্পিতভেদনিবৃত্তিপরত্বাৎ শাস্ত্রস্য। ৮৯। ন হি শাস্ত্রম্ ইদন্তয়া বিষয়ভূতং ব্রহ্ম প্রতিপিপাদয়িষতি। ৯০। কিং তর্হি? প্রত্যগাত্মত্বেন অবিষয়তয়া প্রতিপাদয়ৎ অবিদ্যাকল্পিতং বেদ্যবেদিতৃবেদনাদিভেদম্ অপনয়তি। ৯১। তথা চ শাস্ত্রম্—

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
"অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্ (কেনঃ উঃ ২।৩)
"ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যেঃ" "ন বিজ্ঞাতের্বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ"
(বৃঃ উঃ ৩।৪।২)

বাক্‌দ্বারা অভ্যুদিত হয় না, কিন্তু যাহা দ্বারা বাক্ অভ্যুদিত হয়" এইরূপে ব্রহ্মের অবিষয়ত্ব উপক্রম করিয়া "তাহাই ব্রহ্ম তুমি জান, ইহা নহে যে ইহাকে উপাসনা করা হয়" এইরূপ শ্রুতি রহিয়াছে। ৮৮। আর ব্রহ্মের অবিষয়ত্ব হইলে (ব্রহ্মের) শাস্ত্রযোনিত্বের অনুপপত্তি হয়—ইহা যদি বল, তাহাও নহে; যেহেতু শাস্ত্র অবিদ্যাকল্পিত ভেদের নিবৃত্তিপর হইয়া থাকে। ৮৯। যেহেতু শাস্ত্র, বিষয়ভূত যে ব্রহ্ম, তাহাকে ইদন্ত্বরূপে অর্থাৎ "ইহা" এইরূপে প্রতিপাদন করিতে চাহে না। ৯০। তবে কি? প্রত্যগাত্মত্বপ্রযুক্ত অবিষয় বলিয়া প্রতিপাদন পূর্ব্বক অবিদ্যাকল্পিত জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয়রূপ যে ভেদ, তাহাকে অপনীত করে। ৯১। তাহার প্রমাণ শাস্ত্র এই—

"যাহার অজ্ঞাত তাহারই জ্ঞাত, যাহার জ্ঞাত সে জানে না।
বিজ্ঞগণের অবিজ্ঞাত, এবং অবিজ্ঞগণের বিজ্ঞাত" (কেনঃ উ ২।৩)
"দৃষ্টির দ্রষ্টাকে দেখিও না" "বিজ্ঞানের বিজ্ঞাতাকে জানিও না"
(বৃঃ উঃ ৩।৪।২)

উপাস্তি=উপাসনা, অনভ্যুদিত=অনুদিত। উপক্রম্য=উল্লেখ করিয়া। ৮৯। শাস্ত্রযোনিত্ব=শাস্ত্রপ্রমাণকত্ব। ৯০। ইদন্তয়া=ইদং এর ভাব ইদন্তা—তদ্রূপে। প্রতিপিপাদয়িষতি=প্রতিপাদন করিতে চাহে। ৯১। প্রত্যগাত্মত্বেন=সর্ব্বগতস্বরূপে। অবিষয়তয়াপ্রযুক্ত। প্রতিপাদয়ৎ=প্রতিপাদন করিতে করিতে। বেদ্যবেদিতৃবেদনাদিভেদম্=বেদ্য—জ্ঞেয়, বেদিতৃ—জ্ঞাতা, বেদন—জ্ঞান, ভেদ—বিভাগ অর্থাৎ জ্ঞেয় জ্ঞাতা ও জ্ঞানের যে বিভাগ তাহাকে। ৯২।

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

ইতি চ এবমাদি। ৯২। অতঃ অবিদ্যাকল্পিতসংসারিত্ব-নিবর্ত্তনেন নিত্যমুক্তাত্মস্বরূপসমর্পণাৎ ন মোক্ষস্য অনিত্যত্ব-দোষঃ। ৯৩।

ইত্যাদি। ৯২। এই হেতু অবিদ্যাকল্পিত যে সংসারিত্ব, সেই সংসারিত্বের নিবৃত্তির দ্বারা নিত্যমুক্ত আত্মার স্বরূপ সমর্পণ করে বলিয়া মোক্ষের অনিত্যত্ব-দোষ হইতে পারে না। ৯৩।

ভাষ্যের সরলার্থ।—আর জ্ঞানরূপ যে ক্রিয়া (অর্থাৎ অন্তঃকরণের ব্যাপার বা বৃত্তি), সেই ক্রিয়ার কর্ম্ম বলিয়া ব্রহ্মকে কার্য্যের সহিত সম্বন্ধ বলা যাইতে পারে—এই প্রকার কল্পনাও বিচারসহ হইতে পারে না; কারণ, "সেই ব্রহ্ম বিদিত হইতে পারে না, অবিদিতও হইতে পারে না" এইপ্রকার শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্ম যে জ্ঞানরূপ-ক্রিয়ার কর্ম্ম হইতে পারে—তাহারই প্রতি-ষেধ করা হইতেছে। শ্রুতিতে আরও বলা হইয়াছে, "যাহার দ্বারা সকল বস্তুই পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে—তাহাকে কাহার দ্বারা জানা যাইবে?" "তাহাই ব্রহ্ম, তুমি তাহাকেই অবগত হইবার চেষ্টা কর; যাহাকে লোকে উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে"। এইপ্রকার শ্রুতিবাক্যগুলি স্পষ্টই প্রতিপাদন করি-তেছে যে, ব্রহ্ম উপাসনারূপ ক্রিয়ারও কর্ম্ম নহে। এই শ্রুতিবাক্যটীর পূর্ব্বে আর একটী এইরূপ বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—"যাহা বাক্যের দ্বারা কথিত হইতে পারে না, কিন্তু বাক্য যাহার দ্বারা অভ্যুদিত হয়" ইত্যাদি। এইপ্রকার শ্রুতি- বাক্যের দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, ব্রহ্ম কোনপ্রকার বাক্য-জনিত জ্ঞানেরও বিষয় নহে। ইহার পরেই, পূর্ব্বকথিত বাক্যের দ্বারা ব্রহ্ম যে উপাসনারও কর্ম্ম নহে, তাহাও শ্রুতি—স্পষ্ট প্রতিপাদন করিয়াছে।

এক্ষণে এই আপত্তি হইতে পারে যে, যদি ব্রহ্ম কোন প্রকার জ্ঞানের বিষয় না হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মের শাস্ত্রযোনিত্ব (অর্থাৎ, বেদান্তদর্শনের তৃতীয় সূত্রে যে বলা হইয়াছে—শাস্ত্ররূপ প্রমাণের দ্বারাই ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হয়, এই

মত=জ্ঞাত, মননের বিষয়। অমত=অজ্ঞাত। বিজানতাং=বিজ্ঞগণের। দৃষ্টেঃ=দর্শনের। পশ্যেঃ=দেখ। বিজ্ঞাতারং=বিজ্ঞাতাকে। বিজানীয়াঃ=জানিও। ৯৩। সংসারিত্ব=সংসারীর ভাব অর্থাৎ সংসার। সমর্পণাৎ=সমর্পণ করে অর্থাৎ বুঝায় বলিয়া।

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

প্রকার সিদ্ধান্ত) অনুপপন্ন হইয়া পড়ে। এই প্রকার আপত্তির নিরাকরণ এই যে, চক্ষুঃ প্রভৃতি প্রমাণের ন্যায় বেদান্তশাস্ত্র—'এই ব্রহ্ম' এইভাবে ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ প্রতিপাদন করিতে পারে না; কিন্তু, অবিদ্যাদ্বারা ব্রহ্মের উপর যাহা কিছু ধর্ম্ম কল্পিত হইয়াছে, শাস্ত্র সেই অবিদ্যাকল্পিত ধর্ম্মসমূহের নিষেধ প্রতিপাদন করিয়া থাকে, এইমাত্র। অর্থাৎ, 'ইহা ব্রহ্ম নহে' 'ইহা ব্রহ্ম নহে'—এই প্রকারে আমাদের জ্ঞেয় কোন বস্তুই যে ব্রহ্মের প্রকৃত-স্বরূপ নহে, তাহাই প্রতিপাদন করিয়া দিয়া, শাস্ত্র চরিতার্থ হয়। সম্মুখ-স্থিত ঘটপটাদি বস্তুর ন্যায়—"এই ব্রহ্ম" এইভাবে শাস্ত্র সাক্ষাৎ ভাবে ব্রহ্মের জ্ঞান করাইয়া দিতে পারে না, তাহার কারণ—ব্রহ্ম সকল বস্তুরই আত্মা। যাহা সকলের আত্মা—তাহা কোন প্রমাণের বিষয় হইতে পারে না; কারণ, যে বস্তু যাহার বিষয় হয়, সেই বস্তু তাহা হইতে ভিন্ন—ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। এই নিয়মানুসারে ব্রহ্ম যদি কোন প্রমাণের বিষয় হয়, তাহা হইলে, সেই প্রমাণ হইতে ব্রহ্ম ভিন্ন হয়—ইহা অঙ্গীকার করিতে হয়। কিন্তু তাহাই বা কি প্রকারে স্বীকার করা যাইতে পারে? কারণ, ব্রহ্ম যদি প্রমাণ হইতে ভিন্ন হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম কখনই প্রমাণের আত্মভূত হইতে পারে না। যে যাহা হইতে ভিন্ন, সে তাহার আত্মভূত হইবে কিরূপে? সকলের আত্ম-ভূত ব্রহ্ম, প্রমাণের আত্মভূত নহে—ইহা কিরূপে সম্ভবপর? এই কারণেই শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন যে, যে বস্তু প্রত্যগাত্মা অর্থাৎ সকলের আত্মভূত, সে কোনপ্রকার জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। এই কারণে, শাস্ত্র, 'সকলেরই আত্মা ব্রহ্ম'—এই প্রকারে ব্রহ্মস্বরূপ নির্দ্দেশ-দ্বারা—ব্রহ্মের উপরে অবিদ্যার দ্বারা কল্পিত যে বেদ্য, বেদিতা ও বেদনরূপ ত্রিবিধ ভেদ, তাহারই প্রতিষেধ করিয়া দেয়। অর্থাৎ বেদ্য, বেদিতা ও বেদন—এই ত্রিবিধ ভেদ ব্রহ্মের উপরে কল্পিত, এই তিনটীর মধ্যে কোনটীই ব্রহ্মের বাস্তবস্বরূপ নহে—এই ভাবেই ভেদের নিষেধদ্বারা, পরোক্ষভাবে শাস্ত্র ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশের অনুকূল হইয়া থাকে। দেখ, শাস্ত্র বলিতেছে—"যে বুঝে যে, ব্রহ্ম বুদ্ধির বিষয় নহে, সেই, ব্রহ্মের তত্ত্ব বুঝিতে পারে, কিন্তু যে ভাবে যে, ব্রহ্ম বুদ্ধির বিষয়, সে, ব্রহ্ম কি বস্তু, তাহা বুঝিতে পারে না"। "যাহার নিকটে ব্রহ্ম অমত অর্থাৎ জ্ঞানের অগোচর, সেই ব্যক্তির নিকটেই ব্রহ্ম মত অর্থাৎ প্রকাশমান হইয়া

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

থাকে।" "দর্শনকে যে দেখে—তাহাকে দেখিতে পাইবে না, শ্রবণকেও যে শুনিয়া থাকে—তাহাকে শুনিতে পাইবে না, বিজ্ঞানেরও যে বিজ্ঞাতা—তাহাকে জানিতে পারিবে না" এই প্রকার আরও অনেক শ্রুতি রহিয়াছে।

তাহার পর বেদান্তশাস্ত্রের অনুশীলনদ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাহা দ্বারা আত্মার মোক্ষ হয় বলিয়া মোক্ষ যে একটী নূতন অবস্থা আত্মাতে উৎপাদিত হয় তাহা নহে। কারণ, আত্মা সর্ব্বদাই মুক্ত। যে সর্ব্বদা মুক্ত, মুক্তি তাহার স্বতঃসিদ্ধ; সুতরাং, আত্মতত্ত্বজ্ঞানদ্বারা বদ্ধ আত্মা মুক্তিলাভ করে—ইহা বেদান্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। তবে এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, আত্মার মুক্তি যদি স্বতঃসিদ্ধ অবস্থাই হয়, তাহা হইলে, মুক্তির জন্য জীবের প্রযত্ন হয় কেন? এবং তাহা হইলে, বেদান্তশাস্ত্রানুশীলনেরই বা কি প্রয়োজন? ইহার উত্তর এই যে, জীব সর্ব্বদা মুক্ত হইলেও ভ্রান্তিবশতঃ সে নিজেকে অমুক্ত অর্থাৎ বদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে; এবং সেই ভ্রান্তিবশতঃ আপনার উপর নানাপ্রকার দুঃখের আরোপ করিয়া থাকে। বেদান্তশাস্ত্র এই আরোপিত দুঃখ মিটাইবার জন্য জীবের আপনার উপর যে বদ্ধত্ব-ভ্রান্তি আছে, তাহাকে নিবৃত্ত করিয়া দেয়। অনেক সময়ে আমরা স্কন্ধে গামছা রাখিয়াই, কোথায় আমার গামছা—এই বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে, ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হই; এবং গামছা না পাইয়া, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হই ও গৃহজনকে তিরস্কার করি, এবং নিজেও নিরর্থক ক্লেশ অনুভব করি,—এরূপ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এমন সময় কেহ যদি বলিয়া দেয় যে, ঐ গামছা তোমার স্কন্ধেই রহিয়াছে, তাহা হইলে ইহা শুনিবামাত্রই আমার ভ্রান্তি নিবৃত্ত হয়, এবং মনে করি—গামছা পাইলাম। বাস্তবপক্ষে কিন্তু, গামছা পূর্ব্ব হইতেই আমার ছিল, সুতরাং তৎকালে আমি গামছা পাইলাম—ইহা সম্ভবপর নহে; আমার গামছা নাই—এই প্রকার ভ্রান্তির নিবৃত্তি ছাড়া, এইরূপ স্থলে গামছার প্রাপ্তিরূপ কোন একটী নূতন অবস্থা আমার হয় না। এইরূপ জীব প্রকৃতপক্ষে নিত্যমুক্ত বিজ্ঞানময় ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াও ভ্রান্তিবশে নিজেকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ও বদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করে, জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে বাস্তব কোন ভেদ নাই। এই প্রকার দৃঢ়নিশ্চয় যখনই আমাদের হইবে, তখনই আমাদের এই ভ্রান্তিকল্পিত ভেদ ও বদ্ধত্ব আপনা হইতেই মিটিয়া যাইবে।

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

ভামতী—ব্রহ্মের কর্ম্মানুপ্রবেশ অসিদ্ধ এই ভাষ্যব্যাখ্যা।

কিং চ জ্ঞানক্রিয়াবিষয়ত্ববিধানম্ অস্য বহুশ্রুতিবিরুদ্ধম্ ইত্যাহ—**ন চ বিদিক্রিয়া** ইতি। ২৫৩। শঙ্কতে—**'অবিষয়ত্বে'** ইতি। ২৫৪। ততশ্চ শান্তিকর্ম্মণি বেতালোদয় ইতিভাবঃ।২৫৫। নিরাকরোতি—**ন**; কুতঃ—**অবিদ্যাকল্পিতভেদনিবৃত্তিবিষয়ত্বাৎ** ইতি। ২৫৬। সর্ব্বমেব হি বাক্যং নেদংতয়া বস্তুভেদং বোধয়িতুম্ অর্হতি। ২৫৭। ন হি ইক্ষুক্ষীরগুড়াদীনাং মধুররসভেদঃ শক্যমাখ্যাতুম্। ২৫৮। এবম্ অন্যত্রাপি সর্ব্বত্র দ্রষ্টব্যম্। ২৫৯। তেন প্রমাণান্তরসিদ্ধে লৌকিকে

মুক্তি ত আমাদের স্বতঃসিদ্ধ অবস্থা, সুতরাং তাহা নূতনভাবে ঐ জ্ঞানের সাহায্যে আমরা লাভ করিব, ইহা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। আমরা মুক্ত নহি, আমরা বদ্ধ, সংসারী জীব—এই প্রকার ভ্রান্তিকল্পিত বন্ধন ও সংসার তখন আপনা হইতেই মিটিয়া যাইবে। এই কারণে শাস্ত্র বলিতেছেন যে, মোক্ষ আমাদের নিত্যসিদ্ধ অবস্থা। সুতরাং বেদান্তমতে মোক্ষের অনিত্যত্বরূপ দোষের প্রসক্তি হইতে পারে না।

ভামতীর অনুবাদ--আরও ইহার জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার যে বিষয়ত্ব, সেই বিষয়ত্বের বিধান বহুশ্রুতিবিরুদ্ধ ইহাই বলিতেছেন—ন চ বিদিক্রিয়া ইত্যাদি। ২৫৩। অবিষয়ত্বে ইত্যাদি ভাষ্যদ্বারা শঙ্কা করিতেছেন। ২৫৪। তাহা হইলে শান্তিকর্ম্মে বেতালের আবির্ভাব হইল। ২৫৫। "ন" ইত্যাদি ভাষ্যদ্বারা উহার নিরাকরণ করা হইতেছে। কেন করা হইতেছে তাহার উত্তর "অবিদ্যাকল্পিতভেদনিবৃত্তিবিষয়ত্বাৎ" ইত্যাদি বাক্যে বলা হইতেছে। ২৫৬। সকল বাক্যই ইদন্তরূপে (অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে) বস্তুভেদকে (বস্তুগত বিশেষকে) বুঝাইতে পারে না। ২৫৭। যেহেতু ইক্ষু, দুগ্ধ ও গুড়প্রভৃতির যে মধুরতাবিশেষ, তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারা যায় না। ২৫৮। এইরূপ

ভামতীর শব্দার্থ।—২৫৩। জ্ঞানক্রিয়াবিষয়ত্ব=জ্ঞেয়ত্ব। ২৫৪। শঙ্কতে=শঙ্কা করিতেছেন। ২৫৫। বেতালোদয়=ভূতের আবির্ভাব। ২৫৬। নিরাকরোতি=খণ্ডন করিতেছেন।। ২৫৭। ইদংতয়া=ইদংরূপে। বস্তুভেদ=বস্তুসমূহের মধ্যে পরস্পরের যে বিশেষ তাহা। ২৫৮। মধুররসভেদ=মধুর রসের যে তারতম্য তাহা। আখ্যাতুম্=বাক্য দ্বারা

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

এব অর্থে যদা গতিঃ ঈদৃশী শব্দস্য, তদা কা এব কথা প্রত্যগাত্মনি অলৌকিকে।২৬০। অদূরবিপ্রকর্ষেণ তু কথংচিৎ প্রতিপাদনম্ ইহাপি সমানম্।২৬১। ত্বংপদার্থঃ হি প্রমাতা, প্রমাণাধীনয়া প্রমিত্যা প্রমেয়ং ঘটাদি ব্যাপ্নোতি ইতি অবিদ্যাবিলসিতম্।২৬২। তদ্ অস্য অবিষয়ীভূতোদাসীন-তৎ-পদার্থ-প্রত্যগাত্ম-সামানাধিকরণ্যেন প্রমাতৃত্বাভাবাৎ তন্নিবৃত্তৌ প্রমাণাদয়ঃ তিস্রঃ বিধা নিবর্ত্তন্তে।২৬৩। ন হি পক্তুঃ অবস্তুত্বে পাক্য-পাক-পচনানি বস্তুসন্তি ভবিতুম্ অর্হন্তি ইতি।২৬৪। তথাহি—

> বিগলিতপরাগ্‌বৃত্ত্যর্থত্বং পদস্য তদস্তদা
> ত্বমিতি হি পদেনৈকার্থত্বে ত্বমিত্যপি যৎপদম্।

অন্যত্র সকল স্থলেই বুঝিতে হইবে।২৫৯। এই হেতু প্রমাণান্তরসিদ্ধ লৌকিক বিষয়েই শব্দের যখন এই প্রকার গতি হইল, তখন অলৌকিক যে প্রত্যগাত্মা, তদ্বিষয়ে আর কথা কি? ২৬০। অধিক দূরে না থাকিয়া কোন রূপে প্রতিপাদন করা এস্থলেও সমান হইতেছে।২৬১। ত্বং-পদার্থটী প্রমাতা, প্রমাণাধীন যে প্রমিতি, তাহার দ্বারা প্রমেয় যে ঘটাদি, তাহাকে ব্যাপিয়া থাকে। এই হেতু এই ব্যাপ্তি অবিদ্যারই বিলাস।২৬২। এইরূপ হয় বলিয়া প্রমিতির অবিষয়ীভূত উদাসীন যে তৎপদার্থরূপ প্রত্যগাত্মা, তাহার সহিত সামানাধিকরণ্যপ্রযুক্ত ইহার অর্থাৎ জীবের প্রমাতৃত্বের অভাব হয়, আর সেই কারণে প্রমাতৃত্বের নিবৃত্তিনিবন্ধন প্রমাণাদি যে তিনটী প্রকার, তাহাও নিবৃত্ত হইয়া যায়।২৬৩। প্রসিদ্ধই আছে যে, পাককর্ত্তা অবস্তু (অর্থাৎ মিথ্যা) হইলে পাক্য, পাক ও পচন এই তিনটী সত্য হইতে পারে না।২৬৪। ইহার প্রমাণ যথা—

"তৎ" এই পদের যে অর্থ, তাহাতে তৎ এই শব্দের পরাক্‌রূপে

প্রকাশ করিতে।২৬০। অর্থে—বিষয়ে। গতি—অবস্থা, দশা।২৬১। অদূরবিপ্রকর্ষেণ—অনধিক দূরে। প্রতিপাদন—শব্দদ্বারা বুঝান।২৬২। প্রমাণাধীনয়া প্রমিত্যা—প্রমাণের অধীন যে প্রমা জ্ঞান তাহার দ্বারা। প্রমেয়—যাহা প্রমার বিষয়। ব্যাপ্নোতি—ব্যাপ্ত করে; অবিদ্যাবিলসিতম্—অবিদ্যার বিলাস।২৬৩। তৎ—সেই হেতু। অস্য—জীবের। সামানাধিকরণ্যেন—একাধিকরণবৃত্তির দ্বারা। তিস্রঃ বিধাঃ—তিনটী প্রকার।২৬৪।

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

তদপি চ তদা গত্বৈকার্থ্যং বিশুদ্ধচিদাত্মতাং
ত্যজতি সকলান্ কর্তৃত্বাদীন্ পদার্থমলান্ নিজান্॥

ইতি আন্তরশ্লোকঃ। ২৬৫। অত্র এব অর্থে শ্রুতীঃ উদাহরতি—**তথাচ শাস্ত্রম্—যস্যামতম্** ইতি। ২৬৬। প্রকৃতম্ উপসংহরতি—**অতঃ অবিদ্যাকল্পিতেতি**। ২৬৭।

অন্বয়—তদঃ পদস্য বিগলিতপরাগ্‌বৃত্তিার্থত্বং তদা ত্বম্ ইতি পদেন একার্থত্বে ত্বম্ ইতি অপি যৎ পদং তৎ অপি তদা ঐকার্থ্যং বিশুদ্ধচিদাত্মতাং গত্বা সকলান্ কর্তৃত্বাদীন্ নিজান্ পদার্থমলান্ ত্যজতি।

বৃত্তি বিগলিত হয়, অর্থাৎ তৎপদার্থ পরাক্ (অর্থাৎ অপর ব্রহ্ম) নহে। সেই তৎ শব্দের সহিত ত্বম্ এই পদটীর সামানাধিকরণ্য আছে বলিয়া ত্বম্ এই যে পদটী, তাহাও তৎপদের সহিত, বিশুদ্ধচিদাত্মতারূপ যে একার্থতা, তাহাকে লাভ করিয়া কর্তৃত্বপ্রভৃতি সকল প্রকার নিজ পদার্থগত মলকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে—এইরূপ একটী আন্তর শ্লোক ও শাস্ত্রে পঠিত হইয়াছে। ২৬৫। এই বিষয়েই শ্রুতিসমূহও **তথা চ শাস্ত্রম্—যস্যামতম্** ইত্যাদি ভাষ্যে উদাহৃত করিতেছেন। ২৬৬। **অতঃ অবিদ্যাকল্পিত** ইত্যাদি ভাষ্যে প্রকৃত বিষয়ের উপসংহার করিতেছেন। ২৬৭।

ভামতীর তাৎপর্য্য।—ব্রহ্মবিজ্ঞান প্রধানকর্ম্ম বা গুণকর্ম্ম হইতে পারে না—ইহা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এক্ষণে ভাষ্যকার উহা যে জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার বিষয়ও হইতে পারে না—তাহাই বলিতেছেন। জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার বিষয় বলিতে জ্ঞেয় বস্তু বুঝিতে হইবে। কেন যে ব্রহ্ম জ্ঞানক্রিয়ার বিষয় নহে, ইহার উত্তরে ভাষ্যকার বহু শ্রুতির উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রহ্মকে জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার বিষয় বলিলে এই সকল শ্রুতির সহিত বিরুদ্ধ হইয়া উঠে। শ্রুতিগুলি ভাষ্য

পক্তুঃ=পাককর্ত্তার। অবস্তুত্বে=মিথ্যা হইলে। পাক্য=পাকের বিষয়। বস্তুসত্তি=সত্য। ২৬৫। বিগলিতপরাগ্‌বৃত্ত্যর্থত্বং=বিগলিতা পরাগ্‌ বৃত্তিঃ যস্য স বিগলিতপরাগ্‌বৃত্তিঃ, সঃ অর্থঃ যস্য তস্য ভাবঃ, অর্থাৎ—যাহার অর্থের বৃত্তি পরাগ্‌ অর্থাৎ জীবে বিগলিত হয় তাহার ভাব। তদঃ=তৎ শব্দের। তদা=তৎ পদের সহিত। ঐকার্থ্যং=সমানাধিকরণ্য। গত্বা=প্রাপ্ত হইয়া। পদার্থ মলান্=পদার্থগত কর্তৃত্ব প্রভৃতি যে মল অর্থাৎ দোষ সেই সকলকে। ২৬৬। শ্রুতীঃ=শ্রুতিবাক্যসমূহ।

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

মধ্যেই উদ্ধৃত হইয়াছে, এজন্য এস্থলে তাহাদের পুনরুল্লেখ করা হইল না। যদি বল, ব্রহ্ম জ্ঞানক্রিয়ার বিষয় না হইলে তাহা যে শাস্ত্রযোনি অর্থাৎ শাস্ত্রের প্রমাণ্যগম্য—একথা কি করিয়া সিদ্ধ হয়? তাহার উত্তর দিবার জন্য ভাষ্যকার অবিষয়ত্বে ইত্যাদি ভাষ্যের অবতারণা করিয়াছেন। (৮৯) ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মের উপাস্যস্বরূপ অনভিমত পক্ষকে নিরাকৃত করিবার জন্য যে বিচারের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহার ফলে জ্ঞানক্রিয়ার অবিষয়ত্ব ব্রহ্মের যদি সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রযোনিত্বাৎ এই সূত্রের অসঙ্গতি হইয়া পড়ে। আর তাহা যদি হয়, তাহা হইলে উপদ্রবশান্তি করিতে প্রবৃত্ত ব্যক্তির পক্ষে যেমন পুরোহিতের দোষে বেতাল বা ভূতের আবির্ভাব হয়, এই স্থলেও সেইরূপই ঘটিল বলিতে হইবে। অর্থাৎ ব্রহ্মের উপাস্যত্ব-নিরাকরণ করিতে যাইয়া ব্রহ্মের অবিষয়ত্বনিবন্ধন "শাস্ত্রযোনিত্ব" সূত্রের সহিত বিরোধ হইল। সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সূত্রান্তরের সহিত বিরোধ করা নিতান্ত অসঙ্গত। অতএব বলিতে হইবে, ব্রহ্মের অবিষয়ত্ব শাস্ত্রসম্মত নহে। এইরূপ শঙ্কার পরিহারার্থ ভাষ্যকার বলিতেছেন—ন, ইত্যাদি (ভাষ্য ৯০)। অর্থাৎ ভাষ্যকার এতদুত্তরে বলিতেছেন যে, যেহেতু শাস্ত্র অবিদ্যাকল্পিত যে ভেদ, তাহারই নিবৃত্তিকে লক্ষ্য করিয়া থাকে, ইত্যাদি। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কেবল বেদান্তশাস্ত্র কেন, কি লৌকিক, কি অলৌকিক, সকল প্রকার বাক্যই কখনই বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ প্রত্যক্ষবৎ বুঝাইয়া দিতে সমর্থ হয় না (ভাঃ ২৫৭)। যেমন রসনেন্দ্রিয়দ্বারা ইক্ষু গুড় ও ক্ষীরের যে বিশেষ বিশেষ মাধুর্য্য অনুভূত হয়, তাহা শব্দদ্বারা কখনই কাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যায় না। (ভা ২৫৮)। আর তাহা যদি হয় তবে, যাহা কোন প্রকার লৌকিক প্রমাণের বিষয় নহে, তাহাকে উপনিষৎরূপ শাস্ত্র সাক্ষাৎভাবে কি করিয়া বুঝাইয়া দিবে? সুতরাং বলিতে হইবে যে, ব্রহ্ম যে শাস্ত্ররূপ প্রমাণগম্য, সেই শাস্ত্র যে ব্রহ্মকে বুঝাইয়া দেয় (এইরূপ বলা হয়) তাহার অর্থ ইহা নহে যে, শাস্ত্রদ্বারা ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান হয়, পরন্ত তাহার অর্থ—এই যে, ব্রহ্মে যে ভেদসমূহ কল্পিত হইয়াছে, শাস্ত্র তাহারই নিবৃত্তি করিয়া দেয়। শাস্ত্র তাহাকে প্রকাশ করে না, পরন্ত তাহার যে কল্পিতরূপ, তাহাকেই নিষেধ করে এইমাত্র। যদি বল, তাহাকে তবে বুঝা যায় কিরূপে? লৌকিক অলৌকিক সকল প্রমাণেরই যদি তাহা অবিষয়

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

হইল, তবে তাহা যে আছে, তাহার প্রমাণ কি? তাহার উত্তর এই যে, উহা স্বপ্রকাশ ও সকলের আত্মভূত বস্তু। উহাকে বুঝিবার জন্য কোন প্রকার প্রমাণের অপেক্ষা নাই। তাহাকে যে আমরা বিপরীতভাবে বুঝি, শাস্ত্রে তাহারই নিবৃত্তি করিয়া দেয় মাত্র; আর এই জন্যই শাস্ত্রের সার্থকতা আছে। লৌকিক শব্দপ্রমাণ যেমন সাক্ষাৎভাবে বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ বুঝায় না, পরন্তু একটু দূরে থাকিয়া তাহার স্বরূপ বুঝাইবার পক্ষে সাহায্য করে, বেদান্ত শাস্ত্রও সেইরূপ দূরে থাকিয়াই তাহাকে এইভাবে বুঝাইয়া দেয়। (ভাঃ ২৬১)।

তাহার পর ব্রহ্মকে যে ঘটপটাদির ন্যায় ও বুঝা যায় না, তাহার হেতু এই যে, প্রমাতা যে জীব, তাহা প্রমাণের সাহায্যেই প্রমেয়ের স্বরূপ নির্ণয় করে। আর সেই নির্ণয়কালে প্রমাণ, প্রমেয় ও প্রমাতার মধ্যে যে পরস্পর ভেদ, যাহা অবিদ্যার কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহা প্রকাশিত হয়। বস্তুতঃ এইরূপ ভেদ না থাকিলে প্রমাণ-প্রমেয়-প্রমাতৃভাবের সিদ্ধিই হয় না। ব্রহ্ম কিন্তু সকল প্রকার ভেদবর্জ্জিত বলিয়া তাহাতে কোন প্রকার প্রমাণ-বিষয়ত্ব সম্ভবপর হয় না। অতএব ব্রহ্ম যে ঘট-পটাদির ন্যায় জ্ঞেয় হয় না, তাহা বলাই বাহুল্য।

যদি বল, ব্রহ্মে কোন প্রকার ভেদ নাই—তাহা কে বলিল, তাহার উত্তর এই যে, দেখ শাস্ত্রেই বলিয়া দিতেছে "তত্ত্বমসি" অর্থাৎ তাহাই তুমি। ইহাতে ত্বম্ পদার্থ হইল—প্রমাতা জীব, তাহাকে তৎপদার্থ যে ব্রহ্ম তাহার সহিত অভিন্ন বলা হইতেছে। এখন সেই যে তৎপদার্থ, তাহাকে সেই শাস্ত্রই বলিয়াছেন—একমেবাদ্বিতীয়ম্ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার ভেদবিবর্জ্জিত এক অদ্বিতীয়, অশব্দ-অস্পর্শ অরূপ ও অব্যয় ইত্যাদি। সুতরাং, এই যে তৎপদার্থ, তাহা হইল সকল প্রকার ভেদবিবর্জ্জিত পদার্থ। আর তাহারই সঙ্গে যখন এই প্রমাতৃরূপ ভেদবদ্‌বস্তুর অভেদ নির্দ্দেশ করা হইতেছে, তখন, ভেদরূপ কল্পিত ধর্ম্মের নিবৃত্তি ব্যতীত তাহা সম্ভবপর হয় না—ইহা অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে। আর তাহা যদি হয়, তবে প্রমাণ, প্রমেয় ও প্রমাতা এই তিন প্রকার যে ভেদ, তাহাদের নিবৃত্তিই যে ঐরূপ শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য্য, তাহা বলাই বাহুল্য, (ভা, ২৬৩)। দেখ, পাচক যে পাককার্য্য করে, সে পাকক্রিয়ার কর্ত্তা হয়, পাকটী হয় কার্য্য, এবং পাচ্য হয় তণ্ডুলাদি কর্ম্ম। এই তিন-

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

টীর মধ্যে পাককর্ত্তা যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে পাক ও পাচ্যরূপ যে অবশিষ্ট দুইটী, তাহারাও মিথ্যা হইতে বাধ্য হয়। সেইরূপ প্রমাতা যদি স্বরূপতঃ অদ্বয় অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মস্বরূপ হওয়ায় প্রমাতৃস্বরূপে মিথ্যা হইল, তাহা হইলে প্রমাণ ও প্রমেয় যে মিথ্যা হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? সুতরাং পরমার্থসৎ যে ব্রহ্ম, তাহা কল্পিত যে প্রমেয়, তাহার স্বরূপ—ইহা কি করিয়া হইবে ? ব্রহ্মকে যে প্রমেয় বলা হয়, তাহা সগুণ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয়, অর্থাৎ মায়াশবল ব্রহ্মকেই শাস্ত্রে প্রমেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। প্রকৃত ব্রহ্ম প্রমেয়ও নহেন। (ভাঃ ২৬৪)।

এই কথাটী অতি সুন্দর ভাবে একটী প্রসিদ্ধ শ্লোকমধ্যে বর্ণিত করা হইয়াছে। তাহার অর্থও অনুবাদ মধ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

এক্ষণে উপরিউক্ত সিদ্ধান্তের অনুকূলে শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শন করিবার জন্য ভাষ্যকার **তথাচ শাস্ত্রম্** ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিয়াছেন। (ভাষ্য ৯২)। আর এইরূপ যুক্তি ও শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্মের অবিষয়ত্ব উপপাদন করিয়া ভাষ্যকার এক্ষণে প্রকৃত বিচারের উপসংহার করিবার জন্য বলিতেছেন—**অবিদ্যাকল্পিত** ইত্যাদি (ভাঃ ২৬৭)। *

এইবার দেখা যাউক, এই ভাষ্যের রত্নপ্রভাকর কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

রত্নপ্রভা।

ব্রহ্মের কর্ম্মত্বপ্রবেশ ভাষ্যব্যাখ্যা।

ননু ব্রহ্ম কার্য্যাঙ্গং কারকত্বাৎ পয়োবেক্ষণকর্ম্মকারকাভাববৎ, ইতি চেৎ ? কিং জ্ঞানে ব্রহ্মণঃ কর্ম্মকারকত্বম্ উত উপাসনায়াম্। ন আদ্যঃ, ইত্যাহ—ন চ ইতি। শাব্দজ্ঞানং বিধিক্রিয়াশব্দার্থঃ। বিদিতং কার্য্যম্ অবিদিতং কারণম্ তস্মাৎ অধি অন্তৎ ইত্যর্থঃ। যেন আত্মনা ইদং সর্ব্বং দৃষ্টং লোকো জানাতি তং কেন কারণেন জানীয়াৎ ? তস্মাৎ অবিষয় আত্মা ইত্যর্থঃ। ন দ্বিতীয় ইত্যাহ—তথা

* এই স্থলটীর প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, ভামতীকার শব্দের দ্বারা ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান যে হয়, তাহা স্বীকার করেন না। শব্দদ্বারা অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান হয়—ইহা অপর সম্প্রদায়ের মত। এ বিষয় বিস্তৃতভাবে পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে।

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

ইতি। "যন্মনসা ন মনুতে" ইতি শ্রুত্যা লোকো মনসা যৎ ব্রহ্ম ন জানাতি ইতি অবিষয়ত্বম্ উক্ত্বা তদেব অবেদ্যং ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি। যৎ তু উপাধিবিশিষ্টং দেবতাদিকম্ ইতি উপাসতে জনাঃ নেদং ব্রহ্ম ইত্যর্থঃ। ব্রহ্মণঃ শাব্দবোধা-বিষয়ত্বে প্রতিজ্ঞাহানিঃ ইতি শঙ্কতে—**অবিষয়ত্বে** ইতি। বেদান্তজন্যবৃত্তি-কৃতাবিদ্যানিবৃত্তিফলশালিতয়া শাস্ত্রপ্রমাণকত্বং বৃত্তিবিষয়ত্বেঽপি স্বপ্রকাশ-ব্রহ্মণঃ বৃত্ত্যভিব্যক্তস্ফুরণাবিষয়ত্বাৎ অপ্রমেয়ত্বম্ ইতি পরিহরতি—**ন** ইতি। পরত্বাৎ ফলত্বাৎ ইত্যর্থঃ। নিবৃত্তিরূপব্রহ্মতাৎপর্য্যাৎ ইতি বা অর্থঃ। উক্তং বিবৃণোতি—**ন হি** ইতি। চিদ্‌বিষয়ত্বম্ ইদন্ত্বম্। অবিষয়তয়া=অনিদন্তয়া। অদৃশ্যত্বে শ্রুতিম্ আহ—**তথা চ** ইতি। যস্য ব্রহ্ম অমতং=চৈতন্যাবিষয় ইতি নিশ্চয়ঃ, তেন সম্যক্ অবগতম্। যস্য তু অজ্ঞস্য ব্রহ্ম চৈতন্যং বিষয় ইতি মতং স ন বেদ। উক্তমেব দার্ঢ্যার্থম্ অনুবদতি—**অবিজ্ঞাতম্** ইতি। অবিষয় তয়া ব্রহ্ম বিজানতাম্ অবিজ্ঞাতম্ অদৃশ্যম্ ইতি পক্ষঃ। অজ্ঞানাং তু ব্রহ্ম বিজ্ঞাতং দৃশ্যম্ ইতি পক্ষ ইত্যর্থঃ। দৃষ্টেঃ দ্রষ্টারং চাক্ষুষমনোবৃত্তেঃ সাক্ষিণম্। অনয়া দৃশ্যয়া দৃষ্ট্যা ন পশ্যেঃ বিজ্ঞাতেঃ বুদ্ধিবৃত্তেঃ নিশ্চয়রূপায়াঃ সাক্ষিণং তথা ন বিষয়ীকুর্য্যাৎ ইত্যাহ—**ন** ইতি। নন্বু অবিদ্যাদিনিবর্ত্তকত্বেন শাস্ত্রস্য প্রামাণ্যে-ঽপি নিবৃত্তেঃ আগন্তুকত্বাৎ মোক্ষস্য অনিত্যত্বং স্যাৎ ইতি ন ইত্যাহ—**অত** ইতি। তত্ত্বজ্ঞানাৎ ইত্যর্থঃ। ধ্বংসস্য নিত্যত্বাৎ আত্মরূপত্বাৎ চ ন অনিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ ইত্যর্থঃ।

ইহার তাৎপর্য্য এই—আচ্ছা, ব্রহ্ম কার্য্যের অঙ্গ, যেহেতু তাহা কারক, যেমন পত্নাবেক্ষণরূপ যে ক্রিয়া তাহার কর্ম্মকারক যে আজ্য তাহা, এইরূপ যদি বলা হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, বল দেখি, সেই ব্রহ্ম জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার কর্ম্মকারক, অথবা উপাসনারূপ ক্রিয়ার কর্ম্মকারক। ইহার উত্তরে বলিতে হইবে—প্রথম প্রকারটা হইতে পারে না, আর ইহাই ভাষ্যকার—**ন চ** ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা বলিতেছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই—বিদিক্রিয়া শব্দের অর্থ—শাব্দ-বোধ ; বিদিত শব্দের অর্থ—কার্য্য, অবিদিত শব্দের অর্থ—কারণ, তাহা হইতে অধি অর্থাৎ অতিরিক্ত। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে আত্মার দ্বারা লোক সকল সমুদায় দৃশ্য দেখিয়া থাকে, সেই আত্মাকে কোন্ প্রমাণদ্বারা জানা যাইবে ? সেই হেতু আত্মা অবিষয়। তাহার পর দ্বিতীয় পক্ষও নহে—ইহাই ভাষ্যকার

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

তথা ইত্যাদি ভাষ্যদ্বারা বলিতেছেন। "যন্মনসা ন মনুতে" অর্থাৎ যাহা মনের দ্বারা জানা যায় না, এই শ্রুতির দ্বারা লোক সকল মনদ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে পারে না, এইরূপে ব্রহ্মের অবিষয়ত্ব বলিয়া 'সেই ব্রহ্ম অবেদ্য ইহা তুমি জান'—ইহা বলা হইয়াছে। আর যে উপাধিবিশিষ্ট দেবতাপ্রভৃতিকে লোকে উপাসনা করিয়া থাকে, তাহা ব্রহ্ম নয়, ইত্যাদি। ইহাই হইল উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য। ব্রহ্ম শাব্দবোধের বিষয় না হইলে প্রতিজ্ঞাহানি হয়—ইহাই ভাষ্যকার **অবিষয়ত্বে** ইত্যাদি ভাষ্যদ্বারা শঙ্কা করিতেছেন। বেদান্ত-জন্য যে ব্রহ্মাকার চিত্তবৃত্তি সেই চিত্তবৃত্তি হইতে উৎপন্ন যে অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ ফল, সেই ফলশালী হয় বলিয়া ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণকত্ব সিদ্ধ হয়। আর বৃত্তির বিষয় হইলেও ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ বলিয়া বৃত্তিতে অভিব্যক্ত যে স্ফুরণ, সেই স্ফুরণের বিষয় হয় না বলিয়া ব্রহ্ম অপ্রমেয়ও হইয়া থাকে। ইহা বলিয়া উক্ত আশঙ্কার পরিহার করিবার জন্য ভাষ্যকার বলিতেছেন—ন ইত্যাদি। **পরত্বাৎ** শব্দের অর্থ ফলত্বপ্রযুক্ত। অথবা নিবৃত্তিরূপ যে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মে তাৎপর্য্য থাকা প্রযুক্ত। এইরূপে ভাষ্যে যাহা বলা হইল, তাহাই ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিবার জন্য বলিতেছেন—ন হি ইত্যাদি। ইদন্ত্ব শব্দের অর্থ চিদ্‌বিষয়ত্ব। সুতরাং অনিদন্তয়া শব্দের অর্থ হইল—অবিষয়ত্বপ্রযুক্ত। **তথা চ** ইত্যাদি ভাষ্যদ্বারা ভাষ্যকার ব্রহ্মের অদৃশ্যত্বাদির পক্ষে শ্রুতিপ্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছেন। অর্থাৎ যাহার ব্রহ্ম অমত অর্থাৎ চৈতন্যের অবিষয়—এই প্রকার নিশ্চয় হয়, তাহারই নিকট ব্রহ্ম সম্যক্ অবগত হয়। যে অজ্ঞ ব্যক্তির নিকট কিন্তু ব্রহ্ম চৈতন্য-বিষয় হয়—এইরূপ মনে করা হয়, সে জানে না। এই কথা দৃঢ় করিবার জন্য অনুবাদ করিতেছেন—**অবিজ্ঞাতম্** ইত্যাদি। অবিষয়তাপ্রযুক্ত ব্রহ্মবিজ্ঞাতৃ-গণের অবিজ্ঞাত অর্থাৎ অদৃশ্য—ইহাই এস্থলে পক্ষ অর্থাৎ সিদ্ধান্ত। অজ্ঞানী দিগের কিন্তু ব্রহ্ম বিজ্ঞাত অর্থাৎ দৃশ্য ইহাই সিদ্ধান্ত। **দৃষ্টেঃ দ্রষ্টারং** শব্দের অর্থ—চক্ষু ও মনোবৃত্তির সাক্ষীকে, এই দৃশ্যভূত দৃষ্টির দ্বারা "ন পশ্যেঃ" অর্থাৎ বিজ্ঞাতি অর্থাৎ নিশ্চয়রূপা যে বুদ্ধিবৃত্তি তাহার সাক্ষীস্বরূপ আত্মাকে বিষয় করা যায় না—ইহাই ভাষ্যকার **ন ইতি** ইত্যাদি ভাষ্যদ্বারা বলিতেছেন। আচ্ছা, অবিদ্যাদির নিবর্ত্তকত্বপ্রযুক্ত শাস্ত্রের প্রামাণ্য থাকিলেও নিবৃত্তিটী আগন্তুক হয় বলিয়া ত মোক্ষের অনিত্যত্ব হইতে পারে?—ইহাই ভাষ্যকার

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

শাঙ্করভাষ্য—মোক্ষ কর্ম্মের ফল নহে।

যস্য তু উৎপাদ্যঃ মোক্ষঃ তস্য মানসং বাচিকং কায়িকং বা কার্য্যম্ অপেক্ষতে ইতি যুক্তম্। ৯৪। তথা বিকার্য্যত্বে চ, তয়োঃ পক্ষয়োঃ মোক্ষস্য ধ্রুবম্ অনিত্যত্বম্। ৯৫। ন হি দধ্যাদি বিকার্য্যম্ উৎপাদ্যং বা ঘটাদি নিত্যং দৃষ্টং লোকে। ৯৬। ন চ আপ্যত্বেনাপি কার্য্যাপেক্ষা, স্বাত্মস্বরূপত্বে সতি অনাপ্যত্বাৎ। ৯৭। স্বরূপব্যতিরিক্তত্বেঽপি ব্রহ্মণঃ ন আপ্যত্বম্, সর্ব্বগতত্বেন নিত্যাপ্তস্বরূপত্বাৎ সর্ব্বেণ ব্রহ্মণঃ আকাশস্য ইব। ৯৮। নাপি সংস্কার্য্যঃ মোক্ষঃ, যেন ব্যাপারম্ অপেক্ষেত

অতঃ ইত্যাদি ভাষ্যদ্বারা বলিতেছেন। অতঃ শব্দের অর্থ—তত্ত্বজ্ঞান হইতে। ধ্বংসটী নিত্য ও আত্মস্বরূপ বলিয়া মোক্ষের অনিত্যত্ব প্রসঙ্গ হইল না—ইহাই এইস্থলে অর্থ। *

ভাষ্যানুবাদ—যাহার মতে কিন্তু মোক্ষ উৎপাদ্য হয়, তাহার মতে [মোক্ষ] মানস বাচিক বা কায়িক কার্য্যকে অপেক্ষা করে—ইহা হওয়া উচিত। ৯৪। সেইরূপই বিকার্য্যত্বপক্ষেও, আর সেই দুই পক্ষেই মোক্ষের নিশ্চিত অনিত্যত্ব প্রসক্ত হয়। ৯৫। যেহেতু বিকার্য্য দধিপ্রভৃতি অথবা উৎপাদ্য ঘটাদি, লোকমধ্যে নিত্য দেখা যায় না। ৯৬। আর আপ্যস্বরূপেও কার্য্যের অপেক্ষা আছে—ইহা বলা যায় না; কারণ, [মোক্ষ] আত্মস্বরূপ বলিয়া অনাপ্য হয়। ৯৭। স্বরূপ হইতে ব্যতিরিক্ত হইলেও ব্রহ্মের আপ্যত্ব হইতে পারে না; কারণ, ব্রহ্মের সর্ব্বগতত্বপ্রযুক্ত সর্ব্বকর্ত্তৃক নিত্য আপ্তস্বরূপত্ব আকাশের ন্যায় রহি-

ভাষ্যের শব্দার্থ—৯৪। যস্য = যাহার মতে। ৯৫। ধ্রুবম্ = নিশ্চিত। ৯৬। দধ্যাদি = দধি প্রভৃতি। ৯৭। আপ্যত্বেন = প্রাপ্তির যোগ্য বলিয়া। কার্য্যাপেক্ষা = কার্য্যের সহিত সম্বন্ধ। স্বাত্মস্বরূপত্বে সতি = নিজ আত্মার স্বরূপতা থাকায়। ৯৮। স্বরূপব্যতিরিক্তত্বেঽপি = জীবের

* এস্থলে দেখা যাইবে বেদান্তমতে অভাবটী অধিকরণের স্বরূপ, কিন্তু ন্যায়মতে অতিরিক্ত বলা হয়। এজন্য সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী দ্রষ্টব্য। বেদান্তমতের বিচার এই গ্রন্থে যথাস্থানে কথিত হইবে। বেদান্তমতে অভাব অধিকরণ স্বরূপ হওয়ায়, অদ্বৈতসিদ্ধির আনুকূল্য হয়, এবং ন্যায় মতে উহাতে পৃথক্ একটী পদার্থ বলায় দ্বৈতসিদ্ধির আনুকূল্য হয়। এই দুই মতে এই মতভেদটী বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়।

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

। ৯৯। সংস্কারো হি নাম সংস্কার্য্যস্য গুণাধানেন বা স্যাৎ দোষাপনয়নেন বা। ১০০। ন তাবৎ গুণাধানেন সম্ভবতি, অনাধেয়াতিশয়ব্রহ্মস্বরূপত্বাৎ মোক্ষস্য। ১০১। নাপি দোষাপনয়নেন, নিত্যশুদ্ধব্রহ্মস্বরূপত্বাৎ মোক্ষস্য। ১০২। স্বাত্মধর্ম্ম এব সন্ তিরোভূতঃ মোক্ষঃ ক্রিয়য়া আত্মনি সংস্ক্রিয়মাণে অভিব্যজ্যতে, যথা আদর্শে নিঘর্ষণক্রিয়য়া সংস্ক্রিয়মাণে ভাস্বরত্বং ধর্ম্ম ইতি চেৎ, ন, ক্রিয়াশ্রয়ত্বানুপপত্তেঃ আত্মনঃ। ১০৩। যদাশ্রয়া ক্রিয়া তম্ অবিকুর্ব্বতী নৈব আত্মানং লভতে। ১০৪। যদি আত্মা ক্রিয়য়া বিক্রিয়েত অনিত্যত্বম্ আত্মনঃ প্রসজ্যেত। ১০৫। "অবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে" ইতি চ

য়াছে। ৯৮। আর মোক্ষ সংস্কার্য্যও হইতে পারে না, যাহার ফলে কোন ব্যাপারকে তাহা অপেক্ষা করিবে। ৯৯। যেহেতু সংস্কার, সংস্কার্য্যের গুণাধান বা দোষাপনয়ন দ্বারা সিদ্ধ হয়। ১০০। আর গুণাধান দ্বারা ব্রহ্মে সংস্কার সিদ্ধ হইতে পারে না; যেহেতু অনাধেয়াতিশয় যে ব্রহ্ম, মোক্ষ তাহারই স্বরূপ। ১০১। আর দোষাপনয়নদ্বারাও ব্রহ্মে সংস্কার হয় না, যেহেতু মোক্ষ নিত্যশুদ্ধ ব্রহ্মের স্বরূপ। ১০২। মোক্ষ নিজ আত্মধর্ম্ম হইলেও তিরোভূত, এজন্য ক্রিয়ার দ্বারা আত্মা সংস্কৃত হইলে অভিব্যক্ত হয়, যেমন আদর্শ ঘর্ষণক্রিয়ার দ্বারা সংস্কৃত হইলে তাহাতে ভাস্বরত্ব ধর্ম্ম হয়—এইরূপ যদি বল, তাহাও নহে—যেহেতু আত্মার ক্রিয়াশ্রয়ত্ব অনুপপন্ন হয়। ১০৩। যাহাকে আশ্রয় করিয়া ক্রিয়া হয়, তাহাকে অবিকৃত করিয়া ক্রিয়া আত্মলাভ করিতে পারে না। ১০৪। যদি আত্মা ক্রিয়ার দ্বারা বিকৃত হন, তাহা হইলে আত্মার অনিত্যত্ব প্রসক্ত হয়

নিজের স্বরূপ হইতে ভিন্ন হইলেও। সর্বেণ=সর্ব্বকর্ত্তৃক। ৯৯। সংস্কার্য্যঃ=সংস্কারসাধ্য। ব্যাপার=ক্রিয়া। ১০০। গুণাধানেন=গুণের উৎপাদন দ্বারা। ১০১। অনাধেয়াতিশয়ব্রহ্মস্বরূপত্বাৎ=অনাধেয় (অনুৎপাদ্য) হইয়াছে অতিশয় (অবস্থান্তর) যাহার সেই ব্রহ্মের স্বরূপত্বপ্রযুক্ত। ১০৩। সন্=হইলেও। সংস্ক্রিয়মাণে=সংস্কৃত হইলে। অভিব্যজ্যতে=অভিব্যক্ত হয়। আদর্শ=দর্পণ। নিঘর্ষণক্রিয়য়া=ঘষা রূপ ক্রিয়ার দ্বারা। ভাস্বরত্ব=দীপ্তিমত্ব। উজ্জ্বলতা। ১০৪। যদাশ্রয়া=যাহা হইয়াছে আশ্রয় যাহার তাহা। অবিকুর্ব্বতী=বিকৃত না করিয়া। আত্মানং লভতে=আত্মাকে লাভ করে অর্থাৎ নিজ অস্তিত্ব প্রাপ্ত হয়। ১০৫।

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

এবমাদীনি বাক্যানি বাধ্যেরন্। ১০৬। তৎ চ অনিষ্টম্ ।১০৭। তস্মাৎ ন স্বাশ্রয়া ক্রিয়া আত্মনঃ সম্ভবতি। ১০৮।

। ১০৫। আর "ইহা অবিকার্য্য বলিয়া উক্ত হয়" এইরূপ যে শ্রুতিবাক্যসমূহ, তাহা হইলে তাহারা বাধিত হয়।১০৬। আর সেই বাধ হওয়া ইষ্ট নহে। ১০৭। সেই হেতু আত্মার স্বগত ক্রিয়া সম্ভবপর নহে। ১০৮।

ভাষ্যের সরলার্থ। যাহার মতে মোক্ষ ঘটপটাদির ন্যায় উৎপাদ্য—তাহারই মতে মোক্ষ নিজের উৎপত্তির জন্য কোনপ্রকার কায়িক, বাচিক বা মানসিক কার্য্যকে অপেক্ষা করিয়া থাকে—এই প্রকার কল্পনা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে। সেইরূপ মোক্ষকে যাহারা বিকার্য্য বলিয়া অঙ্গীকার করে, তাহাদের মতেও মোক্ষ—কোন একটী কার্য্যকে অপেক্ষা করিয়া থাকে, এইরূপ কল্পনা সম্ভবপর হইয়া থাকে ইহা জানিতে হইবে। কিন্তু, এই দুই প্রকার মতেই মোক্ষকে নিশ্চয়ই অনিত্য বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে। দধিপ্রভৃতি বস্তু দুগ্ধের বিকার, এবং ঘটপ্রভৃতি উৎপাদ্য কার্য্য—লোকে নিত্য বলিয়া দৃষ্ট হয় না। সেই মোক্ষ যদি বিকার্য্য বা উৎপাদ্য কার্য্য হইত, তাহা হইলে, মোক্ষ কখনই নিত্য বলিয়া—অঙ্গীকৃত হইতে পারিত না, ইহা স্থির। মোক্ষ আপ্য, অর্থাৎ মোক্ষ বিকার্য্য বা উৎপাদ্য কর্ম্ম না হইলেও যেমন গমনক্রিয়ার কর্ম্ম গ্রাম ; বিকার্য্য বা উৎপাদ্য কর্ম্ম না হইলেও উহা আপ্য অর্থাৎ প্রাপ্তির যোগ্য বলিয়া গমনক্রিয়ার কর্ম্মরূপে অভিহিত হয়, সেইরূপ মোক্ষ উপাসনাক্রিয়ার উৎপাদ্য বা বিকার্য্য কর্ম্ম না হইলেও, উহা উপাসনাক্রিয়ার আপ্য কর্ম্ম ত হইতে পারে,—এইরূপে মোক্ষকে উপাসনার আপ্যকর্ম্ম বলিয়া, নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে বলিয়া যদি ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও তাহার কোন কার্য্যের অপেক্ষা করিতে হয় না ; কারণ, মোক্ষ জীবের আত্মারই স্বরূপ। যাহা আত্মস্বরূপ তাহা সর্ব্বদাই প্রাপ্ত বলিয়া কোন ক্রিয়া দ্বারা তাহা আপ্য হইতে পারে না। মোক্ষ যদি ব্রহ্মের স্বরূপ হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ ভিন্ন হয়, তাহা হইলেও, তাহা কিছুতেই আপ্য হইতে পারে

প্রসজ্যেত=প্রসক্ত হয়। ১০৬। বাধ্যেরন্=বাধিত হয়। ১০৮। স্বাশ্রয়া ক্রিয়া=যে ক্রিয়ার আশ্রয় আত্মা নিজে হয়।

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

না। ব্রহ্ম, যে হেতু সকল বস্তুরই অন্তর্গত—সেই কারণে সকল বস্তুরই নিত্য প্রাপ্ত ; যেমন আকাশ সকল বস্তুর সহিত সর্ব্বদা সম্বন্ধ। এই কারণে, আকাশ কাহারও আপ্য হইতে পারে না, কিংবা আকাশেরও কেহ আপ্য হইতে পারে না। বস্তুতঃ সেই ব্রহ্ম সর্ব্বগত বলিয়া ব্রহ্ম কাহারও আপ্য হইতে পারে না, এবং কোন বস্তুও ব্রহ্মের আপ্য হইতে পারে না। মোক্ষকে সংস্কার্য্য কর্ম্মও বলা যায় না ; তাহা যদি হইত, তাহা হইলে, মোক্ষ কোন কার্য্যের অপেক্ষা করিত। তাহার পর সংস্কার কেমন করিয়া হয় ? সংস্কার্য্য বস্তুতে পূর্ব্বে যে গুণ ছিল না, এমন কোন গুণের উৎপাদন করিলে, সেই বস্তুর সংস্কার হইয়াছে, ইহা বলা যায়, কিম্বা কোন বস্তুর অগ্রে কোন দোষ থাকিলে, পরে যদি ঐ দোষের নিরাকরণ করা যায়, তাহা হইলেও ঐ বস্তুর সংস্কার হইয়াছে, ইহা বলা যায়। কোনপ্রকার গুণের উৎপাদনদ্বারা আত্মার সংস্কার হইলে মোক্ষ হইবে, এই প্রকার কল্পনাও যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না ; কারণ, যাহাতে কোন প্রকার গুণ বা অতিশয়ের আধান সম্ভবপর নহে, সেই ব্রহ্মই মোক্ষের যখন স্বরূপ, তখন নূতন কোন গুণের আধানদ্বারা মোক্ষ সংস্কার্য্য হইবে, এই কল্পনা কি প্রকারে যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে ? আর কোন প্রকার দোষের অপনয়নদ্বারা, মোক্ষ সংস্কার্য্য হইবে, ইহাও স্বীকার করা যায় না ;—কারণ, মোক্ষ—নিত্য, সর্ব্বদোষবিনির্ম্মুক্ত, এবং বিজ্ঞানময় ব্রহ্মেরই স্বরূপ মাত্র।

পূর্ব্বপক্ষী পুনরায় শঙ্কা করিতেছেন যে—মোক্ষ আত্মারই ধর্ম্ম। কিন্তু উহা আদর্শের ধর্ম্ম স্বচ্ছতার ন্যায় সময়বিশেষে তিরোভূত হইয়া থাকে। মাজিলে যেমন আদর্শ সংস্কৃত হয় এবং তাহার ধর্ম্ম স্বচ্ছতা আবির্ভূত হয়, সেইরূপ আত্মা সংস্কৃত হইলে, আদর্শের ধর্ম্ম ভাস্বরতা বা স্বচ্ছতার ন্যায় ঐ তিরোভূত মোক্ষ আবার অভিব্যক্ত হয়—এই প্রকার কল্পনা করিলে ত সকল প্রকারেরই উপপত্তি হইতে পারে—এই প্রকার মতও যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। কারণ, দর্পণের ন্যায় আত্মাতে কোনপ্রকার ক্রিয়ার আশ্রয়ত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। ক্রিয়া যে আশ্রয়ে উৎপন্ন হয়, সেই আশ্রয়কে বিকৃত অর্থাৎ অবস্থান্তরের আশ্রয় না করিয়া কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না। এই নিয়মানুসারে যদি আত্মাতে ক্রিয়া হয়—এইরূপ অঙ্গীকার করা যায়, তাহা হইলে, আত্মার সাংখ্যমতের পরিণামি দ্রব্যের ন্যায় অনিত্যত্ব হইয়া পড়ে। যদি

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

ভামতী—মোক্ষকর্ম্ম ফল নহে—এই ভাষ্যব্যাখ্যা।

পরপক্ষে মোক্ষস্য অনিত্যতাম্ আপাদয়তি—**যস্য তু** ইতি। ২৬৮। কার্য্যম্ অপূর্ব্বং যাগাদিব্যাপারজন্যং তম্ অপেক্ষতে মোক্ষঃ স্বোৎপত্তৌ ইতি। ২৬৯। **তয়োঃ পক্ষয়োঃ** ইতি—নির্বর্ত্ত্যবিকার্য্যয়োঃ। ২৭০, ২৭১। ক্ষণিকং জ্ঞানম্ আত্মা ইতি বৌদ্ধাঃ। ২৭২। তথা চ বিশুদ্ধবিজ্ঞানোৎপাদঃ মোক্ষ ইতি নির্বর্ত্ত্যো মোক্ষঃ, অন্যেষাং তু সংসাররূপাবস্থাম্ অপহায় যা কৈবল্যাবস্থাবাপ্তিঃ আত্মনঃ স মোক্ষঃ ইতি বিকার্য্যঃ মোক্ষঃ। ২৭৩। যথা পয়সঃ পূর্ব্বাবস্থাপহানেন অবস্থান্তর-প্রাপ্তিঃ; বিকারঃ দধি ইতি। ২৭৪। তৎ এতয়োঃ পক্ষয়োঃ অনিত্যতা

বল তাহাতে ক্ষতি কি? তাহার উত্তর এই যে "এই আত্মা অবিকার্য্য—এইরূপ উক্ত হইয়াছে" এইপ্রকার শ্রুতিবাক্যগুলি, তাহা হইলে, বাধিত হইয়া পড়ে। এই সকল শ্রুতিবাক্যের বাধ কোন আস্তিকেরই ইষ্ট হইতে পারে না। সেই কারণে—ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, আত্মার স্বগত কোন ক্রিয়া সম্ভবপর নহে।

এইবার দেখা যাউক ভামতীকার ইহার ব্যাখ্যায় কি বলেন?

ভামতীর অনুবাদ—বিরুদ্ধ পক্ষে মোক্ষের অনিত্যত্ব সিদ্ধ করিবার জন্য বলিতেছেন—**যস্য তু** ইত্যাদি। ২৬৮। কার্য্য শব্দের অর্থ—অপূর্ব্ব, উহা যাগাদি ব্যাপারজন্য, নিজের উৎপত্তিতে মোক্ষ তাহার অপেক্ষা করে। ২৬৯। **তয়োঃ পক্ষয়োঃ** ইহার অর্থ—নিবর্ত্ত্য এবং বিকার্য্যের। ২৭০, ২৭১। ক্ষণিক জ্ঞানই আত্মা ইহা বৌদ্ধগণের মত। ২৭২। আর তাহা হইলে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের যে উৎপত্তি, তাহাই মোক্ষ—এইরূপে মোক্ষ নিবর্ত্ত্য হইল; অপরের মতে কিন্তু সংসাররূপ অবস্থাকে পরিত্যাগ করিয়া আত্মার যে কৈবল্যাবস্থাপ্রাপ্তি, তাহাই মোক্ষ, এইরূপে মোক্ষ বিকার্য্য হয়। ২৭৩। যেমন দুগ্ধের পূর্ব্বাবস্থার অপহান-দ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্তিরূপ যে বিকার, তাহাই দধি হয়। ২৭৪। এইরূপে এই

ভামতীর শব্দার্থ—২৬৮। পরপক্ষে = বিরুদ্ধপক্ষে। আপাদয়তি = প্রতিপাদন করিতেছেন। ২০৯। ব্যাপার = ক্রিয়া। স্বোৎপত্তৌ = নিজের উৎপত্তিতে, স্ব = মোক্ষ। ২৭০। নির্বর্ত্ত্য = নির্বর্ত্তনীয়। ২৭০। উৎপাদ = উৎপত্তি। অপহায় = অপনীত করিয়া। ২৭৩। পয়সঃ =

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

মোক্ষস্থ ; কার্য্যত্বাৎ দধিঘটাদিবৎ। ২৭৫। "অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে" ইতি শ্রুতেঃ ব্রহ্মণঃ বিকৃতাবিকৃতদেশভেদাবগমাৎ অবিকৃতদেশব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ উপাসনাদিবিধিকার্য্যা ভবিষ্যতি, তথা চ প্রাপ্যকর্ম্মতা ব্রহ্মণ ইত্যত আহ—**ন চ আপ্যত্বেনাপি** ইতি।২৭৬। অন্যৎ অন্যেন বিকৃতদেশপরিহাণ্যা অবিকৃতদেশং প্রাপ্যতে। ২৭৭। তদ্ যথা উপবেলং জলধিঃ অতি-বহল-চপল-কল্লোল-মালা-পরস্পরা-স্ফালন-সমুল্লসৎ-ফেনপুঞ্জ-স্তবকতয়া বিকৃতঃ, মধ্যে তু প্রশান্ত-সকল-কল্লোলোপসর্গঃ স্বস্থঃ স্থিরতয়া অবিকৃতঃ তস্য মধ্যমবিকৃতং পৌতিকঃ পোতেন প্রাপ্নোতি। ২৭৮। জীবস্তু ব্রহ্মৈব ইতি কিং কেন প্রাপ্যতাং, ভেদাশ্রয়ত্বাৎ প্রাপ্তেঃ ইত্যর্থঃ। ২৭৯। অথ জীবঃ ব্রহ্মণঃ ভিন্নঃ তথাপি

দুই পক্ষেই মোক্ষের অনিত্যতা হয়, যেহেতু তাহা দধি ঘটাদির ন্যায় কার্য্যই হইয়া থাকে। ২৭৫। "অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে" অর্থাৎ আর যে এই দ্যু-লোকের পর জ্যোতি দীপ্তি পায় এইরূপ শ্রুতি হইতে ব্রহ্মের বিকৃত এবং অবিকৃত এই দুই প্রকার দেশবিশেষ বুঝা যায় বলিয়া অবিকৃত দেশরূপ যে ব্রহ্ম, তাহার প্রাপ্তি (অর্থাৎ মোক্ষ) উপাসনাবিধির কার্য্য হইল, আর তাহা হইলে ব্রহ্মের প্রাপ্যকর্ম্মত্বও সিদ্ধ হইল। ইহারই উত্তরে—**ন চ আপ্যত্বেনাপি** ইত্যাদি বলিতেছেন। ২৭৬। অপরকর্তৃক বিকৃতদেশের পরিত্যাগদ্বারা অবি-দেশস্থিত অন্য বস্তু প্রাপ্ত হয়। ২৭৭। যেমন বেলাভূমির নিকটবর্ত্তী যে জলধি, তাহা, অত্যধিক চঞ্চল যে বৃহৎ তরঙ্গমালার পরস্পর আস্ফালন, সেই আস্ফা-লনদ্বারা সমুৎপন্ন যে ফেনরাশিরূপ স্তবকনিচয়, তাহার দ্বারা আক্রান্ত হয়, এজন্য বিকৃত হয় ; মধ্যে কিন্তু সকল কল্লোলরূপ উপসর্গের প্রশান্তি হয় বলিয়া যেমন স্বচ্ছ ও স্থির বলিয়া অবিকৃত থাকে, আর সেই জলধির অবিকৃত দেশকে নাবিক পোতের দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২৭৮। জীব কিন্তু ব্রহ্মই, এজন্য কাহার দ্বারা কে প্রাপ্য হইবে, যেহেতু প্রাপ্তি ভেদকেই আশ্রয় করিয়া

মুক্তের। অপহান—বিনাশ। ২৭৬। অতঃ দিবঃ—এই দ্যুলোকের। অবগমাৎ—জ্ঞানপ্রযুক্ত। প্রাপ্যকর্ম্মতা—প্রাপ্য নামক কর্ম্মের ভাব। ২৭৭। পরিহাণ্যা—পরিহানির দ্বারা। ২৭৮। উপ-

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

ন তেন ব্রহ্ম আপ্যতে, ব্রহ্মণঃ বিভুত্বেন নিত্যপ্রাপ্তত্বাৎ ইত্যাহ, "**স্বরূপব্যতিরিক্তত্বেঽপি** ইতি। ২৮০। সংস্কার্য্যকর্ম্মতাম্ অপাকরোতি—**নাপি সংস্কার্য্য** ইতি। ২৮১। দ্বয়ী হি সংস্কার্য্যতা, গুণাধানেন বা, যথা বীজপুরকুসুমস্য লাক্ষারসাবসেকঃ; তেন হি তৎ কুসুমং সংস্কৃতং লাক্ষাসবর্ণং ফলং প্রসূতে। ২৮২। দোষাপনয়েন বা, যথা মলিনম্ আদর্শতলং নিঘৃষ্টম্ ইষ্টকাচূর্ণেন উদ্ভাসিতভাস্বরত্বং সংস্কৃতং ভবতি। ২৮৩। তত্র ন তাবৎ ব্রহ্মণি গুণাধানং সম্ভবতি। ২৮৪। গুণঃ হি ব্রহ্মণঃ স্বভাবঃ বা ভিন্নঃ বা। ২৮৫। স্বভাবঃ চেৎ কথম্ আধেয়ঃ। ২৮৬। তস্য নিত্যত্বাৎ। ২৮৭। ভিন্নত্বে তু কার্য্যত্বেন মোক্ষস্য অনিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ। ২৮৮। ন চ ভেদে ধর্ম্মধর্ম্মিভাবঃ, গবাশ্ববৎ। ২৮৯।

থাকে। ২৭৯। আর যদি জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্নই হয়, তাহা হইলেও তাহার দ্বারা ব্রহ্মের প্রাপ্তি হয় না, যেহেতু ব্রহ্ম বিভু বলিয়া নিত্যপ্রাপ্তই হন—ইহাই বলিতেছেন—**স্বরূপব্যতিরিক্তত্বেঽপি** ইত্যাদি। ২৮০। ব্রহ্মের সংস্কার্য্যরূপ কর্ম্মতার অপাকরণ করিবার জন্য বলিতেছেন—**নাপি সংস্কার্য্য** ইত্যাদি। ২৮১। সংস্কার্য্যতা দুই প্রকার, গুণাধানদ্বারা, যেমন বীজপুরপুষ্প, লাক্ষারসের দ্বারা অভিষিক্ত যদি হয়, তাহা হইলে সেই সংস্কৃত পুষ্পটী—লাক্ষার ন্যায় রক্তবর্ণ ফল প্রসব করে।২৮২। অথবা দোষের অপনয়নদ্বারা, যেমন মলিন আদর্শতল ইষ্টকচূর্ণের দ্বারা উত্তমরূপে ঘৃষ্ট হইলে তাহার ভাস্বরত্ব উদ্ভাসিত হয়। ২৮৩। এই দুইটী পক্ষের মধ্যে প্রথমপক্ষে (বক্তব্য এই যে), ব্রহ্মে গুণাধান সম্ভব হয় না। ২৮৪। যেহেতু গুণ ব্রহ্মের স্বভাব অথবা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইবে? ২৮৫। স্বভাব যদি হয়, তবে আধেয় কি করিয়া হইবে? ২৮৬। যেহেতু তাহা নিত্য। ২৮৭। ভিন্নত্বপক্ষে কার্য্যত্বনিবন্ধন মোক্ষের অনিত্যত্ব প্রসক্ত হয়।২৮৮। আর ভেদপক্ষে, গো এবং অশ্বের ন্যায় ধর্ম্মধর্ম্মিভাব হয় না। ২৮৯। ভেদা-

---

বেলম্—কূলের নিকটবর্ত্তী। বহল—বহন। কল্লোল—বৃহৎ তরঙ্গ। অস্ফালন—তাড়ন। সমুন্নমৎ—সমুৎপন্ন। ফেনপুঞ্জস্তবকতয়া—ফেনা সমূহের স্তবক যাহাতে আছে তাহার যে ভাব তদ্রূপে। উপসর্গ—উৎপাত। স্বচ্ছ—প্রকৃতিস্থ। স্থিরতয়া—স্থিরভাবে। পোতিক—নাবিক। পোতেন—নৌকার দ্বারা। ২৭৯। প্রাপ্স্যতাং—পাইবে। ২৮১। সংস্কার্য্যকর্ম্মতাম্—সংস্ক

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

ভেদাভেদশ্চ বুদস্তঃ, বিরোধাৎ।২৯০। তৎ অনেন অভিসন্ধিনা উক্তম্ —অনাধেয়াতিশয়ব্রহ্মস্বরূপত্বাৎ মোক্ষস্য। ২৯১। দ্বিতীয়ং পক্ষম্ অপক্ষিপতি—নাপি দোষাপনয়নেন ইতি। ২৯২। অশুদ্ধিঃ সতী দর্পণে নিবর্ত্ততে, ন তু ব্রহ্মণি অসতী নিবর্ত্তনীয়া, নিত্যনিবৃত্তত্বাৎ ইত্যর্থঃ।২৯৩। শঙ্কতে—স্বাত্মধর্ম্ম এব ইতি। ২৯৪। ব্রহ্মস্বভাব এব মোক্ষঃ অনাদ্যবিদ্যামলাবৃত উপাসনাদিক্রিয়য়া আত্মনি সংস্ক্রিয়মাণে অভিব্যজ্যতে, ন তু ক্রিয়তে। ২৯৫। এতদ্ উক্তং ভবতি—নিত্যশুদ্ধত্বম্ আত্মনঃ অসিদ্ধং সংসারাবস্থায়াম্ অবিদ্যামলিনত্বাৎ ইতি শঙ্কাং নিরাকরোতি—ন।২৯৬। কুতঃ—ক্রিয়াশ্রয়ত্বানুপপত্তেঃ।২৯৭। ন

ভেদপক্ষও নিরস্ত করা হইয়াছে, যেহেতু বিরোধ থাকে। ২৯০। এইরূপ অভিসন্ধি করিয়া বলা হইয়াছে—অনাধেয়াতিশয়ব্রহ্মস্বরূপত্বাৎ মোক্ষস্য। ২৯১। দ্বিতীয় পক্ষকে নিরাকরণ করিবার জন্য বলিতেছেন—নাপি দোষাপনয়নেন ইত্যাদি। ২৯৩। দর্পণে অশুদ্ধি আছে বলিয়া তাহা নিবৃত্ত হয়, কিন্তু ব্রহ্মে তাহা নাই বলিয়া নিবর্ত্তনীয় হইতে পারে না, যেহেতু তাহা নিত্য নিবৃত্তই আছে। ২৯৩। স্বাত্মধর্ম্ম এব ইত্যাদি ভাষ্যদ্বারা শঙ্কা করিতেছেন। ২৯৪। মোক্ষ ব্রহ্মস্বভাব হইলেও অনাদি যে অবিদ্যারূপ মল, সেই মলদ্বারা আবৃত থাকে, এজন্য উপাসনাদি ক্রিয়ার দ্বারা আত্মা সংস্কৃত হইলে তাহা অভিব্যক্ত হয়, কিন্তু উৎপাদিত হয় না। ২৯৫। এতদ্দ্বারা ইহাই বলা হইল—সংসারাবস্থাতে আত্মার নিত্যশুদ্ধভাব অসিদ্ধ; কারণ, অবিদ্যার দ্বারা মলিন হয়—এইরূপ শঙ্কাকে নিরাকরণ করিবার জন্য বলিতেছেন্—ন ইত্যাদি। ২৯৬। কেন এরূপ? তদুত্তরে বলিতেছেন—ক্রিয়াশ্রয়ত্বানুপপত্তেঃ। ২৯৭। অবিদ্যা ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া থাকে না, কিন্তু জীবেই থাকে,

---

নাহক যে কর্ম্ম তাহার ভাবকে। ২৮২। বহ্বী—বিবিধ। গুণাধান—গুণের উৎপাদন। বীজপূরকুসুমস্য—লেবু ফুলের। লাক্ষারসাবসেক—লাক্ষার যে রক্তবর্ণ রস (অর্থাৎ আলতা) তাহার প্রক্ষেপ। লাক্ষাসবর্ণং—আলতার সদৃশবর্ণ। প্রসূতে—প্রসব করে। ২৮৩। নিঘৃষ্টস্—উত্তমরূপে ঘসা হইলে। ভাস্বরত্ব—উজ্জ্বলতা। ২৮৬। আধেয়—আধান করিবার যোগ্য। ২৯০। বুদস্ত—নিরস্ত। ২৯১। অভিসন্ধিনা—অভিপ্রায় দ্বারা। ২৯২। অপক্ষিপতি—নিরাকরণ করিতেছেন।২৯৩। সতী—থাকায়। অসতী—না থাকায়। ২৯৫। সংক্রিয়মাণে—সংস্কৃত

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

অবিদ্যা ব্রহ্মাশ্রয়া, কিন্তু জীবে, সা তু অনির্ব্বচনীয়া ইতি উক্তম্, তেন নিত্যশুদ্ধম্ এব ব্রহ্ম। ২৯৮। অভ্যুপেত্য তু অশুদ্ধিং ক্রিয়াসংস্কার্য্যত্বং দূষ্যতে।২৯৯। ক্রিয়া হি ব্রহ্মসমবেতা বা ব্রহ্ম সংস্কুর্য্যাৎ, যথা নিঘর্ষণম্ ইষ্টকাচূর্ণসংযোগবিভাগপ্রচয়ঃ নিরন্তরঃ আদর্শতলসমবেতঃ। ৩০০। অন্যসমবেতঃ বা। ৩০১। ন তাবৎ ব্রহ্মধর্ম্মঃ ক্রিয়া, তস্যাঃ স্বাশ্রয়-বিকারহেতুত্বেন ব্রহ্মণঃ নিত্যত্বব্যাঘাতাৎ। ৩০২। অন্যাশ্রয়া তু কথম্ অন্যস্য উপকরোতি অতিপ্রসঙ্গাৎ। ৩০৩। ন হি দর্পণে নিঘৃষ্যমাণে মণিঃ বিশুদ্ধঃ দৃষ্টঃ। ৩০৪। **তৎ চ অনিষ্টম্** ইতি। ৩০৫। তদা বাধনং পরামৃশতি। ৩০৬।

এবং তাহা অনির্ব্বচনীয়—ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; আর, সেই জন্য ব্রহ্ম নিত্য শুদ্ধই হন। ২৯৮। অশুদ্ধি মানিয়া লইয়াও ক্রিয়ার দ্বারা মোক্ষের সংস্কা-র্য্যত্বপক্ষ নিরাকরণ করা হইতেছে। ২৯৯। যথা—ক্রিয়া কি ব্রহ্মসমবেত হইয়া ব্রহ্মের সংস্কার করিবে, যেমন নিঘর্ষণ, অর্থাৎ ইষ্টকাচূর্ণের সহিত দর্পণতলের নিরন্তর সংযোগবিভাগসমূহ আদর্শতলে সমবেত হয়, অথবা তাহা অন্যসমবেত হইবে? ৩০০। ক্রিয়া কিন্তু ব্রহ্মধর্ম্ম হইতে পারে না। ৩০১। কারণ, তাহা নিজের আশ্রয়ে বিকারের কারণ হয় বলিয়া ব্রহ্মের নিত্যত্ব ব্যাহত হয়। ৩০২। আর ক্রিয়া অন্যের আশ্রিতা হইলে তাহা অন্যের উপকার কি করিয়া করিবে? কারণ, তাহা হইলে অতিপ্রসঙ্গ দোষ হয়। ৩০৩। দেখ, দর্পণ ঘসিলে মণিকে বিশুদ্ধ হইতে দেখা যায় না। ৩০৪। **তৎ চ অনিষ্টম্** ইত্যাদি বাক্যে তৎ শব্দের দ্বারা বাধকে বুঝাইতেছেন। ৩০৫।

ভামতীর তাৎপর্য্য।—অবিদ্যাকল্পিত যে সংসার তাহার নিবৃত্তির দ্বারা নিত্যমুক্ত যে আত্মস্বরূপ তাহার প্রকাশ হয় বলিয়া মোক্ষের অনিত্যত্ব উপপন্ন

হইলে। অভিব্যজ্যতে=অভিব্যক্ত হয়। ২৯৯। অভ্যুপেত্য=স্বীকার করিয়া। ক্রিয়াসংস্কার্য্যত্বং =ক্রিয়ার দ্বারা সংস্কার্য্যের যে ভাব তাহাকে। দূষ্যতে=দোষ হইতেছে। ব্রহ্মসমবেতা=ব্রহ্মে সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান। প্রচয়=নিচয়, সমূহ। নিরন্তর=অব্যবহিত। সমবেতঃ=সমবায় সম্বন্ধে থাকে। ব্রহ্মধর্ম্ম=ব্রহ্মের ধর্ম্ম।৩০২। নিত্যত্বব্যাঘাতাৎ=নিত্যত্বের ব্যাঘাত হয় বলিয়া। ৩০৩। উপকরোতি=উপকার করে। অতিপ্রসঙ্গাৎ=ব্যভিচার হয় বলিয়া।৩০৬। তদা=তৎ শব্দের দ্বারা। বাধনং=বাধা। পরামৃশতি=আলোচনা করিতেছেন।

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

হয় না—ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। এক্ষণে যাহারা বিরুদ্ধমতাবলম্বী তাহাদের মতে মোক্ষ যে অনিত্য হইতে বাধ্য, তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য "যস্য তু উৎপাদ্যঃ মোক্ষঃ" ইত্যাদি ভাষ্যের অবতারণা করা হইতেছে। অর্থাৎ এতক্ষণ স্বপক্ষস্থাপন করা হইল, এইবার পরপক্ষখণ্ডন করা হইতেছে। বাস্তবিকপক্ষে সুবিচার করিতে হইলে এই উভয় কার্য্যই করিতে হয়, এজন্য এখানেও আচার্য্য তাহাই করিতেছেন বুঝিতে হইবে। (ভাঃ ২৬৮)। এস্থলে ভাষ্যের তাৎপর্য্য এই যে, মোক্ষ যদি উৎপাদ্য হয়, তাহা হইলে তাহা যে কার্য্যকে অপেক্ষা করিবে, তাহা—হয় মানসিক কার্য্য, না হয়—কায়িক কার্য্য, না হয়—বাচিক কার্য্যই হইবে। আর এই কার্য্য বলিতে এস্থলে অপূর্ব্ব বুঝিতে হইবে, আর এই অপূর্ব্ব, যাগাদি যে ব্যাপার অর্থাৎ ক্রিয়া তাহা হইতে উৎপন্ন হয়। সুতরাং মোক্ষের উৎপত্তি স্বীকার করিলে মোক্ষ এইরূপ কোন অপূর্ব্বকেই অপেক্ষা করিবে—ইহা বলিতে হইবে। ইহাই হইল মোক্ষের উৎপাদ্য পক্ষের দোষ। আর উৎপাদ্য পক্ষকে পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষকে যদি বিকার্য্য বলা হয়, তাহা হইলেও সেইরূপ দোষ মোক্ষের অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে। আর তাহা হইলে নির্বত্য অর্থাৎ উৎপাদ্য এবং বিকার্য্য এই উভয় পক্ষেই মোক্ষের যে অনিত্যতা, তাহারই সম্ভাবনা হইবে। (ভাঃ ২৭১)। যাহারা মোক্ষকে উৎপাদ্য বলেন, তাঁহারা বৌদ্ধবিশেষ। যেহেতু এই বৌদ্ধবিশেষমতে ক্ষণিক যে বিজ্ঞান তাহাই আত্মা, (ভাঃ ২৭২)। আর সেই কারণে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের যে উৎপত্তি তাহাই মোক্ষ হয়। সুতরাং এই মতেই মোক্ষকে উৎপাদ্য বলা হয়। যাহারা মোক্ষকে বিকার্য্য বলেন, তাঁহাদের মতে আত্মার যে সংসাররূপ অবস্থা, সেই অবস্থাকে পরিত্যাগ করিয়া কৈবল্যরূপ যে অবস্থা, সেই অবস্থার প্রাপ্তিই মোক্ষ হয়। মোক্ষ বিকার্য্য এই পক্ষের মতে মোক্ষ সুতরাং ক্ষণিক বিজ্ঞান নহে, পরন্তু স্থায়ী বস্তু হইল। কিন্তু এপক্ষেও উৎপাদ্য পক্ষের ন্যায় মোক্ষের অনিত্যত্বাপত্তি হয়। কারণ, বিকারী বস্তু কখনই নিত্য হইতে পারে না। (ভাঃ ২৭৩)। দেখ, দুগ্ধের বিকার দধি। এই দধি উৎপন্ন হইতে গেলে দুগ্ধরূপ যে পূর্ব্বাবস্থা, তাহার হানি ঘটে, এবং দুগ্ধের অবস্থান্তরপ্রাপ্তি ঘটে। দুগ্ধের এই অবস্থান্তরই দধিরূপ বিকার হইয়া থাকে। সুতরাং বিকার্য্য-পক্ষে মোক্ষের অনিত্যত্বই হইল। যদি বল, পরিণামী হইয়াও ত নিত্য হইতে

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

দেখা যায়, যেমন ঘটাদিরূপে পরিণত হইলেও মৃত্তিকা নষ্ট হয় না। এ কথাও কিন্তু ঠিক নহে। কারণ, পরিণামবাদে কূটস্থ নিত্য কোন বস্তুই সিদ্ধ হয় না। কূটস্থের পরিণাম কখনই সম্ভবপর নহে। একথা পরিণামবাদের খণ্ডনপ্রসঙ্গে বিশদভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং সিদ্ধ হইল এই উভয় পক্ষেই মোক্ষ অনিত্য। যেরূপে এই অনুমানটী করিতে হইবে, তাহা এই—

এই উভয় পক্ষেই মোক্ষ অনিত্য ... ... প্রতিজ্ঞা
যেহেতু তাহা কার্য্য ... ... হেতু
যেমন দধি ও ঘটাদি ... ... উদাহরণ। (ভাঃ ২৭৫)।

কর্ম্ম চারি প্রকার হয়, যথা—উৎপাদ্য, বিকার্য্য, আপ্য ও সংস্কার্য্য। উপরে যাহা বলা হইল, তাহাতে প্রথম দুইটী পক্ষের উল্লেখ করা হইয়াছে। এক্ষণে তৃতীয় পক্ষের খণ্ডন করা হইতেছে, অর্থাৎ মোক্ষ যে আপ্যরূপ কর্ম্ম হইতে পারে না—তাহাই বলা হইতেছে। এস্থলে মোক্ষের আপ্যত্ববাদী যাহা বলিতে পারেন, তাহা এই—আপ্যত্ববাদী বলেন যে, ব্রহ্মস্বরূপ যে মোক্ষ, তাহা আপ্য অর্থাৎ প্রাপ্ত হইবার যোগ্য। একথা যে কেবল যুক্তিসিদ্ধ তাহা নহে, শ্রুতি হইতেও ইহা জানা যায়। দেখ, একটী শ্রুতি আছে "অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতিঃ দীপ্যতে" অর্থাৎ "এই দ্যুলোকের পর যে জ্যোতি দীপ্তি পাইতেছে" ইত্যাদি। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, ব্রহ্মের বিকৃত এবং অবিকৃতরূপ দুইটী দেশ আছে। তন্মধ্যে বিকৃত দেশের মধ্যে এই সংসারাদি অবস্থিত, এবং অবিকৃত দেশই মোক্ষস্বরূপ, আর তাহাই প্রাপ্ত হইবার যোগ্য। সুতরাং সেই অবিকৃতদেশপ্রাপ্তিরূপ যে মোক্ষ, তাহা আপ্যকর্ম্ম হইবে না কেন? আর সেই আপ্যকর্ম্মের জন্য উপাসনাপ্রভৃতি যে বিহিত কর্ম্ম অনুষ্ঠেয়, তাহাই বা স্বীকার্য্য হইবে না কেন? বস্তুতঃ ইহাই স্বীকার্য্য—ইহাই আপ্যত্ববাদী বলিয়া থাকেন। এক্ষণে এইমত খণ্ডনের জন্য ভাষ্যকার বলিতেছেন—ন চ আপ্যত্বেনাপি ইত্যাদি। (ভাঃ ২৭৬)। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আপ্যত্বপক্ষ কখনই সঙ্গত নহে। কারণ, যদি জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন বলা হয়, তবে এপক্ষ অসঙ্গত হইবে, এবং জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন যদি হয়, তাহা হইলেও এপক্ষ অসিদ্ধ হইবে। যদি বল অভেদবাদে কেন অসঙ্গত? তাহার উত্তরে বলা যায় যে, যাহা প্রাপ্য হয় তাহা, যে তাহাকে পায়, সে তাহা হইতে ভিন্নই হইয়া থাকে।

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

অর্থাৎ জীব সংসাররূপ যে বিকৃত দেশ, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অবিকৃত দেশরূপ যে ব্রহ্ম, তাহাকে পায় বলিয়া জীব, ব্রহ্ম ও সংসার সকলই বিভিন্ন হইয়া পড়ে। দেখ, সমুদ্রের তীরদেশে সমুদ্রটী তরঙ্গাকুলিত ফেনরাশিযুক্ত ও বিকৃতরূপ দেখা যায়, কিন্তু দূরে মধ্যভাগে উহা প্রশান্ত গম্ভীর ও নির্ম্মল অবিকৃত দেখা যায়। নাবিক সমুদ্রের সেই অবিকৃত দেশকে পাইবার জন্য পোতের সাহায্যে বিকৃত দেশকে ত্যাগ করে, পশ্চাৎ তাহা প্রাপ্ত হয়। (ভাঃ ২৭৮)। কিন্তু এরূপ প্রাপ্তি জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন এই পক্ষে কিরূপে সম্ভবপর হইবে? জীবই ত ব্রহ্ম, ব্রহ্মই ত জীব, সুতরাং কে কাহার দ্বারা কাহাকে পাইবে? পরস্পর ভেদ ব্যতিরেকে প্রাপ্তি কখনই সম্ভবপর হয় না। অতএব অভেদ অঙ্গীকার করিলে মোক্ষের প্রাপ্যত্ব অসঙ্গত হইয়া পড়ে। (ভাঃ ২৭৯)। সেইরূপ জীব ও ব্রহ্মের ভেদপক্ষ অবলম্বন করিলেও মোক্ষের প্রাপ্যত্বপক্ষ অসঙ্গত হয়। কারণ, ব্রহ্ম বিভু বলিয়া নিত্য প্রাপ্তই রহিয়াছেন। ইহাই বুঝাইবার জন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন—**স্বরূপব্যতিরিক্তত্বেঽপি** ইত্যাদি (ভাঃ ২৮০)।

এইরূপে মোক্ষের সংস্কার্য্যত্বপক্ষও অসঙ্গত। আর তাহাই বুঝাইবার জন্য ভাষ্যকার বলিতেছেন—**নাপি সংস্কার্য্য** ইত্যাদি। (ভাঃ ২৮১)। ইহার তাৎপর্য্য এই—দেখ সংস্কার্য্যতা দুই প্রকার হয়। প্রথম—গুণাধান দ্বারা সংস্কার্য্যতা, অর্থাৎ কোন নূতন গুণ উৎপাদন করিলে তাহাতে যে সংস্কার হয় তাহা, এবং দ্বিতীয়—দোষাপনয়নরূপ সংস্কার্য্যতা, অর্থাৎ দোষ দূর করিলে কোন বস্তুর যে সংস্কার হয়, তাহা। গুণাধানদ্বারা সংস্কারের যদি কোন দৃষ্টান্ত দিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে পারা যায়—লেবুর ফুলে আলতার লাল রঙ্গ দিয়া লেবুকে লাল করা। আর দোষাপনয়নের দ্বারা সংস্কারের দৃষ্টান্ত যদি দিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে পারা যায়—মলিন দর্পণে ইষ্টকচূর্ণদ্বারা তাহাকে পরিষ্কার করিয়া তাহার উজ্জ্বলতা সম্পাদন। (ভাঃ ২৮৩)। এখন ইহাদের মধ্যে ব্রহ্মে কিন্তু এই গুণাধানরূপ সংস্কার সম্ভব হয় না (ভাঃ ২৮৪)। কারণ, গুণটী ব্রহ্মের স্বভাব হইবে, অথবা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইবে, বল দেখি? (ভাঃ ২৮৫)। যদি বল, উৎপাদ্য গুণটী ব্রহ্মের স্বভাব, তাহা হইলে তাহার আবার আধান বা উৎপত্তি কিরূপ? (ভাঃ ২৮৬)। যেহেতু ব্রহ্মের স্বভাব ব্রহ্মে নিত্যই বর্ত্তমান থাকে। (ভাঃ ২৮৭)। আর যদি বল, সেই উৎপাদ্য গুণটী ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন,

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

তাহা হইলে এই গুণ কার্য্যবস্তু হয় বলিয়া মোক্ষ অনিত্যই হইয়া পড়িল। (ভাঃ ২৮৮)। আর দেখ, ব্রহ্ম হইতে এই গুণ যদি ভিন্ন হয়, তবে তাহা ব্রহ্মের ধর্ম্ম হইতে পারে না। কারণ, যেখানে আত্যন্তিক ভেদ থাকে, সেখানে ধর্ম্মধর্ম্মি-ভাব থাকে না ; যেমন গরু অশ্ব হইতে অত্যন্ত বিভিন্ন বলিয়া তাহা কখন অশ্বের ধর্ম্ম হইতে পারে না। (ভাঃ ২৮৯)। আর যদি বল, উক্ত উৎপাদ্য গুণের সহিত ব্রহ্মের ভেদও আছে এবং অভেদও আছে, সুতরাং গুণের সহিত ব্রহ্মের ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভাব সম্ভব হইবে। তাহা হইলে বলিব—এই যে ভেদাভেদপক্ষ, ইহা সঙ্গত পক্ষই নহে। কারণ, কোন বস্তুর সহিত কাহারও একই কালে একই রূপে ভেদ এবং অভেদ সম্ভবপর হয় না। যেহেতু ভেদ ও অভেদ পরস্পরবিরুদ্ধ। প্রকৃতিবিরুদ্ধ বস্তুদ্বয়ের একত্রাবস্থান কখনই সম্ভবপর নহে। এজন্য ভেদাভেদ পক্ষ অঙ্গীকার করিয়া ব্রহ্মকে ধর্ম্মী এবং গুণকে ধর্ম্ম বলিয়া যে গুণাধান পক্ষ স্বীকার করিবে, আর তাহার ফলে যে মোক্ষকে সংস্কার্য্য বলিবে, তাহা কখনই যুক্তিসঙ্গত হইবে না। ভেদাভেদ পক্ষে যে সকল দোষ অনিবার্য্য, তাহা পূর্ব্বে পরিণামবাদখণ্ডন কালে বিশদভাবে কথিত হইয়াছে, এস্থলে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। (ভাঃ ২৯০)। যাহা হউক, এই গুণাধানরূপ সংস্কার্য্য পক্ষে এই সকল দোষ মনে মনে লক্ষ্য করিয়াই আচার্য্য বলিয়াছেন—"অনাধেয়াতি-শয়ব্রহ্মস্বরূপত্বাৎ মোক্ষস্য" ইত্যাদি। (ভাঃ ২৯১)। দোষাপনয়নরূপ সংস্কার পক্ষকে লক্ষ্য করিয়া আচার্য্য যাহা বলিয়াছেন তাহা তিনি -নাপি দোষাপনয়নেন ইত্যাদি বাক্যে প্রদর্শন করিয়াছেন। (ভাঃ ২৯২)। ইহার তাৎপর্য্য এই—দেখ, দর্পণে যদি মালিন্য থাকে, তাহা হইলেই তাহা ঘষা মাজার দ্বারা পরিষ্কৃত হইয়া থাকে। ব্রহ্মে কিন্তু কোনরূপ মালিন্য নাই, সুতরাং তাহাকে কি করিয়া পরিষ্কৃত করা যাইবে ? যিনি নিত্য নির্ম্মল, নিত্য সকল দোষপরিশূন্য তাহার আবার নির্ম্মলতাসাধন কিরূপ ? অতএব দোষাপনয়ন পক্ষাবলম্বনদ্বারা মোক্ষের যে সংস্কার্য্যরূপতা সিদ্ধ করিবে, তাহাও সম্ভবপর নহে। (ভাঃ ২৯৩)। যদি বল, মোক্ষটী ব্রহ্মের আত্মধর্ম্ম, অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বভাবই বটে ? (ভাঃ ২৯৪)। অর্থাৎ মোক্ষ আত্মস্বরূপই বটে, কিন্তু অনাদি কাল হইতে অবিদ্যারূপ যে মল, তাহার দ্বারা আত্মা আবৃত থাকে, এজন্য উপাসনা-প্রভৃতি ক্রিয়ার দ্বারা সংস্কৃত হইলে, অর্থাৎ দর্পণবৎ পরিমার্জিত হইলে, মোক্ষের

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

অভিব্যক্তি হয়; কিন্তু, মোক্ষের উৎপত্তি হয় না; অর্থাৎ অবিদ্যানিবৃত্তি মোক্ষ ইহা সিদ্ধান্তেরও মত বটে, কিন্তু এমতে তাহা ক্রিয়াসাধ্য হয় (ভাঃ ২৯৫)। এতদ্বারা ইহাই বলা হইল যে, আত্মার যে নিত্যশুদ্ধভাব তাহা অসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, যেহেতু সংসারাবস্থায় অবিদ্যারূপ যে মল, তাহার দ্বারা তাহা মলিন হইয়া পড়িয়াছে, ইত্যাদি—এইরূপ শঙ্কা নিরাকরণ করিবার জন্য ভাষ্যকার বলিতেছেন—ন (শং ১০৩) ইত্যাদি। অর্থাৎ একথা ঠিক নহে। (ভাঃ ২৯৬)। যদি বল, কেন এ কথা ঠিক নহে; তাহার উত্তর দিবার জন্য ভাষ্যকার বলিতেছেন—**ক্রিয়াশ্রয়ত্বানুপপত্তেঃ** (শং ১০৩)। অর্থাৎ ব্রহ্ম যে ক্রিয়ার আশ্রয় তাহা উপপন্ন হয় না। (ভাঃ ২৯)। যদি বল অবিদ্যার দ্বারা ব্রহ্মের ক্রিয়াশ্রয়ত্ব কেন সম্ভবপর হইবে না? তাহা হইলে বলিব, না, ব্রহ্ম ত অবিদ্যার আশ্রয়ই নহেন যে, ব্রহ্মের ক্রিয়াশ্রয়ত্ব সিদ্ধ করিবে? যদি বল তাহা হইলে অবিদ্যার আশ্রয় কে? তাহার উত্তরে বলিব—অবিদ্যার আশ্রয় জীবই, আর সেই অবিদ্যাও অনির্ব্বচনীয়—ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধ এবং তাহা ক্রিয়ার আশ্রয় নহে। (ভাঃ ২৯৮)। আর প্রতিবাদীর পক্ষ স্বীকার করিয়া লইলেও অর্থাৎ অবিদ্যামলরূপ অশুদ্ধিকে ব্রহ্মের ধর্ম্ম বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া লইলেও মোক্ষের যে সংস্কার্য্যত্ব সিদ্ধ হইবে, তাহাও বলা যায় না। (ভাঃ ২৯৯)। কারণ, যে ক্রিয়ার দ্বারা ব্রহ্মের অজ্ঞাননিবৃত্তি হইবে, অর্থাৎ মোক্ষটী সংস্কার্য্য হইবে, সেই ক্রিয়াটী কি ব্রহ্মে সমবেত হইয়া ব্রহ্মের সংস্কার করিবে? যেমন ইষ্টকাচূর্ণদ্বারা ঘর্ষণক্রিয়া দর্পণ-সমবেত হইয়া দর্পণগত অশুদ্ধি দূর করে (ভা ৩০০), অথবা সেই ক্রিয়াটী অন্য বস্তুতে সমবেত হইয়া ব্রহ্মের অশুদ্ধি বিদূরিত করিবে? (ভাঃ ৩০১)। কিন্তু এস্থলে প্রথম পক্ষটী সম্ভবপর নহে, অর্থাৎ ক্রিয়া ব্রহ্মসমবেত হইতে পারে না; কারণ, ক্রিয়ার স্বভাব এই যে, উহা যে আশ্রয়ে উৎপন্ন হয়, তাহার বিকার জন্মাইয়া দেয়, এখন ব্রহ্মের যদি এই বিকার অঙ্গীকার কর, তবে ব্রহ্মের কূটস্থনিত্যত্ব ব্যাহত হইয়া যায়। অতএব ব্রহ্মসমবেত ক্রিয়ার দ্বারা ব্রহ্মের অশুদ্ধিপরিহাররূপ প্রথম পক্ষটী সঙ্গত হইল না। (ভাঃ ৩০)। আর যদি দ্বিতীয় পক্ষটী অবলম্বন কর, অর্থাৎ ক্রিয়া অন্যাশ্রিত হইয়া ব্রহ্মগত অশুদ্ধির বারণ করিবে, তাহাও সঙ্গত হয় না; কারণ, অন্যাশ্রিত ক্রিয়ার দ্বারা

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

যদি অপরের উপকার স্বীকার করিতে হয়, আর তাহা হইলে অতিপ্রসঙ্গ বা ব্যভিচারদোষ হয়, অর্থাৎ কার্য্যকারণভাবের মধ্যে যে সামানাধিকরণ্য-রূপ একটী নিয়ম আছে, সেই নিয়মটীর ভঙ্গ হয়। (ভাঃ ৩০৩)। দেখ, যদি একের আশ্রিত ক্রিয়ার দ্বারা অপরের ফল হইত, তাহা হইলে দর্পণ ঘর্ষণ করিলে মণিতেও বিশুদ্ধিরূপ ফল ফলিতে পারিত। ক্রিয়ার যাহা আশ্রয়, তাহাতেই ফল হইবার কথা, কিন্তু, এরূপ হইলে তাহা না ঘটিয়া অপরে সেই ফল স্বীকার করা হইল। (ভাঃ ৩০৪)। আর ব্রহ্মের ক্রিয়াশ্রয়ত্ব যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে "অবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য সমূহের বাধা হয়। আর সেই বাধা অভীষ্ট নহে। ইহাই ভাষ্যকার "তৎ চ অনিষ্টম্" ইত্যাদি ভাষ্যদ্বারা বলিয়াছেন। (ভাঃ ৩০৫)। এস্থলে ভাষ্যকার যে "তৎ" শব্দটীর প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার দ্বারা তিনি উক্ত শ্রুতিবাক্য-বর্ণীর বাধকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। এতদ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইল যে, শ্রুতির বাধ হইবে—এই ভয়ে ক্রিয়াকে ব্রহ্মাশ্রিত বলিয়া ব্রহ্মস্বরূপ মোক্ষকে সংস্কার্য্য বলিতে পারা যায় না। (ভাঃ ৩০৬)।

এইবার দেখা যাউক, রত্নপ্রভাকার এই ভাষ্যাংশের ব্যাখ্যা কিরূপ করেন :

রত্নপ্রভা।

মোক্ষ কর্ম্মফল নহে—এই ভাষ্যব্যাখ্যা।

উৎপত্তিবিকারাপ্তিসংস্কাররূপং চতুর্ব্বিধমেব ক্রিয়াফলং, তদ্ভিন্নত্বাৎ মোক্ষস্য ন উপাসনাসাধ্যত্বম্ ইত্যাহ—যস্য তু ইত্যাদিনা তস্মাৎ জ্ঞানমেকং মুক্ত্বা ইত্যন্বেন। তথা উৎপাদ্যত্ববৎ, বিকার্য্যত্বে চ অপেক্ষতে ইতি যুক্তম্ ইতি অন্বয়ঃ। দূষয়তি—তয়োঃ ইতি। স্থিতস্য অবস্থান্তরং বিকারঃ। নন্থ অনিত্যত্বনিরাসায় ক্রিয়য়া স্থিতস্য এব ব্রহ্মণঃ গ্রামবৎ আপ্তিঃ অস্তু, ন, ইত্যাহ—ন চ ইতি। ব্রহ্ম জীবাভিন্নং ন বা? উভয়থাপি আপ্তত্বাৎ ন ক্রিয়াপেক্ষা ইত্যাহ—"স্বাত্ম" ইত্যাদিনা। যথা ব্রীহীণাং সংস্কার্য্যত্বেন প্রোক্ষ-ণাপেক্ষা তথা মোক্ষস্য ন, ইত্যাহ—নাপি ইত্যাদিনা। গুণাধানং ব্রীহিষু প্রোক্ষণাদিনা, ক্ষালনাদিনা বস্ত্রাদৌ মলাপনয়ঃ। শঙ্কতে—স্বাত্মধর্ম্ম ইতি। ব্রহ্মাত্মস্বরূপ এব মোক্ষঃ অনাদ্যবিদ্যামলাবৃত উপাসনয়া মলে নষ্টে অভি-

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

ব্যজ্যতে ইত্যত্র দৃষ্টান্তঃ—যথা ইতি। সংস্কারঃ=মলনাশঃ। কিমাত্মনি মলঃ সত্যঃ, কল্পিতঃ বা? দ্বিতীয়ে জ্ঞানাৎ এব তন্নাশঃ, ন ক্রিয়য়া। আদ্যে—ক্রিয়া কিম্ আত্মনিষ্ঠা, অন্যনিষ্ঠা বা? ন আদ্য ইত্যাহ—ন, ক্রিয়া ইতি। অনুপপত্তিং স্ফুটয়তি—যৎ ইতি। ক্রিয়া হি স্বাশ্রয়ে সংযোগাদিবিকারম্ অকুর্ব্বতী ন জায়তে ইত্যর্থঃ। তৎ চ বাক্যবাধনম্॥

ইহার তাৎপর্য্য এই—ক্রিয়ার ফল উৎপত্তি, বিকার, প্রাপ্তি ও সংস্কার এই চারি প্রকার হইয়া থাকে। মোক্ষ এই চারি প্রকারের মধ্যে কোনটীরও অন্তর্গত নহে বলিয়া তাহা উপাসনারূপ ক্রিয়ার ফল হইতে পারে না—ইহাই বলিবার জন্য ভাষ্যকার বলিলেন—যস্য তু ইত্যাদি হইতে তস্মাৎ জ্ঞানমেকং মুক্ত্বা এই পর্য্যন্ত। তথা শব্দের অর্থ—উৎপাদ্যের ন্যায়। বিকার্য্যত্বে চ ইহার অর্থ—বিকার্য্যত্বপক্ষেও। সুতরাং অন্বয় হইবে "তথা বিকার্য্যত্বে চ অপেক্ষতে ইতি যুক্তম্" অর্থাৎ উৎপাদ্যত্বপক্ষের ন্যায় বিকার্য্যত্বপক্ষে মোক্ষ—হয় মানসিক, না হয় বাচিক অথবা কায়িক এই ত্রিবিধ কার্য্যের অপেক্ষা করিবে—ইহাই যুক্তিযুক্ত। ইহাতে দোষ দিবার জন্য বলিতেছেন—"তয়োঃ পক্ষয়োঃ মোক্ষস্য ধ্রুবম্ অনিত্যত্বম্"। অর্থাৎ উভয় পক্ষেই মোক্ষের নিশ্চিত অনিত্যত্বপ্রসক্তি হয়। বিকার শব্দের অর্থ—স্থিত বস্তুর অবস্থান্তর। আচ্ছা, অনিত্যত্বদোষনিবারণ করিবার জন্য ক্রিয়ার দ্বারা গ্রামের প্রাপ্তির ন্যায় ব্রহ্মরূপ স্থিতবস্তুর প্রাপ্তি হউক। ইহাই নিরাস করিবার জন্য ভাষ্যকার বলিতেছেন—ন চ ইত্যাদি। ব্রহ্ম জীব হইতে ভিন্ন অথবা অভিন্ন—এই উভয় পক্ষেই প্রাপ্ত বলিয়া তাহাকে লাভ করিবার জন্য কোন ক্রিয়ার অপেক্ষা থাকে না—ইহাই বলিতেছেন আপ্ত ইত্যাদি। যেমন ব্রীহিসমূহের সংস্কার্য্যত্ব থাকায় জলছিটানরূপ কার্য্যের অপেক্ষা থাকে, তদ্রূপ মোক্ষের কোন কার্য্যের অপেক্ষা নাই ইহাই বলিতেছেন—নাপি ইত্যাদি। ব্রীহিতে যে প্রোক্ষণ-কার্য্য, তাহার দ্বারা তাহাতে গুণের আধান হয় এবং বস্ত্রের যে ক্ষালনরূপ কার্য্য, তাহার দ্বারা মলের অপনয়ন হয়। স্বাত্মধর্ম্ম ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা শঙ্কা করা হইতেছে। ব্রহ্মাত্মস্বরূপই মোক্ষ, কিন্তু তাহা অনাদি অবিদ্যা-রূপ মলদ্বারা আবৃত থাকে, উপাসনার দ্বারা সেই মল নষ্ট হইলে সেই মোক্ষ অভিব্যক্ত হয়—ইত্যাদি বিষয়ের দৃষ্টান্ত দিবার জন্য বলিতেছেন—যথা

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

শাঙ্করভাষ্য—অন্যাশ্রিত ক্রিয়ার দ্বারা মোক্ষ সম্ভব নহে।

অন্যাশ্রয়ায়াস্ত ক্রিয়ায়াঃ অবিষয়ত্বাৎ ন তয়া আত্মা সংস্ক্রিয়তে। ১০৯। নন্থ দেহাশ্রয়য়া স্নানাচমনযজ্ঞোপবীতাদিকয়া ক্রিয়য়া দেহী সংস্ক্রিয়মাণঃ দৃষ্টঃ। ১১০। ন, দেহাদিসংহতস্য এব অবিদ্যাগৃহীতস্য আত্মনঃ সংস্ক্রিয়মাণত্বাৎ।১১১। প্রত্যক্ষং হি স্নানাচমনাদেঃ দেহসমবায়িত্বম্। ১১২। তয়া দেহাশ্রয়য়া

ইত্যাদি। সংস্কার শব্দের অর্থ—মলের নাশ। আচ্ছা, বল দেখি, আত্মাতে সেই যে মল, তাহা সত্য অথবা কল্পিত? দ্বিতীয় কল্পে অর্থাৎ কল্পিত পক্ষে সেই মলের নাশ জ্ঞান হইতেই হয়, ক্রিয়ার দ্বারা হয় না। আর প্রথম কল্পে অর্থাৎ মল সত্য—এই পক্ষে, যে ক্রিয়ার দ্বারা তাহা নষ্ট হয় তাহা, বল দেখি, তাহা আত্মাতে থাকে, অথবা অন্যত্র থাকে? প্রথম পক্ষ অভীষ্ট হইতে পারে না—ইহাই বলিতেছেন—ন ক্রিয়া ইত্যাদি। এই বিষয়ে অনুপপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন—যৎ ইত্যাদি। ক্রিয়া নিজ আশ্রয়ে সংযোগাদিরূপ বিকার না করিয়া জন্মায় না—ইহাই ইহার অর্থ। আর তাহা হইলে শ্রুতিবাক্যের বাধা জন্মিবে। ইত্যাদি।

এইবার ভাষ্যকার দেখাইতেছেন—যাঁহাদের মতে ক্রিয়া অন্যাশ্রিত হইয়া অপরে ফল উৎপাদন করিতে পারে, তাঁহাদের মতও ঠিক নহে; ইত্যাদি।

ভাষ্যানুবাদ—আর অন্যাশ্রয় ক্রিয়ায় অবিষয় বলিয়া তদ্দ্বারা আত্মার সংস্কার হয়—বলা যায় না। ১০৯। যদি বল, দেহাশ্রিত যে স্নান আচমন ও যজ্ঞোপবীতাদি(ধারণ)রূপ ক্রিয়া, তাহার দ্বারা দেহী সংস্কৃত হয় দেখা যায়। ১১০। না, তাহা নহে। কারণ, দেহাদি সংহত ও অবিদ্যাগৃহীত যে আত্মা, তাহারই সংস্কার হইয়া থাকে। ১১১। স্নান ও আচমনাদি যে দেহসমবেত, তাহা প্রত্যক্ষই হইয়া থাকে। ১১২। সেই দেহাশ্রিত ক্রিয়ার দ্বারা দেহাদি

ভাষ্যের শব্দার্থ—১০৯। অন্যাশ্রয়ায়াঃ=অন্য হইয়াছে আশ্রয় যাহার, তাহার। ১১০। দেহাশ্রয়য়া দেহ হইয়াছে আশ্রয় যাহার তাহার দ্বারা। স্নানাচমনযজ্ঞোপবীতাদিকয়া=স্নান আচমন ও যজ্ঞোপবীত ধারণ হইয়াছে আদি যাহার সেই ক্রিয়ার। সংস্ক্রিয়মাণঃ=যাহার সংস্কার করা হয় তাহা। ১১১। দেহাদিসংহতস্য=দেহাদির সহিত মিলিত হইয়াছে যে তাহার। অবিদ্যাগৃহীতস্য=অবিদ্যার দ্বারা যুক্ত যে আত্মা তাহার

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

তৎসংহত এব কশ্চিৎ অবিদ্যয়া আত্মত্বেন পরিগৃহীতঃ সংস্ক্রিয়তে ইতি যুক্তম্ ।১১৩। যথা দেহাশ্রয়চিকিৎসানিমিত্তেন ধাতুসাম্যেন তৎসংহতস্য তদভিমানিনঃ আরোগ্যফলম্, "অহম্ অরোগ" ইতি যত্র বুদ্ধিঃ উৎপদ্যতে, এবং স্নানাচমনযজ্ঞোপবীতাদিনা "অহংশুদ্ধঃ সংস্কৃতঃ" ইতি যত্র বুদ্ধিঃ উৎপদ্যতে স সংস্ক্রিয়তে। ১১৪। স চ দেহেন সংহত এব। ১১৫। তেন এব হি অহং কর্ত্রা অহংপ্রত্যয়বিষয়েণ প্রত্যয়িনা সর্ব্বাঃ ক্রিয়া নির্বর্ত্ত্যন্তে। ১১৬। তৎফলং চ স এব অশ্নাতি,

"তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি"

(মুণ্ডঃ উঃ ৩।১।১)

ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ। ১১৭

"আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ" (কঠঃউঃ ১।৩।৪) ইতি চ। ১১৮। তথা চ—

সংহতই কোন বস্তু অবিদ্যাবশতঃ আত্মরূপে পরিগৃহীত হইয়া সংস্কৃত হয় এইরূপই যুক্তিযুক্ত। ১১৩। যেমন দেহাশ্রিত যে চিকিৎসা, তন্নিমিত্ত যে ধাতুর সমতা, তাহার দ্বারা সেই দেহাভিমানীর আরোগ্যরূপ ফল হয়, যাহাতে "আমি রোগমুক্ত" এইরূপ বুদ্ধি উৎপন্ন হয়; সেইরূপ স্নান আচমন ও যজ্ঞোপবীতাদির দ্বারা "আমি শুদ্ধ ও সংস্কৃত" এইরূপ বুদ্ধি যাহাতে উৎপন্ন হয়, সেই সংস্কৃত হয়। ১১৪। আর সে দেহের সহিত সংহতই হয়। ১১৫। সেই অহংকারের আশ্রয় এবং অহংপ্রত্যয়ের বিষয় যে জ্ঞাতা, তৎকর্তৃকই সকল ক্রিয়া নির্বর্তিত হয়। ১১৬। এবং সেই সকল ক্রিয়ার ফলও সেই ভোগ করিয়া থাকে; যেহেতু, "তাহাদের মধ্যে একজন কর্মফল ভোগ করে এবং আর এক জন ভোগ না করিয়া কেবল দর্শন করে" (মুণ্ডঃ উঃ ৩।১।১) এইরূপ মন্ত্র আছে। ১১৭। এবং "আত্মা ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্তই ভোক্তা—ইহাই মনীষিগণ

।১১২। দেহসমবায়িত্ব—যাহারা দেহে সমবায়সম্বন্ধে থাকে তাহাদের ভাব। ১১৩। তৎসংহত—তাহার সহিত মিলিত। ১১৪। ধাতুসাম্যেন—বায়ু পিত্ত ও কফরূপ ধাতুর সমতার দ্বারা। ১১৫। সংহত—মিলিত। ১১৬। অহংকর্ত্রা—অহঙ্কারের যে আশ্রয় তাহার

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ।
(শ্বেতাঃ উঃ ৬।১১)

ইতি—

স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ মস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।"
(ঈশঃ উ ৮)

ইতি চ; এতৌ মন্ত্রৌ অনাধেয়াতিশয়তাং নিত্যশুদ্ধতাং চ ব্রহ্মণঃ দর্শয়তঃ। ১১৯। ব্রহ্মভাবশ্চ মোক্ষঃ। ১২০। তস্মাৎ ন সংস্কার্য্যোঽপি মোক্ষঃ। ১২১। অতঃ অন্যৎ মোক্ষং প্রতি ক্রিয়ানুপ্রবেশদ্বারং ন শক্যং কেনচিৎ দর্শয়িতুম্। ১২২। তস্মাৎ জ্ঞানম্ একং মুক্ত্বা ক্রিয়ায়া গন্ধমাত্রস্যাপি অনুপ্রবেশ ইহ ন উপপদ্যতে। ১২৩।

বলিয়া থাকেন" (কঠঃ উঃ ১।৩।৪) এইরূপ শ্রুতিবাক্য আছে। ১১৮। ইহার প্রমাণ "একই দেব সর্ব্বভূতমধ্যে গূঢ়ভাবে অবস্থিত, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, কর্ম্মের অধ্যক্ষ, সর্ব্বভূতের আশ্রয়, সাক্ষী, চৈতন্যস্বরূপ, কেবল ও নির্গুণ "(শ্বেতাঃ উঃ ৬।১১) এই শ্রুতি এবং "সেই শুক্র, অকায়, অব্রণ, অস্নাবির শুদ্ধ, ও অপাপবিদ্ধ" এই শ্রুতি, ব্রহ্মের অনাধেয়াতিশয়তা এবং নিত্যশুদ্ধতাপ্রদর্শন করিতেছে। ১১৯। আর ব্রহ্মভাবই মোক্ষ। ১২০। সেই হেতু মোক্ষ সংস্কার্য্যও নহে। ১২১। এই হেতু মোক্ষের প্রতি ক্রিয়ার অন্য কোনরূপ অনুপ্রবেশ প্রদর্শন করিতে কেহই পারে না। ১২২।

ভাষ্যের সরলার্থ—যাহা (আত্মার ক্রিয়া নহে, কিন্তু) অন্যের ক্রিয়া,

---

দ্বারা। প্রত্যয়িনা—যাহার প্রত্যয় আছে তাহার দ্বারা। নির্বর্ত্ত্যতে—নিষ্পাদিত হয়।১১৭। অশ্নাতি—ভোগ করে। পিপ্পলং—ফলকে। স্বাদু—মিষ্ট। অত্তি—আস্বাদ করে। অনশ্নন্—না খাইয়া। অভিচাকশীতি—দেখে। ১১৯। সর্ব্বভূতাধিবাস—সর্ব্বভূতের আশ্রয়। চেতা—চেতয়িতা। পর্য্যগাৎ—চারি দিকে গত। শুক্র—দীপ্তিমৎ। অস্নাবিরং—অবিনাশি। অপাপবিদ্ধ—নিষ্পাপ। অনাধেয়াতিশয়তাং—যাহাতে অবস্থান্তর উৎপাদন করা যায় না তাহার যে ভাব তাহাকে। ১২২। ক্রিয়ানুপ্রবেশদ্বারং—ক্রিয়াতে প্রবেশ করিবার দ্বার অর্থাৎ উপায়।

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon
CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

তাহার সহিত আত্মার কোনপ্রকার সম্বন্ধ না থাকায়, ঐরূপ ক্রিয়াদ্বারা যে, আত্মা সংস্কৃত হইবে, তাহা কখনই হইতে পারে না।

পূর্ব্বপক্ষী পুনর্ব্বার শঙ্কা করিতেছেন যে, ইহা ত সকলেরই প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ যে, স্নান, আচমন ও যজ্ঞোপবীতধারণপ্রভৃতি ক্রিয়া দেহেরই ধর্ম্ম, ঐ সকল দেহ-ধর্ম্ম স্নানাদি ক্রিয়ার দ্বারা কিন্তু, দেহী অর্থাৎ আত্মাই সংস্কৃত হইয়া থাকে; সেইরূপ মনের ধর্ম্ম উপাসনাদিক্রিয়া দ্বারা মনের সহিত যুক্ত আত্মার ও সংস্কার হইতে পারে, এবং ঐরূপে সংস্কৃত আত্মাতে মোক্ষরূপ স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম তিরোভূত থাকিলেও, পুনর্ব্বার অভিব্যক্তও হইতে পারে, এইরূপ কল্পনা ত যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে—এই প্রকার শঙ্কাও যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ, ঐ সকল স্নানাচমনপ্রভৃতি ক্রিয়াদ্বারা দেহাদির সহিত মিলিত বলিয়া অজ্ঞান-বশে পরিগৃহীত; সুতরাং, কল্পিত আত্মারই সংস্কার হইয়া থাকে, যাহা বাস্তব আত্মা, তাহার ঐ সকল ক্রিয়াদ্বারা কোনরূপ সংস্কার সম্ভবপর নহে। স্নান ও আচমনপ্রভৃতি ক্রিয়া যে দেহেতেই সমবেত অর্থাৎ দেহধর্ম্ম, তাহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। সেই দেহ-সমবেত স্নান ও আচমনপ্রভৃতি ক্রিয়াদ্বারা, সেই দেহ-বিশিষ্ট বলিয়া অবিদ্যাবশে পরিকল্পিত আত্মারই সংস্কার হইয়া থাকে। যেমন চিকিৎসা দেহেরই হয়, সেই চিকিৎসার দ্বারা ধাতুসাম্য অর্থাৎ বাত, পিত্ত ও কফের সমতা হইলে সেই দেহাশ্রিত ধাতুসাম্যদ্বারা দেহাভিমানী আত্মারই আরোগ্যরূপ চিকিৎসার ফল হয়, এবং সেই দেহাভিমানী কল্পিত আত্মাই বুঝিয়া থাকে যে, আমি রোগমুক্ত হইলাম। এই প্রকার স্নান, আচমন এবং যজ্ঞোপবীত-ধারণাদিক্রিয়ার দ্বারা,—যাহাতে এইপ্রকার বুদ্ধি হইয়া থাকে যে, "আমি শুদ্ধ ও সংস্কৃত হইয়াছি" তাহারই সংস্কার হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সে আত্মা নহে। যে এই দেহের সহিত মিশ্রিত সে আত্মা, ভ্রান্তিবশতঃই—এইরূপ ব্যবহার হয়। প্রকৃত আত্মা অহঙ্কারের আশ্রয়। কারণ, আমি বলিলে তাহাকেই বুঝা যায়। সেই অহঙ্কারের আশ্রয় অর্থাৎ অবিদ্যাপরিকল্পিত আত্মাই—সকল ক্রিয়ার কর্ত্তা হইয়া থাকে, এবং সেই সেই ক্রিয়ার ফলও ভোগ করিয়া থাকে।

"সেই দুইটীর মধ্যে একটী স্বাদু পিপ্পল অর্থাৎ কর্ম্মফল (অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ) ভোগ করিয়া থাকে, আর একটী কিন্তু, কিছুই ভোগ করে না, কেবল সাক্ষী-স্বরূপে প্রকাশমান থাকে" ইত্যাদি (শ্বেতাশ্বতর) বেদমন্ত্রে এবং "দেহ, ইন্দ্রিয়

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

ভামতী—মোক্ষ অন্যাশ্রিতক্রিয়াজন্য নহে—এই ভাষ্যব্যাখ্যা।

অথ ব্যভিচারং চোদয়তি—**নন্বু দেহাশ্রয়য়া** ইতি। ৩০৭। পরিহরতি—ন। ৩০৮। **দেহসংহতস্য** ইতি। ৩০৯। অনাদ্যনির্বাচ্যা বিদ্যোপধানমেব ব্রহ্মণঃ জীব ইতি চ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি চ আচক্ষতে

এবং মনের সহিত যে মিশ্রিত, তাহাকেই পণ্ডিতগণ ভোক্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন” এই প্রকার স্মৃতিবাক্যসমূহে এবং “সেই দেব অদ্বিতীয়, তিনি সকল ভূতেই প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজমান; তিনি সর্ব্বব্যাপী এবং সকল প্রাণীরই অন্তরাত্মা, তিনি সকল প্রকার কর্ম্মের অধ্যক্ষ, সকল ভূত তাঁহারই আশ্রয়ে বিদ্যমান, তিনি সাক্ষী অর্থাৎ ভোক্তা না হইয়াও প্রকাশ-স্বভাব, তিনি চৈতন্যস্বরূপ, অকর্ত্তা এবং নির্গুণ” এবং “সেই আত্মা সকল বস্তুকেই ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার দেহ নাই (অর্থাৎ সূক্ষ্মদেহ ও নাই) তাঁহার কোনপ্রকার ব্রণ হইবার সম্ভাবনা নাই, তাঁহার শিরা নাই, তিনি দীপ্তিমান্, তাঁহার রোগাদি মলের সহিত কোন সম্পর্ক নাই, অর্থাৎ তাঁহার স্থূল দেহও নাই, তিনি শুদ্ধ এবং অপাপবিদ্ধ” ইত্যাদি বেদমন্ত্রদ্বয়ও ইহাই প্রতিপাদন করিতেছে যে, ব্রহ্ম কোন প্রকার পরিবর্ত্তনের আশ্রয় নহেন, এবং ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধ। বাস্তবিক মোক্ষ কাহাকে বলে? ব্রহ্মভাবই ত মোক্ষ। সেই কারণে পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে, মোক্ষ কোনপ্রকার ক্রিয়ার সংস্কার্য্যরূপ কর্ম্মও হইতে পারে না। বস্তুতঃ ইহা ছাড়া আর কিছুই এমন নাই—যাহাকে মোক্ষের সহিত কোনপ্রকার ক্রিয়ার সম্বন্ধ ঘটাইবার দ্বার বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে। সেই কারণেই বলিতে হইবে যে, এক জ্ঞানকে পরিত্যাগ করিয়া, অন্য কোনপ্রকার ক্রিয়ার সহিত অণুমাত্রও মোক্ষের কোনপ্রকার সম্বন্ধ থাকিতে পারে না।

ভামতীর অনুবাদ—এইবার ব্যভিচারের শঙ্কা করিতেছেন—**নন্বু দেহাশ্রয়য়া** ইত্যাদি। ৩০৭। ন ইত্যাদি বাক্যে তাহার পরিহার করিতেছেন। ৩০৮। **দেহসংহতস্য** ইত্যাদির অর্থ এই—। ৩০৯। ব্রহ্মের অনাদি অনির্ব্বাচ্য অবিদ্যারূপ যে উপাধি, তাহাকেই জীব এবং ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়। ৩১০।

ভামতীর শব্দার্থ— ৩০৭। ব্যভিচারং=নিয়মের ব্যতিক্রম। চোদয়তি=আশংকা করিতেছেন। ৩০৮। পরিহরতি=নিরাস করিতেছেন। ৩১০। উপধান=উপাধি।

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

।৩১০। স চ স্থূলসূক্ষ্মশরীরেন্দ্রিয়াদিসংহতঃ তৎসংঘাতমধ্যপতিতঃ তদভেদেন অহম্ ইতি প্রত্যয়বিষয়ীভূতঃ, অতঃ শরীরাদি-সংস্কারঃ শরীরাদিধর্ম্মোঽপি আত্মনঃ ভবতি, তদভেদাধ্যবসায়াৎ ।৩১১। যথা অঙ্গরাগধর্ম্মঃ সুগন্ধিতা কামিনীনাং ব্যপদিশ্যতে ।৩১২। তেন অত্রাপি যদাশ্রিতা ক্রিয়া সাংব্যবহারিকপ্রমাণবিষয়ীকৃতা তস্যৈব সংস্কারঃ ন অন্যস্য ইতি ব্যভিচারঃ। ৩১৩। তত্ত্বতস্তু ন ক্রিয়া ন সংস্কারঃ ইতি। ৩১৪। সনিদর্শনং তু শেষম্ অধ্যাসভাষ্যে এব কৃতব্যাখ্যানম্ ইতি নেহ ব্যাখ্যাতম্। ৩১৫। **তয়োরন্যঃ পিপ্পলম্** ইতি। ৩১৬। অন্যঃ=জীবাত্মা। ৩১৭। পিপ্পলং=কর্ম্মফলম্ ।৩১৮। **অনশ্নন্ন্য** ইতি পরমাত্মা ।৩১৯। সংহতস্য এব ভোক্তৃত্বম্ আহ মন্ত্রবর্ণঃ—**আত্মেন্দ্রিয়** ইতি ।৩২০। অনুপহিত-শুদ্ধস্বভাবব্রহ্মপ্রদ-

---

আর সেই জীব স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর এবং ইন্দ্রিয়াদির সহিত সংহত অর্থাৎ তাহাদের সমষ্টির মধ্যে পতিত হইয়া তাহাদিগের সহিত অভিন্নভাবে অহংপ্রত্যয়ের বিষয় হইয়া থাকে, এইহেতু শরীরাদির সংস্কার শরীরাদির ধর্ম্ম হইলেও আত্মারই হইয়া থাকে ; কারণ, তাহাদের সহিত আত্মার অভেদনিশ্চয় হয়। ৩১১। যেমন অঙ্গরাগের ধর্ম্ম যে সুগন্ধিতা, তাহা কামিনীগণেরও ধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হয়। ৩১২। সেই হেতু এই স্থলেও ক্রিয়া যদাশ্রিত বলিয়া ব্যাবহারিক প্রমাণের বিষয়ীভূত হয়, তাহারই সংস্কার হয়, অন্যের নহে ; সুতরাং ব্যভিচার হইল না। ৩১৩। বস্তুতঃ, আত্মার ক্রিয়াও নাই, সংস্কারও নাই। ৩১৪। দৃষ্টান্তের সহিত এই ভাষ্যের শেষাংশ অধ্যাসভাষ্যেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, এই কারণে এস্থলে আর ব্যাখ্যা করা হইল না। ৩১৫। **তয়োরন্যঃ পিপ্পলং** ইহার অর্থ এই— ।৩১৬। অন্য শব্দের অর্থ জীবাত্মা। ৩১৭। **পিপ্পল** শব্দের অর্থ কর্ম্মফল ।৩১৮। **অনশ্নন্ন্যঃ**=ইহার অর্থ পরমাত্মা। ৩১৯। **আত্মেন্দ্রিয়** ইত্যাদি মন্ত্র

ক্ষেত্রজ্ঞ=যে ক্ষেত্র অর্থাৎ দেহকে জানে। আচক্ষতে=বলে। ৩১১। সংঘাত=সমষ্টি। তদভেদেন=সেই সমষ্টির সহিত অভিন্ন হইয়া। অধ্যবসায়=নিশ্চয়। ৩১২। অঙ্গরাগধর্ম্ম=শরীরের শোভাসম্পাদক দ্রব্য ধর্ম্ম। ব্যপদিশ্যতে=কথিত হয়। ৩১৩। সাংব্যবহারিক=ব্যবহারসিদ্ধ। ৩১৪। তত্ত্বতঃ=বস্তুতঃ। ৩১৫। সনিদর্শন=দৃষ্টান্ত সহিত। কৃতব্যাখ্যানম্=যাহার

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

শনিপরৌ মন্ত্রৌ পঠতি—**একো দেব** ইতি। ৩২১। **শুক্রং**=দীপ্তিমৎ। ৩২২। **অব্রণং**=দুঃখরহিতম্। ৩২৩। **অস্নাবিরং**=অবিগলিতম্ অবিনাশি ইতি যাবৎ। ৩২৪। উপসংহরতি—**তস্মাৎ** ইতি। ৩২৫। নন্নু মা ভূৎ নির্বর্ত্ত্যাদিকর্ম্মতাচতুষ্টয়ী, পঞ্চমী তু কাচিৎ বিধা ভবিষ্যতি যয়া মোক্ষস্য কর্ম্মতা ঘটিষ্যতে ইতি, অত আহ—**অতঃ অন্যৎ** ইতি। ৩২৬। এভ্যঃ প্রকারেভ্যঃ ন প্রকারান্তরম্ অন্যৎ অস্তি, যতঃ মোক্ষস্য ক্রিয়ানুপ্রবেশঃ ভবিষ্যতি। ৩২৭। এতদুক্তং ভবতি চতস্ৃণাং বিধানাং মধ্যে অন্যতময়া ক্রিয়াফলত্বং ব্যাপ্তং, সা চ মোক্ষাৎ ব্যাবর্ত্তমানা ব্যাপকানুপলব্ধ্যা মোক্ষস্য ক্রিয়াফলত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি ইতি। ৩২৮। তৎ কিং মোক্ষে ক্রিয়া এব নাস্তি, তথা চ তদর্থানি শাস্ত্রাণি

সংহতেরই ভোক্তৃত্ব বলিতেছে। অনুপহিত শুদ্ধস্বভাব যে ব্রহ্ম, তাহারই প্রদর্শন-পর দুইটী মন্ত্র পড়িতেছেন—**একো দেব** ইত্যাদি। ৩২০। **শুক্র**=দীপ্তি-মৎ। ৩২২। **অব্রণ**=দুঃখরহিত। ৩২৩। **অস্নাবির**=অবিগলিত। অর্থাৎ অবিনাশি। ৩২৪। **তস্মাৎ** ইত্যাদি বাক্যে উপসংহার করিতেছেন। ৩২৫। আচ্ছা, নির্বর্ত্ত্যাদি যে চারি প্রকার কর্ম্মরূপতা, তাহা মোক্ষে নাই থাকুক, পঞ্চম কোন প্রকার ত হইতে পারে, যাহার দ্বারা মোক্ষের কর্ম্মতা ঘটিতে পারে? এই আশংকার উত্তরে বলিতেছেন—**অতঃ অন্যৎ** ইত্যাদি। ৩২৬। এই সকল প্রকার হইতে অন্য কোন প্রকার নাই, যাহা থাকিলে মোক্ষে ক্রিয়ানু-প্রবেশ হইতে পারিত। ৩২৭। ইহাই বলা হইতেছে—এই চারিটী প্রকারের মধ্যে কোন একটীর দ্বারা ক্রিয়াফলত্ব ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। তাহা মোক্ষ হইতে ব্যাবৃত্ত হইয়া ব্যাপকের অনুপলব্ধিবশতঃ মোক্ষের ক্রিয়াফলত্ব নিরাকরণ করে। ৩২৮। তবে কি মোক্ষে ক্রিয়াই নাই? তাহা হইলে মোক্ষার্থ শাস্ত্র-

---

ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ৩২০। মন্ত্রবর্ণঃ=মন্ত্রের বর্ণ। ৩২১। প্রদর্শনপর=যাহা প্রদর্শন করে। ৩২২। দীপ্তিমৎ=যাহা দীপ্তি পায়। ৩২৬। নির্বর্ত্ত্যাদিকর্ম্মতাচতুষ্টয়ী=উৎপাদ্য বিকার্য্য আপ্য ও সংস্কার্য্য—এই চারিপ্রকার কর্ম্মতা। বিধা=প্রকার। ঘটিষ্যতে=ঘটিবে। ৩৩৭। ক্রিয়ানুপ্রবেশ=ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ। ৩২৮। ব্যাপ্ত=অব্যভিচরিত সম্বন্ধে স্থিত। ব্যাপকানুপলব্ধ্যা=ব্যাপকের অনুপলব্ধির দ্বারা। ব্যাবর্ত্তমানা=ব্যাবর্ত্তমানা=পৃথক্ হইয়া।

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

তদর্থাশ্চ প্রবৃত্তয়ঃ অনর্থকানি ইতি, অত উপসংহারব্যাজেন আহ—তস্মাৎ জ্ঞানম্ একম্ ইতি। ৩২৯।

সমূহ এবং মোক্ষের জন্য প্রবৃত্তিসমূহ অনর্থকই হয়, এই আশংকার উপর উপসংহারচ্ছলে উত্তর দিতেছেন—**তস্মাৎ জ্ঞানম্ একম্** ইত্যাদি। ৩২৯।

ভামতীর তাৎপর্য্য—ইতি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—মোক্ষ দোষাপনয়নদ্বারা সংস্কার্য্য কর্ম্ম হইতে পারে না ; কারণ, যাহাকে আশ্রয় করিয়া কোনরূপ ক্রিয়া হয়, তাহাকে অবিকৃত না করিয়া সেই ক্রিয়া জন্মিতে পারে না ; আর তাহা হইলে আত্মার অনিত্যত্বই প্রসক্ত হয়। কেবল তাহাই নহে, "অবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে" এই শ্রুতির বাধাও হয়। ভাষ্যের এই প্রসঙ্গে ভামতীতে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মে যদি অশুদ্ধি স্বীকারও করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে মোক্ষে ক্রিয়ার সংস্কার্য্যত্বপক্ষ দূষিত হয়। ক্রিয়া কি ব্রহ্মসমবেত হইয়া ব্রহ্মের সংস্কার করে, অথবা অন্যসমবেত হইয়া ব্রহ্মের সংস্কার করে বল দেখি ? তন্মধ্যে ব্রহ্মসমবেত ক্রিয়ার দ্বারা ব্রহ্ম সংস্কার্য্য হয়—এপক্ষ অসঙ্গত, যেহেতু তাহা হইলে ব্রহ্মের বিকার্য্যত্বনিবন্ধন অনিত্যত্বপ্রসক্তি হয়। আর দ্বিতীয় পক্ষে বলা হইয়াছে—অন্যসমবেত ক্রিয়ার দ্বারা অপরে সংস্কার হয় না—ইত্যাদি। এখন এই দ্বিতীয় পক্ষোক্ত নিয়মের ব্যভিচারশঙ্কা (পূর্ব্বপক্ষী) করিতেছেন। পূর্ব্বপক্ষীর মতে বলা হইতেছে—এই নিয়মটা সর্ব্বত্র প্রযুক্ত হইতে পারে না। অর্থাৎ এমন স্থল হইতে পারে, যেখানে এই নিয়মের ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। ভাষ্যকার "**ননু দেহাশ্রয়য়া**" (শং ১১০) ইত্যাদি বাক্যে সেই ব্যভিচারের শঙ্কা করিতেছেন। সংক্ষেপে সেই শঙ্কাটা এই যে, স্নান, আচমন বা উপবীতধারণরূপ ক্রিয়া যে দেহে হয়, সেই দেহ যে, দেহী আত্মা হইতে ভিন্ন, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই, অথচ সেই দেহের এই সকল ক্রিয়ার দ্বারা আত্মার সংস্কার হয়, সুতরাং একের আশ্রিত ক্রিয়ার দ্বারা অপরে ফল জন্মিল। অতএব যে আশ্রয়ে ক্রিয়া হয়, সেই আশ্রয়ভিন্ন অন্যত্র ফল হয় না—এ নিয়ম অক্ষুণ্ণ থাকিল কোথায় ? (ভাঃ ৩০৭)। পূর্ব্বপক্ষীর এই

পৃথক্ করে। ৩২৯। তদর্থানি=মোক্ষ হইয়াছে প্রয়োজন যাহার তাহারা। তদর্থাঃ = তন্নিমিত্ত। ব্যাজেন=ছল দ্বারা।

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

আশংকার উত্তর দিবার জন্য ভাষ্যকার বলিতেছেন—**"ন দেহাদিসংহতস্য"** ইত্যাদি (শং ১১১)। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মের অনাদি অনির্ব্বচনীয় অবিদ্যারূপ যে উপাধি, সেই উপাধিবশতঃ তিনি জীব বা ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত হন, অর্থাৎ ব্রহ্মই অবিদ্যারূপ উপাধিবশতঃ জীব হন, (ভাঃ ৩১০)। আর সেই জীব স্থূলশরীর, সূক্ষ্মশরীর, ইন্দ্রিয় ও প্রাণপ্রভৃতির সহিত মিলিত হয়। অর্থাৎ এই শরীরেন্দ্রিয়াদির যে সমষ্টি তাহার মধ্যে পতিত হয়। আর তাহার ফলে তাহাদের সহিত অভিন্নভাবে প্রতীত হয়, এবং "অহং" এইরূপ জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। এই হেতু শরীরাদিতে যে সংস্কার করা হয়, তাহা শরীরের ধর্ম্ম হইলেও শরীরাদিযুক্ত আত্মারও ধর্ম্ম হইয়া পড়ে, যেহেতু সেই শরীরাদির সহিত আত্মার অভেদরই তখন নিশ্চয় থাকে। সুতরাং দেহের সংস্কারে দেহভিন্ন যে শুদ্ধ আত্মা, তাহারও সংস্কার হয়—ইহা ত বলা গেল না। ভ্রমবশতঃ দেহের সঙ্গে আত্মার যখন অভেদনিশ্চয় রহিয়াছে, তখন দেহের সংস্কারে প্রকৃত আত্মার সংস্কার হইল কিরূপে ? আত্মা যদি দেহ হইতে ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইত, এবং সেই অবস্থায় দেহের সংস্কারে আত্মার সংস্কার হইত, তবেই ইহা বলিতে পারা যাইত, কিন্তু তাহা ত ঘটিতেছে না। সুতরাং দেহের সংস্কারে যে আত্মার সংস্কার বলা হয়, তাহা দেহসম্বদ্ধ আত্মারই হয়। (ভাঃ ৩১১)! দেখ, চন্দনাদি যে সকল অঙ্গরাগ দ্রব্য আছে, তাহাদের যে সুগন্ধিতা, তাহা কামিনীর দেহে যখন প্রকাশ পায়, তখন তাহাকে কামিনীর ধর্ম্ম বলা হয়, সেই কামিনীর দেহ, চন্দনাদির সহিত মিলিত হয় বলিয়াই চন্দনধর্ম্মকেও কামিনীর ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। আত্মা কিন্তু দেহের সহিত সম্বদ্ধ নহে ; অধিক কি কাহারও সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই। কারণ, শাস্ত্র তাহাকে "অসঙ্গোঽয়ং পুরুষঃ" বলিয়াছেন। সুতরাং দেহাদির সংস্কারে ব্রহ্মস্বরূপ যে আত্মা, তাহার সংস্কার হইতে পারে না, পরন্তু প্রতিবিম্বভূত যে জীবাত্মা, তাহারই সংস্কার হয়। আর সেই জীবাত্মা যে দেহাদিমধ্যে পতিত অর্থাৎ কল্পিত, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সুতরাং স্নানাদির দ্বারা সেই কল্পিত আত্মারই সংস্কার হইল। আর তাহা যদি হইল তবে, বলিতে হইবে অন্যাশ্রিতক্রিয়ার দ্বারা অপরের উপকার হয় না—এই নিয়মের যে ব্যভিচার প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সিদ্ধ হইল না। এ স্থলে

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

দ্রষ্টব্য এই যে, এই যে কল্পিত আত্মা, যাহাকে পরমাত্মার প্রতিবিম্বস্বরূপ ও অহংপ্রত্যয়ের বিষয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, তাহা শুক্তিরূপ্যের ন্যায় প্রাতিভাসিক নহে, পরন্তু তাহা ব্যাবহারিক। অর্থাৎ শুক্তিরূপ্যে যেমন কোন ক্রিয়াজন্য সংস্কার হয় না, ইহা সেরূপ নহে। ইহাতে ক্রিয়াজন্য সংস্কার হয়, এইমাত্র বিশেষ। আর সেই জন্য সেই সংস্কারের ফলও থাকে। (ভাঃ ৩১৩)। এইরূপ সাংব্যবহারিক আত্মাতে যে ক্রিয়াজন্য সংস্কার হইয়া থাকে, তাহার দৃষ্টান্ত লোকেও দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন চিকিৎসার দ্বারা ধাতুসাম্য হইলে চিকিৎসিত দেহের সহিত সংহত যে দেহাভিমানী ব্যাবহারিক আত্মা, তাহারও আরোগ্যরূপ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। (শং ১১৪) যাহা হউক, ব্রহ্মের কোন ক্রিয়াও নাই কোন সংস্কারও নাই। (ভাঃ ৩১৪)। এ স্থলে ভাষ্যমধ্যে ব্যাবহারিক আত্মার সংস্কার্য্যত্ব এবং ফলভোক্তৃত্ববিষয়ে যে দৃষ্টান্ত উদাহৃত হইয়াছে, তাহার ও অবশিষ্টভাষ্যাংশের তাৎপর্য্য, অধ্যাস-ভাষ্যমধ্যে স্পষ্টভাবে কথিত হইয়াছে। এজন্য এ স্থলে আর তাহার বিশদ-ভাবে ব্যাখ্যা করা গেল না। (শং ১১৫।৬) (ভাঃ ৩১৫)। ব্যাবহারিক আত্মা যে ফলভোক্তা হয়, এবং বাস্তব আত্মায় তাহা হয় নাই—এই বিষয়ে যে কয়টী শ্রুতি উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রথম শ্রুতিতে অর্থাৎ "তয়োঃ অন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি" এই শ্রুতিতে যে প্রথম "অন্য" পদটী আছে, তাহার অর্থ—জীবাত্মা। পিপ্পল শব্দের অর্থ—কর্ম্মফল। "অনশ্নন্নন্যঃ" এই অংশের দ্বারা পরমাত্মাই সূচিত হইয়াছে। (ভাঃ ৩১৬-৮)। অন্য যে মন্ত্রে আরও স্পষ্ট-ভাবে এই সংহত আত্মায় ভোক্তৃত্ব কথিত হইয়াছে, তাহা "আত্মেন্দ্রিয়মনো-যুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ" ইত্যাদি। (ভাঃ ৩২০)। "একো দেব" ইত্যাদি যে দুইটী মন্ত্র, তাহাদের দ্বারা অনুপহিত শুদ্ধস্বভাব যে ব্রহ্মের স্বরূপ, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। (ভাঃ ৩২১)। উক্তমন্ত্রে শুক্র শব্দের অর্থ—দীপ্তিমৎ। অব্রণ শব্দের অর্থ—দুঃখরহিত। অস্নাবির শব্দের অর্থ—অবিগলিত অর্থাৎ অবিনাশি। স্নু ধাতুর অর্থ—ক্ষরণ বা বিগলন, সুতরাং যাহা বিগলিত হয় না তাহাকেই অস্নাবির বলা যায়। (ভাঃ ৩২৪)। সুতরাং যখন শুদ্ধ আত্মাতে কোন প্রকার ক্রিয়াসম্বন্ধ সম্ভবপর নহে, তখন লোককে কোন প্রকারে সংস্কার্য্যকর্ম্ম বলা যাইতে পারে না। এই বিচারের উপসংহারার্থ ভাষ্যকার

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

বলিতেছেন "তস্মাৎ জ্ঞানমেকং মুক্ত্বা" ইত্যাদি। এই বিচারের ফলে ইহা সিদ্ধ হইল যে, অবিদ্যানিবৃত্তির জন্য কেবল জ্ঞানই অপেক্ষিত হইয়া থাকে, তদ্ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকার ক্রিয়ার আবশ্যকতা আছে—ইহা কোন প্রকারেই উপপন্ন হইতে পারে না। (ভাঃ ৩২৫)।

আচ্ছা, উৎপাদ্য বিকার্য্য আপ্য ও সংস্কার্য্য এই চতুর্ব্বিধ কর্ম্মের মধ্যে মোক্ষ কোন প্রকারের যেন নাই হইল, কিন্তু পঞ্চম অন্য কোন প্রকার কর্ম্মের মধ্যে ইহা পতিত হইবে না কেন? ইহারই উত্তর দিবার জন্য বলিতেছেন—অতঃ অন্যৎ ইত্যাদি। (ভাঃ ৩২৬)। অভিপ্রায় এই যে, এই চারি প্রকার হইতে ভিন্ন পঞ্চম এমন কোন প্রকারই নাই যে, মোক্ষ তাহার অন্তর্গত হইতে পারিবে। (ভাঃ ৩২৭)। যদি বলা হয়, এস্থলে কর্ম্ম চারি প্রকার ভিন্ন অন্য প্রকার নাই—এই মাত্রই কি আচার্য্য বলিলেন? আর তাহা যদি হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মের কার্য্যানুপ্রবেশ অসম্ভব—এই প্রসঙ্গে উক্তপ্রকার উক্তির সার্থকতা কি থাকিল? ব্রহ্মের কার্য্যানুপ্রবেশ অসম্ভব—ইহা প্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া মোক্ষ উক্ত চারিপ্রকার কর্ম্মের অন্তর্গত নহে—এই মাত্র বলিলে ত প্রমাণ করা হয় না? ইহার উত্তর দিবার অভিপ্রায়ে ভামতীকার বলিতেছেন "এতদুক্তং ভবতি" ইত্যাদি। ইহার অভিপ্রায় এই যে, বস্তুতঃ আচার্য্য এস্থলে কেবল প্রতিজ্ঞামাত্র করেন নাই, পরন্তু "অন্যৎ মোক্ষং প্রতি" ইত্যাদি (১২২ সংখ্যক) ভাষ্যে ইহাতে প্রকৃত প্রমাণই প্রদর্শন করিয়াছেন। অর্থাৎ এস্থলে ইহাই দেখান হইয়াছে যে, ব্যাপকের নিবৃত্তি হইলে ব্যাপ্যেরও নিবৃত্তি হয়—এই যে একটী নিয়ম আছে, সেই নিয়মানুসারেই ব্রহ্মের কার্য্যানুপ্রবেশ যে হইতে পারে না, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। এখানে ব্যাপ্য হইল কর্ম্মত্ব এবং ব্যাপক হইল "উৎপাদ্যপ্রভৃতি চতুর্ব্বিধ কর্ম্মের অন্যতমত্ব" যেহেতু কর্ম্ম হইলেই তাহা—হয় উৎপাদ্য হইবে, অথবা বিকার্য্য হইবে, অথবা আপ্য বা সংস্কার্য্য হইবে। যাহা উৎপাদ্য নহে, বিকার্য্য নহে, আপ্য নহে, এবং সংস্কার্য্যও নহে, তাহা কোন কর্ম্মই নহে। যেমন ধূম হয় ব্যাপ্য এবং বহ্নি হয় ব্যাপক, বহ্নি যেখানে থাকে না, সেখানে ধূমও থাকে না, কিন্তু ধূম যেখানে থাকে, সেখানে বহ্নি থাকেই, সেইরূপ প্রকৃতস্থলেও ঐ চারিপ্রকারের মধ্যে অন্যতম যে নহে, সে কর্ম্মও নহে। আবার দেখ কর্ম্ম যে হয়, সে উক্ত চারিপ্রকারের অন্তর্গত হইয়া থাকে।

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ভাষ্যে যখন ব্রহ্মে ঐ উৎপাদ্যাদি চতুর্ব্বিধ কর্ম্ম হইতে ভেদ প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহার দ্বারা প্রসঙ্গত ইহাও সিদ্ধ হইয়া যাইতেছে যে, ব্রহ্ম কোন ক্রিয়ায় কর্ম্মই হইতে পারে না। এই যুক্তিকে অবলম্বন করিয়া যেরূপ ন্যায়প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহা এই—

মোক্ষ কোনরূপ ক্রিয়ায় কর্ম্ম হহে ... (প্রতিজ্ঞা)
যেহেতু তাহা উৎপাদ্যাদি চতুর্ব্বিধ কর্ম্মের অন্তর্গত নহে (হেতু)
যেমন আকাশ ... ... (উদাহরণ)

ইহা হইতে ইহাই সিদ্ধ হইল যে, চতুর্ব্বিধ কর্ম্মের মধ্যে প্রবিষ্ট নহে বলিয়া মোক্ষে কোন প্রকার কর্ম্মানুপ্রবেশ সম্ভাবিত হয় না। (ভাঃ ২১৮)।

কিন্তু তাহা হইলে এখন শংকা হইতে পারে যে, তবে কি মোক্ষের অনুকূল কোন ক্রিয়াই নাই? তাহা যদি না থাকে, তবে মোক্ষপ্রতিপাদক যে সকল শাস্ত্র এবং মোক্ষের জন্য মুমুক্ষুগণের যে প্রবৃত্তিসমূহ, তাহা নিষ্ফল হইবে? এইপ্রকার আশংকার উত্তর দিয়া প্রকৃতার্থের উপসংহার করিবার জন্যই বলিতেছেন—"তস্মাৎ জ্ঞানমেকং মুক্ত্বা" ইত্যাদি। (ভাঃ ২৩৯)।

ইহাই হইল এইপ্রসঙ্গের ভাষ্যাংশের ভামতীর তাৎপর্য্য, এইবার দেখা যাউক রত্নপ্রভাকার ইহার ব্যাখ্যার কি বলেন।

রত্নপ্রভা।

মোক্ষ অন্যাশ্রিত ক্রিয়াজন্য নহে ইহার ব্যাখ্যা।

ন দ্বিতীয়ঃ ইত্যাহ—অন্য ইতি। অবিষয়ত্বাৎ। ক্রিয়াশ্রয়দ্রব্যাসংযোগিত্বাৎ ইতি যাবৎ। দর্পণং তু সাবয়বং ক্রিয়াশ্রয়েষ্টকাচূর্ণাদি-দ্রব্যসংযোগিত্বাৎ সংক্রিয়তে ইতি ভাবঃ। অন্যক্রিয়য়া অন্যঃ ন সংক্রিয়তে ইতি অত্র ব্যভিচারং শঙ্কতে—ননু ইতি। আত্মনঃ মূলাবিদ্যাপ্রতিবিম্বিতত্বেন গৃহীতস্য 'নরঃ অহম্' ইতি বাধ্যা দেহতাদাত্ম্যম্ আপন্নস্য ক্রিয়াশ্রয়ত্বাদাত্ম্যা সংস্কার্য্যত্বভ্রমাৎ ন ব্যভিচারঃ ইত্যাহ—ন ইতি। কশ্চিৎ ইতি, অনিশ্চিতব্রহ্মস্বরূপ ইত্যর্থঃ। যত্র আত্মনি বিষয়ে আরোগ্যবুদ্ধিঃ উৎপদ্যতে তস্য দেহসংহতস্য এব আরোগ্যফলম্ ইতি অন্বয়ঃ। ননু দেহভিন্নস্য কথং সংস্কারঃ, তস্য আমুষ্মিকফলভোক্তৃত্বাযোগাৎ, ইত্যত আহ—তেন ইতি। দেহসংহতেন এব অন্তঃকরণপ্রতিবিম্বা-

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

ত্মনা কর্ত্তাহম্ ইতি ভাসমানেন প্রত্যয়াঃ কামাদয়ঃ মনস্তাদাত্ম্যাৎ অস্য সন্তি ইতি প্রত্যয়িনা ক্রিয়াফলং ভুজ্যতে ইত্যর্থঃ। মনোবিশিষ্টস্য আমুষ্মিকভোক্তুঃ সংস্কারঃ যুক্তঃ ইতি ভাবঃ। বিশিষ্টস্য ভোক্তৃত্বং, ন কেবলস্য সাক্ষিণ ইতি অত্র মানম্ আহ—**তয়োঃ** ইতি। প্রমাতৃসাক্ষিণোঃ মধ্যে সত্ত্বসংসর্গমাত্রেণ কল্পিতকর্ত্তৃত্বাদিমান্ প্রমাতা পিপ্পলং কর্ম্মফলং ভুঙ্‌ক্তে, স এব শোধিতত্বেন অন্যঃ সাক্ষিতয়া প্রকাশতে ইত্যর্থঃ। আত্মা=দেহঃ। দেহাদিযুক্তং প্রমাত্রাত্মানম্ ইত্যর্থঃ। এবং সোপাধিকস্য চিদ্ধাতোঃ মিথ্যাসংস্কার্য্যত্বম্ উক্ত্বা নিরুপাধিকস্য অসংস্কার্য্যত্বে মানম্ আহ—**এক** ইতি। সর্ব্বভূতেষু অদ্বিতীয়ঃ একো দেবঃ স্বপ্রকাশঃ। তথাপি মায়াবৃতত্বাৎ ন প্রকাশতে ইত্যাহ—**গূঢ়** ইতি। ননু জীবেন অসম্বন্ধাৎ ভিন্নত্বাৎ বা দেবস্য অভানং ন তু মায়াগূহনাৎ ইতি, ন ইত্যাহ—**সর্ব্বব্যাপীসর্ব্বভূতান্তরাত্মা** ইতি। দেবস্য বিভুত্বাৎ সর্ব্বপ্রাণিপ্রত্যক্‌ত্বাৎ চ আবরণাদেব অভানম্ ইত্যর্থঃ। প্রত্যক্‌ত্বে কর্ত্তৃত্বং স্যাৎ ইতি চেৎ, ন, কর্ম্মাধ্যক্ষঃ—ক্রিয়াসাক্ষী ইত্যর্থঃ। তর্হি সাক্ষ্যম্ অস্তি ইতি দ্বৈতাপত্তিঃ। ন সর্ব্বভূতানাম্ অধিষ্ঠানং ভূত্বা সাক্ষী ভবতি। সাক্ষ্যম্ অধিষ্ঠানে সাক্ষিণি কল্পিতম্ ইতি ভাবঃ। সাক্ষিশব্দার্থম্ আহ—**চেতা কেবল** ইতি। বোদ্ধৃত্বে সতি অকর্ত্তা সাক্ষী ইতি লোকপ্রসিদ্ধম্। চকারঃ দোষাভাবসমুচ্চয়ার্থঃ। নির্গুণত্বাৎ নির্দ্দোষাৎ চ গুণঃ দোষনাশঃ বা সংস্কারঃ ন ইত্যর্থঃ। "স" ইতি উপক্রমাৎ শুক্রাদিশব্দাঃ পুংস্ত্বেন বাচ্যাঃ। স এব আত্মা পরি সর্ব্বম্ অগাৎ ব্যাপ্তঃ, শুক্রঃ=দীপ্তিমান্, অকায়ঃ=লিঙ্গশূন্যঃ, অব্রণঃ =অক্ষতঃ, অস্নাবিরঃ=শিরাবিধুরঃ অনশ্বর ইতি বা। আভ্যাং পদাভ্যাং স্থূলদেহশূন্যত্বম্ উক্তম্। শুদ্ধঃ=রাগাদিমলশূন্যঃ, অপাপবিদ্ধঃ=পুণ্যপাপাভ্যাম্ অসংস্পৃষ্ট ইত্যর্থঃ। **অত** ইতি। উৎপত্ত্যাপ্তিবিকারসংস্কারেভ্যঃ অন্যৎ পঞ্চমং ক্রিয়াফলং নাস্তি, যন্মোক্ষস্য ক্রিয়াসাধ্যত্বে দ্বারং ভবেৎ ইত্যর্থঃ। ননু মোক্ষস্য অসাধ্যত্বে শাস্ত্রারম্ভঃ বৃথা। ন। জ্ঞানার্থত্বাৎ ইত্যাহ—**তস্মাৎ** ইতি।

ইহার তাৎপর্য্য এই—অন্যনিষ্ঠ ক্রিয়ার দ্বারা ব্রহ্মে সংস্কার হইবে—এই দ্বিতীয়পক্ষও হইতে পারে না, ইহাই বলিতেছেন—"**অন্যাশ্রয়ায়াস্ত্ব**" (শঃ১০৭)। ইহার কারণ, আত্মা—অবিষয়। অর্থাৎ ক্রিয়ার আশ্রয় যে দ্রব্য, সেই দ্রব্যের সহিত সংযোগ থাকে না বলিয়া অন্যাশ্রিত ক্রিয়ার ফল

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

হইতে পারে না। দর্পণ কিন্তু সাবয়ব, ক্রিয়ার আশ্রয় যে ইষ্টকচূর্ণাদি দ্রব্য, তাহার সহিত সংযোগ থাকে বলিয়া তাহা সংস্কৃত হয়। অন্যের ক্রিয়ার দ্বারা অপরে সংস্কৃত হয়—এই বিষয়ে ব্যভিচারের আশংকা করিয়া বলিতেছেন—**ননু** ইত্যাদি। মূলাবিদ্যার প্রতিবিম্বরূপে গৃহীত যে আত্মা, তাহারই "আমি মনুষ্য" এইরূপ ভ্রান্তি হয়, আর সেই ভ্রান্তিপ্রযুক্ত দেহের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হয়। সেই তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত জীবেরও ক্রিয়ার আশ্রয় বলিয়া ভ্রান্তি হয়। আর তৎপ্রযুক্ত আত্মাতে সংস্কার্য্যত্বের ভ্রম হয়। এই হেতু ব্যভিচার হইতে পারে না—ইহাই বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন—**ন** ইত্যাদি। **কশ্চিৎ** শব্দের অর্থ—যাহার ব্রহ্মস্বরূপনিশ্চয় হয় নাই সে। আত্মবিষয়ে যাহার আরোগ্য-বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, সেই দেহসম্মিলিতেরই আরোগ্যরূপ ফল হয়—এইরূপে অন্বয় করিতে হইবে। যদি বল, দেহ হইতে যে অভিন্ন, তাহার কিরূপে সংস্কার হইবে? যেহেতু তাহার পারলৌকিক ফলের ভোক্তৃত্ব সম্ভবপর হয় না, এই আশংকার উত্তরে বলিতেছেন—**তেন** ইত্যাদি। দেহের সহিত সংহত এবং অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বস্বরূপ যে জীব, সে "আমি কর্ত্তা" এই ভাবে প্রকাশ পায় বলিয়া কামাদি যে সকল প্রত্যয়, তাহারা, মনের সহিত তাদাত্ম্য-নিবন্ধন এই জীবেরই হয়, এজন্য প্রত্যয়ী যে জীব, সেই জীবই ক্রিয়ার ফল ভোগ করে। মনোবিশিষ্ট যে পারলৌকিক ফলভোক্তা, তাহারই পক্ষে সংস্কার সম্ভবপর, বিশিষ্টবস্তুর ভোক্তৃত্ব হয়; কেবল সাক্ষীর তাহা সম্ভবপর হয় না। এই বিষয়ে প্রমাণ দিবার জন্য বলিতেছেন **তয়োঃ** ইত্যাদি। প্রমাতা ও সাক্ষীর মধ্যে অন্তঃকরণ-সংসর্গ-মাত্রদ্বারা কল্পিত যে কর্তৃত্ব, সেই কর্তৃত্বাদিযুক্ত যে প্রমাতা, সেই প্রমাতা পিপ্পল অর্থাৎ কর্ম্মফল ভোগ করে, এবং সেই প্রমাতাই শুদ্ধ হইয়া পৃথগ্‌ভাবে সাক্ষীরূপে প্রকাশিত হয়। "আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং" এস্থলে আত্মাশব্দের অর্থ—দেহ। সেই দেহাদিযুক্তকে প্রমাতৃরূপ আত্মা বল। এইরূপে সোপাধিক যে চিদ্‌বস্তু, তাহার সংস্কার্য্যত্ব যে কল্পিত, তাহা দেখাইয়া নিরুপাধিক আত্মা যে অসংস্কার্য্য, তদ্বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিবার জন্য বলিতেছেন—**একঃ দেব** ইত্যাদি। এক অর্থাৎ সর্ব্বভূতে অদ্বিতীয়। দেব শব্দের অর্থ—স্বপ্রকাশ। তাহাকে গূঢ় বলায় বুঝিতে হইবে—উহা স্বপ্রকাশ হইলেও মায়ার দ্বারা আবৃত হয় বলিয়া

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

সকলের নিকট প্রকাশিত হয় না। যদি বল, জীবের সহিত সম্বন্ধ নাই বলিয়া বা জীব হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রকাশস্বরূপ যে আত্মা, তাহার অপ্রকাশ হয়, মায়ার দ্বারা আবৃত হইয়া যে প্রকাশিত হয় না, তাহা নহে—এরূপ আশংকা হইতে পারে না, তাহাই দেখাইবার জন্য—**সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা** ইত্যাদি বলা হইয়াছে। দেবস্বরূপ আত্মা বিভূ বলিয়া এবং সকল জীবেরই অন্তরাত্মা বলিয়া তাহার যে ভান হয় না, তাহা আবরণনিবন্ধনই হয়—ইহা বুঝিতে হইবে। অসম্বন্ধনিবন্ধন যে অভান, তাহা সম্ভবপর নহে। যদি বল, যাহা প্রত্যক্‌বস্তু অর্থাৎ যাহা প্রতিজীবের আত্মভূত, তাহাতে ত কর্ত্তৃত্ব থাকিতে পারে? তাহাও নহে, কারণ, তিনি **কর্ম্মাধ্যক্ষ** অর্থাৎ ক্রিয়ার সাক্ষী। আচ্ছা তাহা হইলে আত্মাতে সাক্ষিত্ব থাকিল বলিয়া দ্বিতীয় বস্তুর আপত্তি হইল। না, তাহা নহে, সকল ভূতের অধিষ্ঠান হইয়া তিনি সাক্ষী হন, ইহাই বলা হইয়াছে। অর্থাৎ সাক্ষিরূপ অধিষ্ঠানে সাক্ষিত্ব কল্পিত হইয়াছে—ইহাই তাৎপর্য্য। **চেতা ও কেবল** শব্দদ্বারা সাক্ষী শব্দের অর্থই বলা হইয়াছে। যে বোদ্ধা হয় অথচ ভোক্তা হয় না, তাহাকেই লোকে সাক্ষী বলে—ইহা প্রসিদ্ধ আছে। **নির্গুণশ্চ** এই যে চ-কার, তাহার দ্বারা দোষের অভাবকে সূচনা করা হইয়াছে। নির্গুণ বলিয়া এবং নির্দোষ বলিয়া গুণাধান, বা দোষনাশ অথবা তৎপ্রযুক্ত সংস্কার থাকিতে পারে না। "সঃ" এই পুংলিঙ্গ শব্দদ্বারা উপক্রম করা হইয়াছে বলিয়া শুক্রং প্রভৃতি শব্দগুলিও পুংলিঙ্গ হওয়া উচিত। সেই আত্মা **পরি** অর্থাৎ সকলকে **অগাৎ** অর্থাৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। **শুক্র** শব্দের অর্থ—দীপ্তিমান্। **অকায়** শব্দের অর্থ—লিঙ্গদেহশূন্য। **অব্রণ** শব্দের অর্থ—অক্ষত। **অস্নাবির** শব্দের অর্থ—শিরাশূন্য অথবা অবিনশ্বর। এই দুই পদদ্বারা আত্মাকে স্থূলদেহশূন্যও বলা হইল। **শুদ্ধ** শব্দের অর্থ—রাগদ্বেষাদিমলশূন্য। **অপাপবিদ্ধ** শব্দের অর্থ—পুণ্য ও পাপদ্বারা অস্পৃষ্ট। **অত** ইত্যাদির অর্থ—উৎপত্তি, আপ্তি, বিকার ও সংস্কার হইতে অন্য পঞ্চম প্রকার ক্রিয়ফল নাই, যাহা মোক্ষের ক্রিয়াসাধ্যত্বপক্ষে দ্বার হইতে পারে। যদি বল, মোক্ষ যদি অসাধ্যই হইল, তবে ত শাস্ত্রারম্ভ বৃথাই হইল। না, তাহা নহে, যেহেতু শাস্ত্রারম্ভ জ্ঞানের জন্য হইয়া থাকে—ইহাই বলিতেছেন—**তস্মাৎ** ইত্যাদি।

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

শাঙ্করভাষ্য—জ্ঞান মানসী ক্রিয়া নহে।

নন্বু জ্ঞানং নাম মানসী ক্রিয়া। ১২৪। ন, বৈলক্ষণ্যাৎ। ১২৫। ক্রিয়া হি নাম সা, যত্র বস্তুস্বরূপনিরপেক্ষৈব চোদ্যতে পুরুষচিত্তব্যাপারাধীনা চ। ১২৬। যথা "যস্যৈ দেবতায়ৈ হবির্গৃহীতং স্যাৎ তাং মনসা ধ্যায়েৎ বষট্ করিষ্যন্" ইতি, "সন্ধ্যাং মনসা ধ্যায়েৎ" (ঐঃ ব্রাঃ ৩।৮।১) ইতি চ এবমাদিষু। ১২৭। ধ্যানং চিন্তনং যদ্যপি মানসং তথাপি পুরুষেণ কর্ত্তুম্ অকর্ত্তুম্ অন্যথা বা কর্ত্তুং শক্যং, পুরুষ-

---

ইহাই হইল রত্নপ্রভাকারের ব্যাখ্যা। ভামতী ব্যাখ্যার সহিত এই ব্যাখ্যায় কিঞ্চিৎ মতভেদ ঘটিয়াছে। কারণ, ভামতীকার বলেন যে, জীবাত্মার যে সংসার্য্যত্ব তাহা ব্যাবহারিক, অর্থাৎ পারমার্থিকও নহে, প্রাতিভাসিকও নহে, কিন্তু রত্নপ্রভাকার বলিলেন যে, উহা প্রাতিভাসিক ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে। অবশ্য ইহাতে ফলতঃ কোন বিশেষ মতভেদ ঘটিতেছে না, তাহা বুঝিতে হইবে।

এইবার জ্ঞান মানসী ক্রিয়া সুতরাং বিধেয়—এইরূপ শংকা করিয়া তাহার সমাধান করিতেছেন।

ভাষ্যানুবাদ—যদি বল, জ্ঞান ত মানসী ক্রিয়া। ১২৪। না, তাহা নহে, যেহেতু বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে। ১২৫। ক্রিয়া তাহারই নাম, যেস্থলে বস্তু-স্বরূপ নিরপেক্ষই কথিত হয়, এবং পুরুষচিত্তের ব্যাপারাধীন হয়। ১২৬। যেমন "যে দেবতার উদ্দেশ্যে ঘৃত গৃহীত হয়—তাহাকে বষট্‌কার উচ্চারণ করিবার পূর্ব্বে, মনের দ্বারা ধ্যান করিবে এবং সন্ধ্যাকে মনের দ্বারা ধ্যান করিবে" ইত্যাদি (ঐঃ ব্রাঃ ৩।৮।১) স্থলে (দেখা যায়)। ১২৭। ধ্যান অর্থাৎ চিন্তন, তাহা যদিও মানসব্যাপার হয়, তথাপি পুরুষ তাহা করিতে, না করিতে, অথবা অন্যথা করিতে পারে; যেহেতু তাহা পুরুষব্যাপারাধীন,

---

ভাষ্যের শব্দার্থ।—১২৬। বস্তুস্বরূপনিরপেক্ষা=যাহা বস্তুর স্বরূপকে অপেক্ষা করে না তাহা। চোদ্যতে=বিহিত হয়। ১২২। বষট্ করিষ্যন্=বষট্ এই মন্ত্র প্রয়োগ করিতে

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

তন্ত্রত্বাৎ, জ্ঞানং তু প্রমাণজন্যম্। ১২৮। প্রমাণং চ যথাভূতবস্তুবিষয়ম্। ১২৯। অতঃ জ্ঞানং কর্ত্তুম্ অকর্ত্তুম্ অন্যথা বা কর্ত্তুম্ অশক্যম্। ১৩০। কেবলং বস্তুতন্ত্রম্ এব তৎ। ১৩১। ন চোদনাতন্ত্রম্, নাপি পুরুষতন্ত্রম্। ১৩২। তস্মাৎ মানসত্বেঽপি জ্ঞানস্য মহদ্‌বৈলক্ষণ্যম্। ১৩৩। যথা চ "পুরুষঃ বাব গৌতমাগ্নিঃ" "যোষা বাব গৌতমাগ্নিঃ (ছাঃ উঃ ৫।৭, ৮।১) ইতি অত্র যোষিৎপুরুষয়োঃ অগ্নিবুদ্ধিঃ মানসী ভবতি। ১৩৪। কেবলচোদনাজন্যত্বাৎ ক্রিয়া এব সা পুরুষতন্ত্রা চ। ১৩৫। যা তু প্রসিদ্ধে অগ্নৌ অগ্নিবুদ্ধিঃ ন সা চোদনাতন্ত্রা। ১৩৬। নাপি পুরুষতন্ত্রা। ১৩৭। কিং তর্হি? প্রত্যক্ষবিষয়বস্তুতন্ত্রা এব ইতি জ্ঞানম্ এব, এতৎ ন ক্রিয়া। ১৩৮। এবং সর্ব্বপ্রমাণবিষয়বস্তুষু বেদিতব্যম্। ১৩৯। তত্র

জ্ঞান কিন্তু প্রমাণজন্যই হয়। ১২৮। আর প্রমাণটী যথাভূতবস্তুকেই বিষয় করে। ১২৯। এই হেতু জ্ঞানকে করিতে, না করিতে, বা অন্যথা করিতে পারা যায় না। ১৩০। তাহা কেবল বস্তুতন্ত্রই হইয়া থাকে। ১৩১। তাহা বিধির অধীন নহে, অথবা পুরুষতন্ত্রও নহে। ১৩২। সেই হেতু (ধ্যানের ন্যায়) মানস হইলেও জ্ঞানের ধ্যান হইতে মহৎ বৈলক্ষণ্য থাকে। ১৩৩। আরও যেমন "হে গোতম! পুরুষই অগ্নি, হে গোতম! স্ত্রীই অগ্নি, (ছাঃ উঃ ৫।৭, ৮।১) এই স্থলে যোষিৎ ও পুরুষে যে অগ্নিবুদ্ধি তাহা মানস হয় (তদ্রূপ)। ১৩৪। কারণ, তাহা কেবল বিধিজন্যই হয়, এইহেতু তাহা ক্রিয়াই হয় এবং পুরুষতন্ত্রও হয়। ১৩৫। যাহা কিন্তু প্রসিদ্ধ অগ্নিতে অগ্নিবুদ্ধি, তাহা বিধির অধীন হয় না। ১৩৬। অথবা তাহা পুরুষতন্ত্রও নহে। ১৩৭। তবে কি? প্রত্যক্ষের বিষয় যে বস্তু, সেই বস্তুতন্ত্রই যাহা হয়, তাহাই জ্ঞান, তাহা ক্রিয়া নহে। ১৩৮। এইরূপে সকল প্রমাণের বিষয় বস্তুসকলকে বুঝিতে হইবে। ১৩৯।

যাইয়া। সন্ধ্যাং=দেবতাবিশেষকে। ১২৮। পুরুষতন্ত্রত্বাৎ=পুরুষের অধীন বলিয়া। ১২৯ যথাভূতবস্তুবিষয়ম্=যথার্থবস্তুবিষয়ক। ১৩২। চোদনাতন্ত্রম্=যাহা বিধির অধীন তাহা। ১৩৩। বাব—নিশ্চয়ার্থে। ১৩৪। যোষিৎ=স্ত্রী। অগ্নিবুদ্ধি=অগ্নিজ্ঞান। ১৩৮। প্রত্যক্ষ-

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

এবং সতি যথাভূতব্রহ্মাত্মবিষয়ম্ অপি জ্ঞানং ন চোদনা-তন্ত্রম্। ১৪০। তদ্বিষয়ে লিঙাদয়ঃ শ্রূয়মাণা অপি অনি-যোজ্যবিষয়ত্বাৎ কুণ্ঠীভবন্তি উপলাদিষু প্রযুক্তক্ষুরতৈক্ষ্ণ্যাদিবৎ অহেয়ানুপাদেয়বস্তুবিষয়ত্বাৎ। ১৪১।

এখন এইরূপ হওয়ায় যথাভূত যে ব্রহ্মাত্মবিষয়ক জ্ঞান, তাহাও বিধির অধীন নহে। ১৪০। তদ্বিষয়ে লিঙ্‌প্রভৃতি শ্রূয়মাণ হইলেও নিযোজ্যকে বিষয় করে না বলিয়া প্রস্তরাদিতে প্রযুক্ত ক্ষুরের তীক্ষ্ণতার ন্যায় কুণ্ঠিত হয়; যেহেতু তাহা হেয় বা উপাদেয় বস্তুকে বিষয় করে না। ১৪১।

ভাষ্যের সরলার্থ।—আচ্ছা জ্ঞানও ত মনের ক্রিয়া? তাহাই যদি হইল, তাহা হইলে জ্ঞানরূপ-ক্রিয়াদ্বারা যদি মোক্ষ সাধিত হয়, তবেই স্বীকার করিতে হয় যে, ক্রিয়ার সহিত মোক্ষের সম্বন্ধ রহিয়াছে; সুতরাং, ইহা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে যে, ক্রিয়ার সহিত মোক্ষের কোনপ্রকার সম্বন্ধ নাই, ? এই প্রকার আপত্তি ও যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে না; কারণ, জ্ঞান ক্রিয়া হইলেও, অন্যান্য ক্রিয়া হইতে তাহার বৈলক্ষণ্য আছে। ক্রিয়া বলিলে আমরা সাধারণতঃ যে প্রকার ক্রিয়া বুঝিয়া থাকি, জ্ঞান সেইরূপ ক্রিয়া নহে। কেন এরূপ, তাহা বলা হইতেছে—দেখ, তাহাকেই ক্রিয়া বলা যায়, যাহা বস্তুর স্বরূপের প্রতি অপেক্ষা না করিয়াই, শাস্ত্রে বিহিত হইতেছে—দেখা যায়। আর ইহা পুরুষের চিত্ত-ব্যাপারের অধীন। উদাহরণরূপে দেখান যাইতে পারে, যথা, "যে দেবতার উদ্দেশে ঘৃত গৃহীত হইবে, 'বষট্' এই শব্দটী উচ্চারণ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে, সেই দেবতার স্বরূপ ধ্যান করিবে" এবং "সন্ধ্যাকে মনে মনে ধ্যান করিবে" এই দুইটী শ্রুতিবাক্যেও এইরূপ অন্যান্য বিধিবাক্য-সমূহেও যে ধ্যান বিহিত হইয়াছে, তাহাকে ক্রিয়া বলা যাইতে পারে। কেন যে ধ্যানকে ক্রিয়া বলা যায়, এবং জ্ঞানকে ক্রিয়া বলা যায় না, তাহার কারণ

বিষয়বস্তুতন্ত্রা=যাহা প্রত্যক্ষের বিষয় বস্তুর অধীন। ১৪১। লিঙাদয়ঃ=বিধিলিঙ্ প্রভৃতি প্রত্যয়গুলি। শ্রূয়মাণা অপি=শ্রুত হইলেও। অনিযোজ্যবিষয়ত্বাৎ=নিয়োগের বিষয় হয় না বলিয়া। কুণ্ঠীভবন্তি=কুণ্ঠিত হয়। উপলাদিষু=প্রস্তরাদিতে। ক্ষুরতৈক্ষ্ণ্যাদিবৎ=ক্ষুরের তীক্ষ্ণতা প্রভৃতির ন্যায়। অহেয়ানুপাদেয়=যাহা অপরিত্যাজ্য এবং অগ্রাহ্য।

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

এই যে, যদ্যপি ধ্যান অর্থাৎ চিন্তা করা-রূপ যে ক্রিয়া, তাহা জ্ঞানের ন্যায় মনেরই ব্যাপারবিশেষ, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই, তাহা হইলেও, পুরুষ ইচ্ছা করিলে, শাস্ত্রে যে ভাবে ধ্যান করিতে বলা হইয়াছে, সেই ভাবে ধ্যান করিতে পারে, আবার না করিতেও পারে; অথবা— যে ভাবে ধ্যান করিবার বিধি আছে, তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন প্রকারেও তাহা করিতে পারে; কারণ, ধ্যান করা বা চিন্তা করা পুরুষের ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করিয়া থাকে। জ্ঞান কিন্তু, পুরুষের ইচ্ছার বশবর্ত্তি নহে। কারণ, উহা প্রমাণের অধীন। প্রমাণও যথাভূত বস্তুকেই প্রকাশ করিয়া থাকে, অর্থাৎ যে বস্তুর যাহা যথার্থস্বরূপ, সেই বস্তুকে সেই স্বরূপেই প্রকাশ করাই প্রমাণের স্বভাব। তুমি অগ্নিকে শীতল বলিয়া ধ্যান করিতে পার, কিন্তু তোমার ত্বগিন্দ্রিয়রূপ প্রমাণ অগ্নিকে উষ্ণ বলিয়াই তোমাকে বুঝাইয়া দিবে। অগ্নিতে হস্তসংযোগ করিলে তোমার ইচ্ছা থাকুক্, বা নাই থাকুক্, তাহাতে কিছু আসে যায় না, তোমার হাত পুড়িবেই পুড়িবে, এবং অগ্নি যে উষ্ণ তাহা তুমি অবশ্যই বুঝিবে। অগ্নির উষ্ণতাবোধকে জ্ঞান বালা যায়, উহা ধ্যান নহে। ধ্যান ইচ্ছার অধীন, জ্ঞান প্রমাণের অধীন। এই কারণে ধ্যানের ন্যায়, জ্ঞানকে ইচ্ছা হইলেই উৎপাদন করা বা উৎপাদন না করা, অথবা অন্য কোন প্রকারের বশীভূত করা যাইতে পারে না। এই জন্যই জ্ঞান কোনপ্রকার বিধিবাক্যের অধীন নহে; উহা কেবল বস্তুরই অধীন। কোন পুরুষের ব্যাপারের অধীন নহে। সেই কারণে, বলা হইতেছে যে মনের ব্যাপার হইলেও, জ্ঞানের (ধ্যান হইতে) অত্যন্ত বৈলক্ষণ্য আছে। দেখ, "হে গোতম! পুরুষই অগ্নি, হে গোতম! নারীই অগ্নি" এই শ্রুতিতে যেমন পুরুষ ও নারীতে যে অগ্নিবুদ্ধি— তাহা মানসী ক্রিয়া; কারণ, এইরূপ বুদ্ধি বিধিবাক্যের দ্বারাই নিষ্পাদিত হয়, সুতরাং ইহা পুরুষব্যাপারের অধীন ক্রিয়া; কিন্তু, প্রসিদ্ধ অগ্নিতে যে অগ্নিবুদ্ধি, তাহা পুরুষ ও নারীতে অগ্নিবুদ্ধির ন্যায় বিধিবাক্যের অধীন বা পুরুষব্যাপারের অধীন নহে; কি তবে?—উহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ যে অগ্নিরূপ বস্তু, তাহারই অধীন। এই কারণে—উহা জ্ঞান—ক্রিয়া নহে। এইরূপ সকলপ্রকার প্রমাণের বিষয় বস্তুমাত্রেই জানিতে হইবে। আর ইহাই যদি সিদ্ধান্ত হইল,

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

ভামতী—জ্ঞান মানসী ক্রিয়া নহে—এই ভাষ্যব্যাখ্যা।

অথ জ্ঞানং ক্রিয়া মানসী কস্মাৎ ন বিধিগোচরঃ। ৩৩০। কস্মাৎ চ তস্যাঃ ফলং নির্বর্ত্ত্যাদিষু অন্যতমং ন মোক্ষঃ। ৩৩১। ইতি চোদয়তি **ননু জ্ঞানম্** ইতি। ৩৩২। পরিহরতি—ন। ৩৩৩। কুতঃ? বৈলক্ষণ্যাৎ। ৩৩৪। **অয়ম্** অর্থঃ—সত্যং, জ্ঞানং মানসী ক্রিয়া, ন তু ইয়ং ব্রহ্মণি ফলং জনয়িতুম্ অর্হতি, তস্য স্বয়ংপ্রকাশতয়া বিদিক্রিয়া-কর্ম্মভাবানুপপত্তেঃ ইতি উক্তম্। ৩৩৫। তৎ এতস্মিন্ বৈলক্ষণ্যে

তবে আত্মার যাহা যথার্থস্বরূপ, তদ্বিষয়ক যে জ্ঞান অর্থাৎ অদ্বৈতাত্মবিজ্ঞান, তাহা বিধিবাক্যের অধীন নহে। এই কারণে—সেই আত্মার তত্ত্বজ্ঞানবিষয়ে লিঙ্ প্রভৃতি কর্ত্তব্যতাবোধক শব্দ, যদিও বেদের মধ্যে শ্রুত হইয়া থাকে, তথাপি ঐ আত্মতত্ত্বজ্ঞানের সহিত কোনপ্রকার কার্য্যের সম্বন্ধ নাই বলিয়া, ঐ সকল কর্ত্তব্যতাবোধক লিঙ্প্রভৃতি শব্দও প্রস্তরে প্রযুক্ত ক্ষুরতৈক্ষ্ণ্যের ন্যায় ব্যর্থ হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, ঐ আত্মতত্ত্বজ্ঞান কোনপ্রকার হেয় বা উপাদেয় বস্তুকে প্রকাশিত করে না।

এইবার দেখা যাউক ভামতীকার ইহার ব্যাখ্যায় কি বলেন।

ভামতীর অনুবাদ—যদি বল জ্ঞান যদি মানস ক্রিয়া হয়, তবে তাহা বিধিগোচর হইবে না কেন?। ৩৩০। আর কেনই বা তাহার ফল যে মোক্ষ তাহা নির্বর্ত্ত্যাদির মধ্যে অন্যতম হইবে না?।৩৩১। এইরূপ শঙ্কা করিতেছেন—**ননু জ্ঞানম্** ইতি। ৩৩২। এই আশংকার পরিহার **ন** ইত্যাদি ভাষ্য দ্বারা করিতেছেন। ৩৩৩। কেন? কারণ, বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে। ৩৩৪। ইহার অর্থ এই—সত্য বটে, জ্ঞান মানস ক্রিয়াবিশেষ, কিন্তু ইহা ব্রহ্মে ফল জন্মাইতে সমর্থ হয় না, যেহেতু তাহা স্বয়ংপ্রকাশ বলিয়া তাহাতে জ্ঞানক্রিয়ার কর্ম্মভাব অনুপপন্ন হয়—ইহাই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ৩৩৫। সেই এইরূপ বৈলক্ষণ্য থাকিলেও অন্যরূপ বৈলক্ষণ্য ও দেখাইতেছেন—**ক্রিয়া হি নাম সা**

ভামতীর শব্দার্থ।—৩৩০। মানসী=মনের ধর্ম্ম। ৩৩১। নির্বর্ত্ত্যাদিষু=উৎপাদ্য বিকার্য্য আপ্য ও সংস্কার্য্য এই চারি প্রকারের মধ্যে। অন্যতম=কোন একটী। ৩৫। বিদিক্রিয়াকর্ম্মভাবানুপপত্তেঃ=বিদি অর্থাৎ বেদন বা জ্ঞানরূপ যে ক্রিয়া তাহার

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

শাস্ত্রগ্রন্থ।

১। **শাস্ত্রসার সংগ্রহ,** অর্থাৎ ১। অদ্বৈতসিদ্ধি, ২। খণ্ডনখণ্ডখাদ্য, ৩। চিৎসুখী ও ৪। সিদ্ধান্তলেশ, এই চারিখানি গ্রন্থ পৃথক্ পত্রাঙ্ক সহ প্রত্যেক খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। অনুবাদক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী। ৬ষ্ঠ খণ্ড যন্ত্রস্থ প্রত্যেক খণ্ডে ডিমাই ১৬ ফরমা থাকে। মূল্য ১৲ টাকা। ১৲ টাকা জমা দিয়া গ্রাহক হইতে হয়।

২। **উপনিষৎ** (পকেট সংস্করণ)—ঈশ ও কেন। মূল, অন্বয়, অক্ষয়ার্থ, শঙ্করভাষ্যসংক্ষেপরূপ শঙ্করার্চ্চনা নাম্নী টীকা ও বিশদ তাৎপর্য্য সহ। অনু-বাদক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ। সংশোধক উক্ত পণ্ডিত মহাশয়দ্বয়। উত্তম কাগজ, অতি মনোহর বাঁধান, প্রায় ১৬০ পৃষ্ঠা—মূল্য ৷৷০ আনা।

৩। **ঐ—কঠোপনিষৎ** সম্পূর্ণ পূর্ব্ববৎ। ৩২০ পৃষ্ঠা—মূল্য ৸০ আনা।

৪। **ন্যায়প্রবেশ-তর্কামৃত**—বিশেষ বিবরণ পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। মূল্য ৷৷০

৫। **নব্যন্যায়-ব্যাপ্তিপঞ্চক**—ঐ ঐ। মূল্য ৫৲ টাকা।

৬। **আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ,** ২য় সংস্করণ যন্ত্রস্থ।

৭। **নব্যন্যায়—সিদ্ধান্ত লক্ষণ,** জাগদীশী—যন্ত্রস্থ।

৮। **বেদান্ত-দর্শন**—পকেট সংস্করণ--যন্ত্রস্থ।

৯। **সংস্কৃত ব্যাকরণ—উপক্রমণিকা**—আধুনিক পদ্ধতিতে চক্রাদি কৌশলচিত্র সহকারে সম্পাদিত। নিজে নিজে সংস্কৃতশিক্ষার অপূর্ব্ব গ্রন্থ। বহু নূতন বিষয় আছে। ৪৩৬ পৃষ্ঠা, পূর্ব্বার্দ্ধ মূল্য ৸০ আনা। শেষার্দ্ধ যন্ত্রস্থ।

১০। **প্রশ্নোপনিষৎ** (পকেটসংস্করণ) যন্ত্রস্থ।

প্রাপ্তিস্থান—সম্পাদক শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষের নিকট ১৪ শঙ্কর ঘোষের লেন, সিমলা, কলিকাতা; অথবা লোটাস্ লাইব্রেরী ২৮।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা বেদান্তদর্শন গ্রন্থ শেষ হইলে লইবেন ভাবিতেছেন তাঁহারা এখন হইতে না লইলে বিফলমনোরথ হইবেন। কারণ, কাগজ দুর্ম্মূল্য হওয়ায় আমরা অধিক গ্রন্থ ছাপিতেছি না, এবং সমগ্র গ্রন্থ যেরূপ বৃহৎ হইবে, তাহাতে মধ্যবিৎ ব্যক্তির পক্ষে এককালে গ্রহণ কষ্টকর হইবে। ইতি।

বেদান্তদর্শন ও উপনিষদের নিয়মাবলী।

১। প্রত্যেক খণ্ডে ডিমাই ১৬ ফরমা পুস্তক থাকিবে এবং প্রত্যেক খণ্ডেরমূল্য অগ্রিম গ্রাহকের পক্ষে ১৲ টাকা হইবে। গ্রন্থশেষে গ্রন্থ মূল্য কিছি বৃদ্ধি করা হয়।

২। মাসে মাসে প্রকাশিত করিবার জন্য চেষ্টা করা হইবে।

৩। প্রত্যেক খণ্ড ভিঃ পিতে গ্রাহকবর্গের নিকট প্রেরিত হইবে।

৪। অগ্রিম গ্রাহকের পক্ষে ডাকমাশুল খরচা লাগিবে না।

৫। অগ্রিম গ্রাহক হইতে হইলে ১৲ টাকা জমা রাখিতে হইবে। গ্রন্থ শেষ হইলে উহা প্রত্যর্পণ করা হইবে।

৬। ঠিকানা পরিবর্ত্তন বা গ্রাহকপক্ষের কোন কারণবশতঃ পুস্তক ফিরিয়া আসিলে প্রথমবারের প্রেরণ ব্যয় দ্বিতীয়বার প্রেরণকালে ভিপি দ্বারা আদায় করা হয়।

৭। অগ্রিম গ্রাহক না হইলে প্রত্যেক খণ্ড ১।০ হিসাবে মূল্য হইবে। প্রেরণব্যয়ও স্বতন্ত্র লাগিবে।

৮। পত্রাদিব্যবহার ও মূল্যপ্রভৃতি প্রকাশক শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র দত্তের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। উত্তরপ্রার্থিগণ রিপ্লাই কার্ডে পত্র লিখিবেন।

৯। গ্রন্থসমাপ্তির পূর্ব্বে গ্রন্থ লওয়া বন্ধ করিলে উক্ত জমার টাকা ফেরত পাইবেন না।

লোটাস্ লাইব্রেরী।
২৮।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। } প্রকাশক
শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র দত্ত।

---

২১ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন হইতে
কালিকা-যন্ত্রে
শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry